লেনিন

নারী-মুক্তি



দুনিয়ার মজদুর এক হও!

ভ. ই. লেনিন

নারী-মুক্তি

প্রবন্ধ সংকলন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

১৯৬৯

প্রকাশকের কথা

এ সংকলন শুরু হয়েছে লেনিনের স্ত্রী ও সহকর্মী, সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিশিষ্টা কর্মী ন. ক. ক্রুপস্কায়ার ভূমিকা দিয়ে। ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৩৪ সালে 'নারী-মুক্তি' বিষয়ে লেনিনের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির একটি সংকলন প্রকাশ উপলক্ষে।

পরিশিষ্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্টা কর্মী, জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ক্লারা সেৎকিনের লেখা 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' বইটির কিছুটা অংশ।

এই সংকলনে রচনাগুলির অনুবাদ করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রস্তুত ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রচনাবলীর পঞ্চম রুশ সংস্করণ থেকে।

সূচি

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

লেনিন তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবনে মেহনতী নারীদের মুক্তি, শ্রমিক-রমণী ও কৃষাণীদের মুক্তি বিষয়ে বহুবার লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, শ্রমিক লক্ষ্যের সমগ্র সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের সমগ্র সংগ্রামের সঙ্গে নারী-মুক্তি অবিচ্ছেদ্য জড়িত। লেনিনকে আমরা জানি মেহনতী জনগণের নায়ক, পার্টির সংগঠক, সোভিয়েত রাজের প্রতিষ্ঠাতা রূপে, তাঁকে জানি যোদ্ধা ও নির্মাতা বলে। কিন্তু মেহনতী নারীদের অবস্থা সম্পর্কে, তাদের মুক্তির বিষয়ে লেনিন যা বলেছেন, শুধু সেইটুকু জানলে চলবে না, প্রতিটি শ্রমিক-রমণী, প্রতিটি যৌথকৃষাণীর উচিত লেনিনের সমগ্র কাজ, তাঁর সবখানি ক্রিয়াকলাপই জানা। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম আর নারী উন্নয়নের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে বলেই লেনিন তাঁর প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বার বার এই শেষের প্রশ্নটি তুলেছেন, এ নিয়ে তাঁর চল্লিশটিরও বেশি আলোচনা আছে, আর তার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই ভ্লাদিমির ইলিচ ঠিক সেই মুহূর্তে যা নিয়ে আলোড়িত ও আগ্রহান্বিত সেই সব প্রশ্নের সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে জড়িত।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের একেবারে শুরুতেই কমরেড লেনিন শ্রমিক-রমণী ও কৃষাণীদের অবস্থা এবং শ্রমিক আন্দোলনে নারীদের টেনে আনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। সবাই জানেন, ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর হাতে কলমে বৈপ্লবিক কাজের সূত্রপাত করেন পিটার্সবুর্গে (লেনিনগ্রাদ), এখানে তিনি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের একটি গ্রুপ গঠন করেন, পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের মধ্যে এ গ্রুপ প্রচুর কাজ চালায়, অবৈধ প্রচারপত্র প্রকাশ করতে থাকে, কলকারখানায় তা ছড়ায়। প্রচারপত্রগুলি সাধারণত পুরুষ শ্রমিকদের উদ্দেশ করে। সে সময় শ্রমিক জনগণ তখনো খুব কম সচেতন, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অংশটা ছিল নারী-শ্রমিক, কলমালিকেরা তাদের দিত

সবচেয়ে নিচু মজুরি, স্থূলভাবে তাদের অধিকার লংঘন করত। তাই প্রচারপত্র লেখা হত সাধারণত পুরুষ শ্রমিকদের উদ্দেশেই ('লাফের্ম' সিগারেট কারখানার নারী-শ্রমিকদের জন্য লেখা দুখানা প্রচারপত্র বাদে)। টর্নটন কাপড় কলের শ্রমিকদের জন্য লেনিন একবার প্রচারপত্র লেখেন (সেটা ১৮৯৫ সালে) আর টর্নটন মিলের নারী-শ্রমিকেরা পশ্চাৎপদদের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ হলেও লেনিন তাঁর প্রচারপত্রের শিরোনামায় লেখেন — 'টর্নটন কলের নারী পুরুষ শ্রমিকদের প্রতি'। এটা একটা ছোটো ঘটনা, কিন্তু খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক।

নির্বাসনে থাকার সময় লেনিন ১৮৯৯ সালে পার্টি সংগঠনের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চালাতেন (পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয় ১৮৯৮ সালে) অবৈধ সংবাদপত্রে কী কী বিষয়ে তিনি লিখতে চান তাই নিয়ে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'নারী ও শ্রমিক স্বার্থ' নামে একটি পুস্তিকার উল্লেখও তিনি করেন। এই পুস্তিকায় নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীদের অবস্থা বর্ণনা করে ইলিচ এইটে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাদের একমাত্র গত্যন্তর হল বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেওয়া। শ্রমিক শ্রেণীর জয়েই কেবল শ্রমিক-রমণী ও কৃষাণীদের মুক্তি সম্ভব।

১৯০১ সালে অবুখভ প্রতিরক্ষায়* নারী-শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ এবং মোকদ্দমায় তরুণী নারী-শ্রমিক ইয়াকভলেভার বক্তৃতা উপলক্ষে ইলিচ লেখেন:

---

* অবুখভ প্রতিরক্ষা — ১৯০১ সালের ৭ই মে পুলিস ও সৈন্যের বিরুদ্ধে পিটার্সবুর্গে অবুখভ কারখানার শ্রমিকদের বীরোচিত লড়াই। মে-দিবসের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য ২৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করায় শ্রমিকরা যে প্রতিবাদ-ধর্মঘট করে তারই পরিণতি এটা। ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে নিতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করায় ৭ই মে ৫,০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে। শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টা কর্মদিন, ১লা মে ছুটি, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ, মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি করে। তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য যে সব পুলিস ও সৈন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে ঢিল ছুড়ে লড়াই করে শ্রমিকেরা। যথেষ্ট নতুন সৈন্য আসার পরই কেবল শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভাঙতে সমর্থ হয় তারা।

কিছু হতাহত হয় শ্রমিকদের, ৮০০ শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়, তাদের ২৯ জনকে পাঠানো হয় কয়েদ খাটতে। পুলিসের হিংস্র দমনে পিটার্সবুর্গের কয়েকটি কারখানায় প্রতিবাদ-ধর্মঘট জাগে।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের ইতিহাসে অবুখভ প্রতিরক্ষার তাৎপর্য বিপুল। শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের সূচনা হয় এই থেকেই। — সম্পাঃ

'নিহত ও কারাগারে নির্যাতিত বীর কমরেডদের স্মৃতি নতুন যোদ্ধাদের শক্তি বাড়িয়ে দেবে দশগুণ, হাজার হাজার সহায়ক টেনে আনবে তাদের সাহায্যে, যারা ১৮ বছরের মার্ফা ইয়াকভলেভার মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে: "আমরা আমাদের ভাইয়েদের পক্ষে!" শোভাযাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিসী ও মিলিটারি হামলা ছাড়াও সরকার তাদের বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে কৃতসংকল্প; আমরা তার জবাব দেব সমস্ত বিপ্লবী শক্তির সংহতি দিয়ে, জার স্বেচ্ছাচারে নিগৃহীতদের সকলকে টেনে এনে, সার্বজনীন বিদ্রোহের নিয়মিত প্রস্তুতির মাধ্যমে।'*

নারী-শ্রমিক, কৃষাণী ও স্বাধীন কারুজীবিনীদের** জীবন ও মেহনত ভালো করে লক্ষ্য করেন লেনিন।

কারাবাসের সময় লেনিন হিসাবপত্রের ভিত্তিতে, পরিসংখ্যান রিপোর্টের ভিত্তিতে অধ্যয়ন করেন কৃষকদের অবস্থা, তাদের উপর স্বাধীন কারুশিল্পের প্রভাব, কলকারখানা-জাত শিল্পে আকর্ষণ, তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির উপর কলকারখানার প্রভাব। সেই সঙ্গেই এই সমস্ত প্রশ্নই তিনি নারী শ্রমের দিক দিয়েও অনুসন্ধান করেন। তিনি দেখান কী ভাবে কৃষকদের ব্যক্তিমালিক মনোবৃত্তির ফলে এক রাশ অনাবশ্যক কিম্ভূত পরিশ্রমে জর্জরিত হয় মেয়েরা, (বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকলে প্রতিটি কৃষক নারী তার নিজের টেবলটুকু সাফ করবে, নিজের শিশুর জন্য আলাদা করে মণ্ড রাঁধবে, আলাদা করে দুধ দুইবে)।

'পুঁজিবাদের বিকাশ' নামক তাঁর গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন কী ভাবে মালিক-গোয়ালা কৃষাণীর মেহনত শোষণ করে, কী ভাবে পাইকাররা শোষণ করে লেস-বুনিয়ে মেয়েদের পরিশ্রম, কী ভাবে বৃহৎ শিল্প নারীদের মুক্ত করে, কী ভাবে কলকারখানায় কাজের প্রভাবে নারী-শ্রমিকদের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে, শিক্ষিত হয়ে উঠছে তারা, পরনির্ভরতা কমে যাচ্ছে, পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বাঁধন খসে পড়ছে। লেনিনের মত ছিল, বৃহৎ শিল্পের বিকাশে পরিপূর্ণ নারী-মুক্তির বনিয়াদ তৈরি হবে। এদিক থেকে

---

* ভ. ই. লেনিন, 'সশ্রমদণ্ডের নিয়মাবলী ও সশ্রমদণ্ড'। — সম্পাঃ

** স্বাধীন কারুজীবিনী—বাজারের জন্য শিল্প-দ্রব্যের ক্ষুদে উৎপাদক; অন্যান্য হস্তশিল্পীদের থেকে এদের তফাৎ এই যে, এরা খদ্দেরদের বায়না মত দ্রব্য প্রস্তুত না করে বাজারের জন্য মাল তৈরি করে। — সম্পাঃ

১৯১৩ সালে লেখা ভ্লাদিমির ইলিচের 'টেকনিকের অন্যতম বিজয়' প্রবন্ধটি বৈশিষ্ট্যসূচক।

বুর্জোয়া দেশে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমাধিকারের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম করা উচিত।

নির্বাসনে লেনিন পার্টির কর্মসূচি নিয়ে ভাবেন। পার্টির তখনো কোনো কর্মসূচি ছিল না। ছিল কেবল 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের* রচিত একটা খসড়া। 'আমাদের পার্টির খসড়া কর্মসূচি' নামক প্রবন্ধে এ কর্মসূচির আলোচনা করে লেনিন লেখেন যে, কর্মসূচির ব্যবহারিক অংশটার ৯ ধারায় যেখানে 'আমাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারি সমগ্র আইনের পুনঃসংস্কার, বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ভেদের লোপ, এবং মানব মর্যাদার অনুপযুক্ত সমস্ত শাস্তির 'অবসান' দাবি করা হয়েছে, সেখানে আরো যোগ করা উচিত **'পুরুষের সঙ্গে নারীদের পরিপূর্ণ সমতা স্থাপন'** (মোটা হরফ আমার — ন. ক.)।

১৯০৩ সালে যখন পার্টি কর্মসূচি গৃহীত হয় তখন এ ধারাটি তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

---

* 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপ — গ. ভ. প্লেখানভ কর্তৃক ১৮৮৩ সালে জেনেভায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম রুশ মার্কসবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন। প. ব. আক্সেলরদ, ভ. ই. জাসুলিচ প্রভৃতিরাও এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারের জন্য এ গ্রুপ ব্যাপক কাজ চালায়। 'আধুনিক সমাজতন্ত্রের গ্রন্থমালা' প্রকাশ করে গ্রুপ; তাতে মার্কস ও এঙ্গেলসের বইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয় (তার মধ্যে ছিল 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার', 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রভৃতি) এবং সেই সঙ্গে গ্রুপ সদস্যদের লেখা রচনাও, সর্বপ্রথমে গ. ভ. প্লেখানভের রচনা — 'সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রাম', 'আমাদের মতপার্থক্য' ইত্যাদি। গ্রুপের সদস্যদের, বিশেষ করে গ. ভ. প্লেখানভের রচনায়, নারোদবাদী তত্ত্বগুলির সমালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌলিক প্রশ্নগুলির বিচার করা হয়।

এ গ্রুপ কিন্তু কয়েকটি গুরুতর ভুল করে। বিপ্লবে উদারনীতিক বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধরণা ছিল, কৃষকদের বিপ্লবী ভূমিকা এবং জারতন্ত্রের উপর বিজয়ের জন্য প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের মধ্যে ঐক্যের গুরুত্ব তারা কম করে দেখত।

গণশ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ছিল না 'শ্রমমুক্তি' গ্রুপের। এ গ্রুপ 'কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটা তাত্ত্বিক বনিয়াদ জোগায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ করে' (লেনিন)। — সম্পাঃ

১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের* রিপোর্ট দিতে গিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ সানন্দে মন্তব্য করেন যে অস্ট্রীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদী আচরণ নিন্দিত হয়েছে, এরা পুরুষের নির্বাচনী অধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে অথচ নারীর নির্বাচনী অধিকারের সংগ্রাম তুলে রেখেছে 'ভবিষ্যতের' জন্য।

সবাই জানেন, সোভিয়েত শাসনে পুরুষের সঙ্গে নারীর পরিপূর্ণ সমাধিকার স্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ অক্টোবর বার্ষিকীতে ভ্লাদিমির ইলিচ বলেন:

'আমাদের এখানে রাশিয়ায় নারীর অধিকারহীনতা বা পূর্ণাধিকারহীনতার মতো নীচতা, জঘন্যতা, কদর্যতা নেই, নেই ভূমিদাসত্ব ও মধ্যযুগের এই বিরক্তিকর জের, যা স্বার্থপর বুর্জোয়ারা নবীভূত করে তুলছে... বিনা ব্যতিক্রমে পৃথিবীর সর্বদেশে।'**

১৯১৩ সালে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের বিচার ও বুর্জোয়াদের ভণ্ডামি উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে লেনিন গণিকাবৃত্তি নিয়েও আলোচনা করেন, দেখান কী ভাবে নারীদেহের বাণিজ্যে উৎসাহ দিয়ে, অবলা নাবালিকাদের উপর, উপনিবেশের মেয়েদের উপর ধর্ষণ চালিয়ে বুর্জোয়ারা একই সময়ে ভণ্ডামি করে ভাব করে যেন তারা গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়ছে।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে ভ্লাদিমির ইলিচ ফের এই প্রশ্নে ফিরে

---

* স্টুটগার্ট কংগ্রেস — ১৯০৭ সালের ১৮—২৪শে আগস্ট স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসের (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস) কথা বলা হচ্ছে।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি কংগ্রেসে পাঠায় ৩৭ জন প্রতিনিধি। বলশেভিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন লেনিন, লির্ভিনভ, লুনাচার্স্কি প্রভৃতি। কংগ্রেসে আলোচিত হয় নিম্নোক্ত সমস্যা: ১) সামরিকতা ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ; ২) রাজনৈতিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক; ৩) উপনিবেশিক সমস্যা; ৪) শ্রমিকদের প্রবসন ও অভিবাসন এবং ৫) নারী ভোটাধিকার।

লেনিন পরিচালিত রুশ বলশেভিকগণ ও রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রমুখ বামপন্থী জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিপ্লবী অংশটির সঙ্গে সুবিধাবাদী অংশের (ফলমার, বের্নস্টেইন প্রমুখ) সংগ্রামক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেস। সুবিধাবাদীদের পরাজয় হয় এবং কংগ্রেস যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রধান প্রধান কর্তব্যের বিপ্লবী, মার্কসবাদী সূত্রায়ন দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

** ভ. ই. লেনিন, 'অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে'। — সম্পাঃ

আসেন ও দেখান কী ভাবে 'মুক্ত, সংস্কৃতিবান' আমেরিকা বিজিত দেশগুলি থেকে বেশ্যালয়ের জন্য নারী ক্রয়ের ব্যবস্থা করছে।*

সন্তান জন্মের প্রশ্নটিকেও লেনিন এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখেন। সন্তান ধারণ থেকে শ্রমিকদের বিরত হওয়ার জন্য কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীর উপদেশে লেনিন খুব রুষ্ট হন, তাদের কথায় ছেলেমেয়ের নিঃস্বতা ও দুঃখ দুর্দশা নাকি অবধারিত। এ হল পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রমিকেরা ব্যাপারটা অন্যরকম করে দেখে। ছেলেমেয়েরা হল আমাদের ভবিষ্যৎ। আর দুঃখ দুর্দশার কথা তুললে, সেটা লোপ করা সম্ভব। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। জয়লাভ করে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব...

এবং পরিশেষে, ১৯১৬—১৯১৭ সালে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বাভাস দেখে লেনিন যখন ভাবছিলেন কী হবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মূলকথা, কী করে জনগণকে সে নির্মাণে টেনে আনা যায়, তখন সামাজিক কাজে মেহনতী নারীদের টেনে আনার দিকে তিনি বিশেষ মন দেন, লেখেন সমাজের সেবায় প্রতিটি নারীকে টেনে আনা অত্যাবশ্যক। এই সময়ের আটটি প্রবন্ধে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন। সমাজতন্ত্রে সমস্ত সমাজজীবনকে নতুন ছাঁদে গড়ে তোলার আবশ্যিকতার সঙ্গে তিনি এ প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্য করে দেখেন। এরই সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্য করে রাখেন রাষ্ট্র চালনায় সবচেয়ে পশ্চাৎপদ স্তরের নারীদের টেনে আনার প্রশ্ন, সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়েই জনগণকে নতুন করে গড়ে তোলার আবশ্যিকতা।

সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে শেখা যায় শাসন করা। অক্টোবরের আগে লেনিন লিখেছিলেন, 'আমরা ইউটোপিয়াপন্থী নই, আমরা জানি যে কোনো মুটে-মজুর, যে কোনো রাঁধুনি এখুনি রাষ্ট্র চালনায় লেগে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে কাদেতদের** সঙ্গে কি ব্রেশকোভস্কায়ার সঙ্গে কি সেরেতেলির

---

* ভ. ই. লেনিন, 'প্রাচ্য জাতিগুলির কমিউনিস্ট সংগঠনের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে রিপোর্ট'। — সম্পাঃ

** কাদেত — রাশিয়ায় উদারনীতিক-রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের প্রধান পার্টি, নিয়মতান্ত্রিক-গণতন্ত্রী পার্টির সদস্যরা। কাদেত পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে এবং তাতে থাকে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, ভূস্বামীদের মধ্য থেকে জেলাসংস্থার কর্তারা, এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা। পরে এটি পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পার্টিতে।

জারতন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে চাইত কাদেতরা।

সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্র **চালনা,** শাসনের দৈনন্দিন মামুলী কাজ চালাবার যোগ্যতা যেন কেবল ধনী অথবা ধনী বংশগত রাজপুরুষদের — এই কুসংস্কার অবিলম্বে বর্জনের দাবি করি আমরা। আমাদের দাবি হল রাষ্ট্র চালনার **তালিম** দিক সচেতন শ্রমিক ও সৈন্যেরা আর সে শুরুটা যেন হয় অবিলম্বে, অর্থাৎ সমস্ত মেহনতীদের, সমস্ত নিঃস্বদের সে তালিমে টেনে আনার **শুরুটা** যেন হয় অবিলম্বে।'*

আমরা জানি যে কৃষাণীদের, যৌথকৃষাণীদের, শ্রমিক-রমণীদের শাসনের কাজে টেনে আনার জন্য সোভিয়েত রাজ যথাসাধ্য করেছে। এ ফ্রন্টে কী বৃহৎ সাফল্য আমরা অর্জন করেছি, তাও জানা কথা।

প্রাচ্য নারীদের জাগরণকে লেনিন সাবেগ অভিনন্দন জানান। জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদ কর্তৃক অবদমিত জাতিসত্তাগুলির উন্নয়নের প্রশ্নে লেনিন বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাই প্রাচ্যের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও প্রদেশগুলির নারী বিভাগের প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি যে এত সাবেগ অভিনন্দন পাঠান তা বেশ বোঝা যায়।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সাফল্যের কথায় ইলিচ উল্লেখ করেন, 'একই সময়ে সংগঠিত আন্তর্জাতিক নারী-শ্রমিক সম্মেলনের কল্যাণে কংগ্রেস নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও তার সম্পর্ক জোরদার করবে।'**

১৯৩২ সালের অক্টোবরে আমরা সোভিয়েত রাজের ১৫শ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করি এবং নারী-মুক্তি সমেত সমস্ত ফ্রন্টে সাফল্যের হিসাব নিই।

আমরা জানি, মেয়েরা গৃহযুদ্ধে অতি সক্রিয় অংশ নিয়েছে, অনেকে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, অনেকে অগ্ন্যুত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। গৃহযুদ্ধের রণক্ষেত্রে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাদেত পার্টি রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ার লুঠেরা লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে জার সরকারকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। ১৯১৭ সালে সাময়িক বুর্জোয়া সরকারে স্থান পেয়ে তারা বিপ্লব দমনের জন্য সংগ্রাম চালায়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর কাদেতরা হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত রাজের আপোসহীন শত্রু এবং সমস্ত প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র আক্রমণ ও বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের অভিযানে অংশ নেয়। — সম্পাঃ

* ভ. ই. লেনিন, 'বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?' — সম্পাঃ

** ভ. ই. লেনিন, 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস'। — সম্পাঃ

সোভিয়েতের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিয়ে বহু নারী লাল পতাকার অর্ডার অর্জন করেছে। অতীত পার্টিজানদের অনেকেই এখন বিশিষ্ট পদাধিকারিণী। সামাজিক কাজের ভালো রকম শিক্ষা নিয়েছে মেয়েরা।

প্রতিনিধি সভাগুলি* হল সামাজিক কাজের স্কুল। ১৫ বছরে প্রতিনিধি সভাগুলির কাজের মধ্যে দিয়ে গেছে প্রায় ১ কোটি নারী-প্রতিনিধি।

১৫শ অক্টোবর বার্ষিকীর সময় গ্রাম সোভিয়েত, জেলা কার্যকরী কমিটি ও নগর সোভিয়েতের শতকরা ২০ থেকে ২৫ জন সদস্য ছিল নারী, কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে ছিল ১৮৬ জন নারী-সদস্য। এই কাজের মধ্যে দিয়ে এরা বেড়ে উঠছে।

নারী-কমিউনিস্টদের সংখ্যাও বাড়ছে। ১৯২২ সালে ইলিচের জীবদ্দশায় নারী-কমিউনিস্ট ছিল মাত্র ৪০ হাজার, আর ১৯৩২ সালের অক্টোবরে তা পাঁচ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে।

নারীদের পরিপূর্ণ মুক্তির লেনিনীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ রকমের বৃহৎ পদক্ষেপ ঘটেছে বিগত কয়েক বছরে।

গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি বৃহৎ শিল্পের প্রচন্ড বিকাশ, আধুনিক টেকনিকের ভিত্তিতে, শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের ভিত্তিতে তার

---

* প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয় কলকারখানায়, গ্রাম ও শ্রমিক বসতিতে। এসব সংস্থায় নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীদের ব্যাপক অংশ প্রতিনিধি পাঠাত। শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, শিশু লালনাগার, শিশু ক্রীড়াঙ্গণ, ভোজনালয়, দোকান ইত্যাদির কাজ সংগঠন ও তত্ত্বাবধানের জন্য সভায় নির্বাচিত নারী-প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট করা হত বিভিন্ন সোভিয়েত, সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে (সোভিয়েতের বিভিন্ন বিভাগ, নানা কমিশন)।

সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রতিনিধি সভাই ছিল নারীদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির গণ কাজের প্রধান মাধ্যম।'নারীদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্র শাসনে ও দেশের সামাজিক জীবনে তাদের আকর্ষণের ব্যাপারে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সভাগুলি চলত সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের পরিচালনায়, নারীদের মধ্যে কাজের জন্য এবং প্রতিনিধি সভার কার্যকলাপ চালাবার জন্য নারী-সংগঠকদের নিয়োগ করত তারা।

পরে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় পার্টি, সোভিয়েত ও ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হয়েছে এমন বহু নারী প্রতিনিধি সভার মধ্য দিয়ে এসেছে। — সম্পাঃ

পুনর্গঠন। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ও ঝটিতি শ্রমিক দলের আন্দোলন অসাধারণ প্রসার পাওয়ায় শ্রমের প্রতি নতুন কমিউনিস্ট মনোভাব বেড়ে উঠছে। একথা বলতেই হবে যে এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কম উদ্যোগ দেখাচ্ছে না। রোজই আমরা দেখছি নতুন নতুন ধরনের ঝটিতি বাহিনীর নারী-কর্মী, শ্রমের ক্ষেত্রে তাদের বিরাট উদ্যোগ ও অধ্যবসায়। কাজ করার অভ্যেস মেয়েদের গড়ে তুলতে হয় না: আগের আমলে মেহনতী নারীদের জীবন ছিল একটানা অক্লান্ত পরিশ্রমে ভরা। কিন্তু সে শ্রমের প্রতি ছিল অসম্মান, তার উপর ছিল দাসত্বের ছাপ। আর এখন মেহনতের তালিম ও পরিশ্রমে অধ্যবসায়ের ফলে মেহনতী নারীরা এসে দাঁড়িয়েছে সমাজতন্ত্র নির্মাতাদের সামনের সারিতে, শ্রমবীরদের পঙক্তিতে।

নারী-মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কৃষির যৌথায়ন। তাঁর কার্যকলাপের শুরু থেকেই যৌথায়নের মধ্যে লেনিন দেখেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে কৃষি পুনর্গঠনের পথ। 'জনগণের বন্ধুরা কী জিনিস' গ্রন্থে ১৮৯৪ সালেই লেনিন মার্কসের এই কথা উদ্ধৃত করেন যে 'উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদের' পরে, অর্থাৎ জমিদারদের কাছ থেকে জমি ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কলকারখানা ছিনিয়ে নেবার পর প্রতিষ্ঠিত হবে মুক্ত শ্রমিকদের সমবায় এবং ভূমি ও তাদের সৃষ্ট উৎপাদন উপায়ের উপর তাদের গোষ্ঠীগত (লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন 'যৌথ') মালিকানা।

'উচ্ছেদকারীদের' পরিপূর্ণ 'উচ্ছেদের' শুরু হয় যে অক্টোবর বিপ্লবে তার পরে কৃষি আর্তেল ও কমিউন সংগঠনের প্রশ্ন হাজির করে সোভিয়েত রাজ। ১৯১৮—১৯১৯ সালে এ দিকে বিশেষ মন দেওয়া হয়। কিন্তু লেনিন যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই ভাবে বছরের পর বছর কেটে না যাওয়া পর্যন্ত যৌথায়ন ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ ও গভীরে মূল প্রোথিত করতে পারেনি। গৃহযুদ্ধের বছর, যখন শ্রেণী সংগ্রামে গ্রামাঞ্চল জড়িয়ে পড়ে, গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত ক্ষমতার বিকাশ, সোভিয়েত রাজ কর্তৃক গ্রামাঞ্চলকে সহায়তার বছরগুলি, গ্রামে সাংস্কৃতিক সাহায্য — এ সবের ফলে যৌথায়নের সম্ভাবনা গড়ে ওঠে, এখন তা কুলাকদের* বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও জোরদার হচ্ছে।

---

* কুলাক — 'ধনী কৃষক, যারা মজুর খাটিয়ে বা সুদে টাকা ধার ইত্যাদি দিয়ে অপরের শ্রম শোষণ করে' (লেনিন)। — সম্পাঃ

ক্ষুদে ও মাঝারি জোতে কৃষক নারীদের বন্ধন পাকা হয়। এতে তারা ব্যক্তিগত জোতের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়ে, দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে যায়, পরিণত হয় স্বামীর দাসীতে, যারা তাকে পিটিয়ে মেরে পর্যন্ত ফেলে। ক্ষুদে কৃষক জোতের ফলেই দেখা দেয় এই রকমের ধর্ম বিশ্বাস: 'যে যার নিজের জন্য আর ভগবান আছেন সবার জন্য'। এই প্রবাদটার উল্লেখ করেছেন লেনিন বহুবার, ক্ষুদে মালিকী মনোবৃত্তি এত চমৎকার আর কোথাও ফোটেনি। যৌথায়নে ক্ষুদে মালিক থেকে কৃষক পরিণত হয় যৌথখামারীতে, কৃষকের বিচ্ছিন্নতার মূল, ধর্মের মূল কাটা পড়ে, মুক্তি পায় নারী। কেবল সমাজতন্ত্রই নারীদের মুক্ত করে, লেনিনের এই কথা সত্য হয়ে ওঠে। যৌথখামারে নারীদের অবস্থা কী ভাবে বদলে গেছে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি যৌথখামারী-অগ্রণীদের যে কংগ্রেস হয় তাতে চমৎকার দেখা গেল ভূমির সামাজিক কর্ষণের কাজ কী ভাবে এগুচ্ছে। আজ আর ৬ হাজার নয়, ২ লক্ষ যৌথখামার। যৌথখামারের কাজ আরো ভালোভাবে কী করে সংগঠন করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা চলে। যৌথকৃষাণীরা কংগ্রেসে অংশ নেয় ব্যাপকভাবে। কেন্দ্রীয় উর্বর এলাকার যৌথকৃষাণী সোপিনার বক্তৃতাটি ছিল চমৎকার, সারা কংগ্রেস থেকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ে। যৌথখামার নির্মাণে যোগ দিয়ে কৃষাণীরা উন্নত হয়ে উঠছে, ব্যবস্থাপনা চালাতে ও কুলাকদের সঙ্গে, শ্রেণী শত্রুদের সঙ্গে প্রাণপণে লড়তে শিখছে...

ধর্মের হার হচ্ছে। যৌথকৃষাণী এখন গ্রন্থাগারে এসে বলে, 'এ কী বই দিয়েছ, মাত্র এইটুকু বলছে যে ভগবান নেই। সে তো আমি জানি। এমন বই দাও যেখানে লেখা আছে কেন আর কী ভাবে ধর্ম দেখা দিল, কেনই বা তা শুকিয়ে মরবে।' বিগত বছরগুলিতে জনগণের সচেতনতার বিপুল বৃদ্ধি দেখছি আমরা। মেসিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের রাজনৈতিক বিভাগগুলি* (নারী-সংগঠকেরাও তার অন্তর্ভুক্ত) অর্থনীতির দিক থেকে যৌথখামারগুলিকে শক্তিশালী করার

---

* ১৯৩৩ সালে সারা ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্তক্রমে মেসিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্রে রাজনৈতিক বিভাগ গঠিত হয়। এরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ চালাত এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের অর্থনৈতিক পরিচালনা জোরদার করতে সাহায্য করত।

মেসিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের রাজনৈতিক বিভাগগুলি টিকে ছিল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত।—সম্পাঃ

জন্য সাহায্য করবে শুধু তাই নয়, সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গির জের, সংস্কৃতিহীনতার জের কাটিয়ে ওঠার জন্য যৌথকৃষক ও কৃষাণীদের ব্যাপক জনগণকে তারা সাহায্য করবে; নারী অধিকারহীনতার দিন চিরকালের মতো শেষ হবে।

লেনিনের মৃত্যুর পর দশ বছর কাটল। এই শোকদিবসের পূর্বাহ্নে আমরা যাচাই করে দেখব সর্বক্ষেত্রে কী ভাবে আমরা লেনিনের অন্তিম নির্দেশ পালন করেছি। হিসেব নেব আমরা। আর নারী-মুক্তির ব্যাপারে লেনিনের নির্দেশ পূরণ হয়ে চলেছে পার্টির নেতৃত্বে। এই পথেই আমরা এগিয়ে যাব।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩ ন. ক্রুপস্কায়া

রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ

(গ্রন্থ থেকে)

পুঁজিবাদী হস্তশিল্প কারখানা ও পুঁজিবাদী ঘরোয়া কাজ

(৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে)

অপিচ, ঘরে বসে পুঁজিবাদী কাজের সঙ্গে অসাধারণ অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিস্থিতি অনিবার্যই জড়িত। মেহনতীটির পরিপূর্ণ নিঃস্বতা, কোনো রকম নিয়ম মারফত কর্মপরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের একান্ত অসম্ভাবিতা, একই স্থলে বাসস্থান ও কর্মস্থান — কাজের এই পরিস্থিতির ফলে ঘরোয়া কারুজীবীটির বাসগৃহ হয়ে পড়ে স্বাস্থ্যবিপর্যয় ও বৃত্তিগত ব্যাধির আবাসস্থল। এরূপ ঘটনার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানে লড়াই করা সম্ভব, কিন্তু ঘরোয়া মেহনত এদিক থেকে নাকি বেশি 'উদারনৈতিক' ধরনের পুঁজিবাদী শোষণ।

কর্মদিনের অপরিসীম দৈর্ঘ্য — এই হল পুঁজিপতির জন্য ঘরোয়া কাজ ও সাধারণভাবে ক্ষুদে কারুশিল্পের আর একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'কলকারখানায়' ও 'স্বাধীন ঘরোয়া শিল্পে' কর্মদিনের তুলনামূলক কতকগুলি দৃষ্টান্ত আগেই দিয়েছি।

কুটির শিল্পের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় নারী ও অতি অল্পবয়স থেকেই শিশুদের টেনে আনা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মস্কো গুবের্নিয়ার নারী কারুশিল্পের বিবরণ থেকে কয়েকটি তথ্য দেব। কাগজ কাটার কাজে আছে ১০,০০৪ জন মেয়ে; শিশুরা কাজ করতে শুরু করে ৫—৬ বছর থেকে(!), দিনের রোজগার ১০ কোপেক; বছরে — ১৭ রুবল। নারী কারুশিল্পে সাধারণভাবেই কর্মদিন ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত। উল সুতা ইত্যাদি বোনার হস্তশিল্পে ৬ বছর বয়স থেকেই কাজ করা শুরু হয়, দিনের রোজগার ১০ কোপেক, বছরে — ২২ রুবল। নারী হস্তশিল্পের মোট হিসাব:

নারী-শ্রমিক — ৩৭,৫১৪ জন; কাজ শুরু করে ৫—৬ বছর থেকে (১৯টির মধ্যে ৬টি কারুশিল্পে, তবে এই ৬টি শিল্পেই ৩২,৪০০ জন নারী-শ্রমিক); গড় দৈনিক রোজগার ১৩ কোপেক; বছরে — ২৬ রুবল ২০ কোপেক।*

পুঁজিবাদী ঘরোয়া কাজের একটি অতি ক্ষতিকর দিক হল এই যে এতে কর্মীর চাহিদার মাত্রা কমে যায়। এমন সব এঁদো এলাকায় কর্মী খুঁজে নেওয়ার সম্ভাবনা উদ্যোক্তার হাতে থাকে, যেখানে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান বিশেষ রকমের নিচু এবং যেখানে জমির সঙ্গে বাঁধা থাকায় প্রায় বিনামূল্যে কাজ করা সম্ভব হয়। যেমন গ্রামের মোজা প্রতিষ্ঠানের মালিক বলেন যে মস্কোয় ঘর ভাড়া বেশি, কারিগর মেয়েদের 'খাওয়াতে হয় শাদা রুটি... আর আমাদের এখানে এরা কাজ করে নিজের নিজের কুঁড়েয়, কালো রুটি খেয়েই চালায়... মস্কো আমাদের সঙ্গে পারবে কোত্থেকে?'** কাগজ কাটার হস্তশিল্পে অসাধারণ কম মজুরির কারণ এই যে কৃষকের বউ মেয়ে ইত্যাদির কাছে এটা নেহাৎ উপরি রোজগার। 'এই ভাবে উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতিতে যারা পুরোপুরি এরই উপর নির্ভরশীল তাদের মজুরি অসম্ভব নামিয়ে দেয় এবং যারা একমাত্র কারখানা শ্রমের উপর নির্ভরশীল তারা বাধ্য হয় চাহিদাকে ন্যূনতমের নীচে নামাতে, নয়ত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন আটকে থাকে। এই উভয় ক্ষেত্রেই চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।'*** শ্রী খারিজোমেনভ বলেছেন, 'কারখানা চায় শস্তায় তাঁতী, আর সে তাঁতীর খোঁজ মেলে তার স্বগ্রামে, শিল্পকেন্দ্র থেকে দূরে... শিল্প কেন্দ্রের চেয়ে মফস্বলের দিকে মজুরির কমতিটা একটা সত্য ঘটনা, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'**** অধিবাসী যে পরিস্থিতিতে কৃত্রিমভাবে গ্রামে আটকে থাকে তাকে তাই চমৎকার কাজে লাগাতে পারে উদ্যোক্তারা।

---

* নারী কারুশিল্পের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী গর্বুনোভা ভুল করে এ রোজগার ধরেছেন ১৮ কোপেক ও ৩৭ রুবল ৭৭ কোপেক। তিনি শুধু প্রতি শিল্পের গড়টা ধরেছেন, কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে কর্মরতদের বিভিন্ন সংখ্যার হিসাব তিনি ধরেননি।

** 'মস্কো গুবের্নিয়ার পরিসংখ্যান সংকলন', ৭ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১০৪ পৃঃ।

*** ঐ পুস্তক, ২৮৫ পৃঃ।

**** 'ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ার শিল্প', ৩য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ, ঐ ২৫০ পৃঃ।

বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের বিকাশ

(৭ম পরিচ্ছেদ থেকে)

প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ব্যাপক শ্রমিক-জনকে একত্রে পুঞ্জীভূত করে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প পিতৃতান্ত্রিকতা ও ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার জেরগুলির সঙ্গে মোটেই আপোস করে না, 'অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধাই' হল তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এবং অচল ঐতিহ্যের সঙ্গে এই বিচ্ছেদই ছিল অন্যতম এক প্রধান শর্ত যাতে উৎপাদন নিয়মন ও তার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা ও আবশ্যিকতা দেখা দেয়। বিশেষ করে কলকারখানা কর্তৃক অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনের কথা বলতে গিয়ে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে উৎপাদনে নারী ও নাবালকদের* নিয়োগ হল মূলতঃ একটা প্রগতিশীল ঘটনা। একথা তর্কাতীত যে পুঁজিবাদী কলকারখানা শ্রমিক জনগণের এই অংশটাকে বিশেষ রকমের দুর্বিষহ এক অবস্থার মধ্যে ফেলে, এদের জন্য কর্মদিনের হ্রাস ও নিয়মন, কর্মপরিস্থিতির স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক, কিন্তু নারী ও নাবালকদের কারখানায় কাজ একেবারে নিষিদ্ধ করা অথবা এরূপ কাজ বর্জনকারী পিতৃতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা আঁকড়ে থাকার প্রচেষ্টা হবে প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপীয়। অধিবাসীদের এই যে অংশটা আগে কখনো সংকীর্ণ গৃহকোণ, পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে বেরয়নি তাদের পিতৃতান্ত্রিক আত্মবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে, সামাজিক উৎপাদনে তাদের প্রত্যক্ষ যোগদানে টেনে এনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প তাদের বিকাশের পথে ঠেলে

* 'নির্ঘণ্টের' তথ্য অনুসারে ইউরোপীয় রাশিয়ার কলকারখানায় ১৮৯০ সালে ছিল মোট ৮,৭৫,৭৬৪ জন মজুর, তার মধ্যে ২,১০,২০৭ (২৪%) জন নারী, ১৭,৭৯৩ (২%) বালক এবং ৮,২১৬ (১%) বালিকা।

দেয়, তাদের স্বাবলম্বন বাড়িয়ে তোলে, অর্থাৎ এমন এক জীবনের পরিস্থিতি গড়ে দেয় যা পিতৃতান্ত্রিক, অচল, প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্কের চেয়ে অতুলনীয় উচ্চে।*

১৮৯৬—১৮৯৯ সালে লিখিত,
পৃথক পুস্তক হিসাবে প্রথম প্রকাশিত
১৮৯৯ সালে মার্চ মাসের শেষে

৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২—৪৪৪,
৫৪৭—৫৪৮

---

* 'গরিব তাঁতী-মেয়ে কারখানায় যায় বাপ স্বামীর পেছু পেছু, তাদের সঙ্গেই খাটছে কিন্তু স্বাধীনভাবে। স্বামীর মতো সেও যে সংসারের রোজগেরে লোক।' 'কারখানায়... নারী তার স্বামী ছাড়াই একজন স্বাধীন উৎপাদক।' কারখানার নারী শ্রমিকদের সাক্ষরতা বিশেষ দ্রুত বেড়ে উঠছে। ('ভ্লাদিমির গুবের্নিয়ার শিল্প' ৩য় খণ্ড, ১১৩, ১১৮, ১২১ পৃঃ)। শ্রী খারিজোমেনভের এই সিদ্ধান্ত অতি সঙ্গত: শিল্পে বিলুপ্ত হয় 'পরিবারের নিকট, মালিকদের নিকট নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা... অপরের কারখানায় নারীদের তুলনা হয় পুরুষদের সঙ্গে — এটা প্রলেতারীয় সমতা... পরিবারের মধ্যে আপন স্বাধীনতার জন্য নারীদের সংগ্রামে বৃহৎ ভূমিকা নেয় শিল্পে পুঁজিবাদ।' 'শিল্পের ফলে নতুন এবং পরিবার ও স্বামী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠা পায় নারী' ('আইন সংবাদ', ১৮৮৩ সাল, ১২ সংখ্যা, ৫৮২, ৫৯৬ পৃঃ)। 'মস্কো গুবের্নিয়ার পরিসংখ্যান সংকলন' গ্রন্থে (৭ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, মস্কো, ১৮৮২, ১৫২, ১৩৮—১৩৯ পৃঃ) গবেষকরা মোজা তৈরির হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পে নারী-শ্রমিকদের অবস্থার তুলনা করেছেন। হস্তশিল্পে দিনমজুরি প্রায় ৮ কোপেক, যন্ত্রশিল্পে ১৪—৩০ কোপেক। যন্ত্রশিল্পে নারী-শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে: '...সামনে দেখছি স্বাধীন মেয়ে, কোনো বাধায় সে সীমাবদ্ধ নয়, পরিবার থেকে, কৃষক-নারীদের অস্তিত্বের যা কিছু শর্ত তার সব থেকে সে মুক্ত, যে কোনো মুহূর্তে এ মেয়ে মনিবকে ছেড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে যেতে পারে, আর প্রতি মুহূর্তেই এমন হতে পারে যে তার কাজ নেই... এক টুকরো রুটি নেই... হস্তশিল্পে বুনুনি মেয়েরা অতি শোচনীয় রকমের মজুরি পায়, এমন মজুরি যাতে তার দুমুঠো অন্নের খরচটাও মেটে না, সে মজুরি সম্ভব কেবল এই পরিস্থিতিতে যে সে একটুকরো জমি চাষ করা খোদকস্ত পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আংশিকভাবে সে জমির উৎপন্ন ভোগ করতে পারে; যন্ত্রশিল্পে নারী-কারিগর দুমুঠো অন্ন ও চা ছাড়াও পায় মজুরি, যাতে সম্ভব হয়... পরিবারের বাইরে, জমির উৎপন্ন ব্যবহার না করেও বেঁচে থাকা... সেই সঙ্গে বর্তমান অবস্থায় যন্ত্রশিল্পের নারী-কারিগরের মজুরি বেশি নিশ্চিত।'

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির খসড়া কর্মসূচি*

(প্রবন্ধ থেকে)

খ। (১৩) ভূমিদাস ব্যবস্থার এই সব জেরের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান, এই বর্বরতার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ হল জার স্বৈরতন্ত্র। এই হল প্রলেতারীয় মুক্তি আন্দোলন ও জাতীয় সাংস্কৃতিক বিকাশের সবচেয়ে ক্রূর, সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু।

গ। সেইজন্য** রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির আশু কর্তব্য হল জার স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ ও তার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিত্তিতে **প্রজাতন্ত্র** স্থাপন, যা নিশ্চিত করবে:

---

* এই খসড়ার নীতিগত অংশটা হল সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য ফ্রেই কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া (এবং তা গ. ভ. প্লেখানভের আদি খসড়ার ভিত্তিতে রচিত); ব্যবহারিক অংশটা (নিম্নে উল্লিখিত জায়গাটা থেকে শেষ পর্যন্ত) প্রস্তাব করেন সমগ্র কমিশন অর্থাৎ সম্পাদকমণ্ডলীর পাঁচ জন সদস্যই। (১)

(১) ১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি কর্মসূচি রচনা করেছিলেন লেনিনীয় 'ইস্ক্রার' সম্পাদকেরা, ১৯০১—১৯০২ সালে। কর্মসূচির আদি খসড়াটা গ. ভ. প্লেখানভের। প্লেখানভের প্রথম বা পরবর্তী কোনো খসড়াই গ্রহণযোগ্য নয় দেখে লেনিন ১৯০২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে নিজের একটি খসড়া রচনা করেন। লেনিন ও প্লেখানভের ভাষ্যের উপর ভিত্তি করে একটি একক খসড়া কর্মসূচি রচনার জন্য 'ইস্ক্রা' সম্পাদকমণ্ডলী একটি মতৈক্য কমিশন নিয়োগ করে। লেনিন এইটে আদায় করেন যাতে চূড়ান্ত খসড়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হয়, বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকাটি সুনির্দিষ্ট হয়, এবং পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্রের উপর জোর পড়ে। কর্মসূচির সমগ্র কৃষি অংশটাও লেনিন রচনা করেন। ১৯০২ সালের ১লা জুন, ২১ নং 'ইস্ক্রায়' খসড়া কর্মসূচি প্রকাশিত হয়। — সম্পাঃ

** এইখান থেকে বাকিটা সমগ্র কমিশন কর্তৃক গৃহীত।

১) জনগণের আত্মক্ষমতা, অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বিধানপ্রণয়নী সভার হাতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যর্পণ;

২) বিধানপ্রণয়নী সভা তথা আত্মশাসনের সমস্ত স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচনের জন্য ২১ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত নাগরিকদের সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার; সমস্ত নির্বাচনেই গোপন ভোটদানের ব্যবস্থা; সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় প্রতিটি নির্বাচকের নির্বাচিত হবার অধিকার; জনপ্রতিনিধিদের বেতন দান;

৩) নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব ও গৃহের অলঙ্ঘনীয়তা;

৪) বিবেক, বাক, মুদ্রণ, সভা, ধর্মঘট ও সমিতির অবাধ স্বাধীনতা;

৫) গমনাগমন ও শিল্পবৃত্তির স্বাধীনতা;

৬) সামাজিক সম্প্রদায়ভেদের অবসান এবং নরনারী, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের পরিপূর্ণ সমাধিকার;

৭) রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার;

৮) উপরিওয়ালার কাছে নালিশ না করেও প্রতি নাগরিকের জন্য যে কোনো রাজকর্মচারীকে আদালতে সোপর্দ করার অধিকার অর্পণ;

৯) স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে জনগণের সার্বজনীন সশস্ত্রকরণ;

১০) রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের পৃথকীকরণ;

১১) ১৬ বছর পর্যন্ত সকলের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা; গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য রাষ্ট্রের খরচায় খাদ্য পোষাক ও পাঠোপকরণ সরবরাহ।

ঘ। শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষণ ও তার সংগ্রামী ক্ষমতা* উন্নয়নের স্বার্থে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি দাবি করে:

১) সমস্ত মজুরি শ্রমিকদের জন্য কর্মদিনের ৮ ঘণ্টা সীমাবন্ধন;

২) জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় নারী পুরুষ উভয় মজুরি শ্রমিকের জন্য একাদিক্রমে অন্যূন ৩৬ ঘণ্টার সাপ্তাহিক ছুটি আইন দ্বারা নির্ধারণ;

৩) উদ্বৃত্ত কাজের পুরোপুরি নিষেধ;

৪) টেকনিকাল কারণে যা একান্তই অপরিহার্য এমন ক্ষেত্র ছাড়া জাতীয়

---

* ফ্রেই'এর প্রস্তাব ছিল অনুচ্ছেদটির প্রথমাংশ এই ভাবে পরিবর্তন করা হোক: 'দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা এবং স্বীয় মুক্তির সংগ্রামে তার সামর্থ্য বর্ধনের স্বার্থে...'

অর্থনীতির সর্বশাখায় রাত কাজ (রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত) নিষেধ;

৫) ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মজুরি শ্রমে লাগানো উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ;

৬) যে সব শাখা বিশেষ করে নারী দেহের পক্ষে ক্ষতিকর সেখানে নারী শ্রম নিয়োগ নিষেধ;

৭) শ্রমিকদের শ্রমসামর্থ্যের পরিপূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতির জন্য, দুর্ঘটনা অথবা অনিষ্টকর উৎপাদন পরিস্থিতি জনিত ক্ষতির জন্য আইন দ্বারা নিয়োগকর্তার নাগরিক দায়িত্ব নির্ধারণ; এ ক্ষতি নিয়োগকর্তার দোষে ঘটেছে একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব থেকে শ্রমিকের অব্যাহতি;

৮) সামগ্রী দিয়ে মজুরি শোধ নিষেধ;*

৯) কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় পেনসন দান;

১০) কারখানা পরিদর্শকদের সংখ্যাবৃদ্ধি; যেসব শাখায় নারী শ্রমের প্রাধান্য সেখানে পরিদর্শিকা নিয়োগ; শ্রমিকদের নির্বাচিত ও রাষ্ট্র কর্তৃক বেতনপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মারফত ফ্যাক্টরি আইন পালনের উপর তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা তথা নির্বাচিত শ্রমিকদের দ্বারা হার নির্ধারণ ও লাট মালের তদারকির প্রতিষ্ঠা;

১১) ব্যক্তিমানুষ ও নাগরিক হিসাবে মজুরি-শ্রমিকদের জীবন ও কার্যকলাপে মালিকদের হস্তক্ষেপ থেকে তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে মালিকগণ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত তাদের বাসস্থানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এই সব বাসস্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তথা বাসস্থান ভাড়াদানের শর্ত সবই তদারকের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিতদের সহযোগে স্থানীয় আত্মশাসন সংস্থার তত্ত্বাবধান প্রবর্তন;

১২) মজুরি-শ্রম নিয়োগকারী সমস্ত উদ্যোগে শ্রম পরিস্থিতির সুসংগঠিত সর্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধানের প্রবর্তন;

১৩) হস্তশিল্প, কুটির শিল্প ও স্বাধীন কারুশিল্প এবং সরকারী শিল্পোদ্যোগের উপর কারখানা পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধান প্রসার;

১৪) শ্রমরক্ষা আইন লঙ্ঘনের জন্য ফৌজদারি দায়িত্ব প্রবর্তন;

---

* ক্রেই'এর প্রস্তাব: এখানে (এই ধারায়) ঢোকানো 'শ্রমিক নিয়োগের সমস্ত চুক্তিতেই বেতন দানের মেয়াদ আইন দ্বারা এক সপ্তাহ ধার্য করা'।

১৫) যে কোনো অজ্বহাত এবং যে কোনো নামেই হোক না কেন (জরিমানা, খারাপ কাজ ইত্যাদি) মজ্বরি থেকে টাকা কাটা মালিকদের পক্ষে নিষেধ;

১৬) শ্রমিক ও মালিকদের সমান সমান প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় শ্রম-আদালতের* প্রতিষ্ঠা।

১৯০২ সালের ২৫শে জানুয়ারি ও ১৮ই ফেব্রুয়ারির (৭ই ফেব্রুয়ারি ও ৩রা মার্চ) মধ্যে লিখিত

৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫—২০৮

---

* শ্রম-আদালত—শ্রমিক মালিক বিরোধের ক্ষেত্রে রায় দান এবং মজ্বরি, শ্রমরক্ষা ইত্যাদি প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য শিল্পে ও কৃষিতে শ্রম-আদালতের পরিকল্পনা হয়। কৃষি আদালতগ্বলির উপর খ্বব উচ্চ খাজনার হ্রাস, দাসোচিত চুক্তি নাকচ ইত্যাদি অধিকার অর্পণের কথা হয়। — সম্পাঃ

স্টুটগার্টের আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস

(প্রবন্ধ থেকে)

নারীদের নির্বাচনী অধিকার প্রশ্নেও একমত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেবল আধা বুর্জোয়া 'ফ্যাবীয় সমাজের'* একজন ইংরাজ মহিলা মেয়েদের পরিপূর্ণ নয়, সম্পত্তিবানদের স্বার্থে কর্তিত নির্বাচনী অধিকারের জন্য সংগ্রামের অনুমোদনযোগ্যতা সমর্থন করেন। কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় এটা নাকচ করে ও বলে যেন নির্বাচনী অধিকারের জন্য সংগ্রাম নারী-শ্রমিকেরা নারী সাম্যের বুর্জোয়া মহিলা প্রবক্তাদের সঙ্গে না চালিয়ে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী পার্টির সঙ্গে একত্রে চালায়। কংগ্রেস স্বীকার করে যে, নারীদের নির্বাচনী অধিকারের জন্য অভিযানে কোনো রূপ সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবেচনাবশে সমাজতন্ত্রের নীতি ও নারী পুরুষের সমাধিকারকে খণ্ডিত না করে পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করা আবশ্যক।

এ প্রশ্নে কমিশনের মধ্যে চিত্তাকর্ষক মতভেদ দেখা দেয়। অস্ট্রীয়রা (ভিক্তর আদলের, আদেলগেইদ পপ্) পুরুষদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের সংগ্রামে নিজেদের রণকৌশল সমর্থন করেন: এই অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনে নারীদের ভোটাধিকারের দাবিটা প্রধান করে না তোলাই এ'রা সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা, বিশেষ করে

---

* ফ্যাবীয় সমাজ — বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একটি গ্রুপ কর্তৃক ১৮৮৪ সালে বৃটেনে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারপন্থী ও চরম সুবিধাবাদী একটি সমিতি। নামকরণ হয় রোমক সেনাপতি ফ্যাবিয়াস কানের্ষেটর ('দীর্ঘসূত্রী')-এর নাম থেকে, যিনি সতর্ক রণকৌশল ও চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিহারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ফ্যাবীয়রা শ্রেণী সংগ্রাম অস্বীকার করে ও 'সমাজতন্ত্রী' ধারণায় বুর্জোয়াদের 'অভিসিঞ্চিত' করার কর্তব্য নেয়। এরা দাবি করত যে ছোটো ছোটো সংস্কার মারফৎ সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ সম্ভব। ১৯০০ সালে ফ্যাবীয় সমাজ লেবর পার্টিতে যোগ দেয়। — সম্পাঃ

সেৎকিন এর প্রতিবাদ করেছিলেন এমন কি তখনই, যখন সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য অস্ট্রীয়রা নিজেদের অভিযান চালাচ্ছিল। সেৎকিন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে নারীদের ভোটাধিকারের দাবি আড়ালে রাখা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়, সুবিধার খাতিরে অস্ট্রীয়রা সুবিধাবাদীর মতো নীতি বিসর্জন দিচ্ছেন, নারীদের ভোটাধিকার সমান উদ্যোগে সমর্থন করলে প্রচার ও গণ-আন্দোলনের পরিসর দুর্বল হত না, বরং শক্তিশালীই হত। কমিশনে সেৎকিনকে পুরোপুরি সমর্থন করেন আরেকজন বিশিষ্টা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সিৎস। আদলেরের সংশোধনে অস্ট্রীয় রণকৌশলকে পরোক্ষে সমর্থন করা হয় (এ সংশোধন শুধু এই নিয়ে যেন সমস্ত নাগরিকের পক্ষে প্রযোজ্য ভোটাধিকারের সংগ্রামে কোনো ছেদ না পড়ে, এই নিয়ে নয় যাতে ভোটাধিকারের সংগ্রাম সর্বদাই চলে নারী পুরুষ সমাধিকারের দাবি নিয়ে), এ সংশোধন অগ্রাহ্য হয় ১২ বনাম ৯ ভোটে। কমিশন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে আন্তর্জাতিক মহিলা সোশ্যালিস্ট সম্মেলনে প্রদত্ত পূর্বকথিত সিৎসের বক্তৃতার এই কথাগুলিতে (এ সম্মেলনটিও চলে স্টুটগার্টে কংগ্রেসের সঙ্গে একই সময়ে)। সিৎস বলেন, 'যেটাকে আমরা ঠিক বলে মনে করি নীতিগতভাবে তা সবই আমাদের দাবি করা উচিত এবং কেবল যে ক্ষেত্রে সংগ্রামের মতো শক্তি নেই, সেই ক্ষেত্রেই কেবল যেটুকু অর্জনসাধ্য সেইটুকু গ্রহণ করব। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির রণকৌশল চিরকাল এই। আমাদের দাবি যত বিনীত হবে, সরকারের আত্মসমর্পণও হবে ততই কম...' অস্ট্রীয় ও জার্মান মহিলা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এই বিতর্ক থেকে পাঠকেরা দেখতে পাবেন অবিচল নীতিনিষ্ঠ বিপ্লবী রণকৌশল থেকে এতটুকু বিচ্যুতির প্রতিও শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদীরা কী মনোভাব গ্রহণ করেন।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে লিখিত। ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৮৫—৮৬

১৯০৭ সালে অক্টোবরে
'১৯০৮ সালের সকলের জন্য বর্ষপঞ্জীতে'
প্রকাশিত

সংস্কৃতিবান ইউরোপীয় ও বন্য এশীয়

জার্মান শ্রমিক সংবাদপত্রে সুপরিচিত ইংরেজ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট রতস্তেইন বৃটিশ ভারতের একটি অতি শিক্ষাপ্রদ ও টিপিক্যাল ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাতে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষের দেশ ভারতে বিপ্লবের দ্রুত বিকাশের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেটা বড়ো বড়ো নিবন্ধের চেয়ে অনেক ফলপ্রদ।

ভারতের অন্যতম প্রদেশের একটি বৃহৎ শহর রেঙ্গুনে (জনসংখ্যা ২ লক্ষেরও বেশি) ইংরেজ সাংবাদিক আর্নল্ড্ একটি পত্রিকা চালান। তাতে তিনি 'বৃটিশ বিচারের প্রহসন' নামে একটি প্রবন্ধে এ্যান্ড্রু নামে জনৈক স্থানীয় জজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। প্রবন্ধটির জন্য আর্নল্ড্ বারো মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু লণ্ডনে তাঁর ধরাধরি করার মতো লোক থাকায় তিনি আপীল করেন এবং ইংলণ্ডের উচ্চতম আদালতের সামনে তাঁর মামলা 'হাজির হয়'। ভারত সরকার তখন তাড়াতাড়ি দণ্ড 'হ্রাস করে' চার মাস করেন এবং আর্নল্ড্ মুক্তি পান।

ঘটনাটা কী ঘটেছিল?

বৃটিশ পল্টনের কর্ণেল ম্যাক-করমিকের প্রেমিকার ১১ বছরের একটি ভারতীয় দাসী ছিল আন্না নামে। সংস্কৃতিবান এক জাতির উদার প্রতিনিধি ম্যাক-করমিক আন্নাকে ফুসলিয়ে নিজের ঘরে ডেকে আনে, এবং বলাৎকার করে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে।

আন্নার বাপ তখন মারা যাচ্ছিলেন, মেয়েটিকে তিনি দেখতে চান। গাঁয়ের লোক তখন টের পায় কী ঘটেছে এবং ক্ষেপে ওঠে। ম্যাক-করমিককে গ্রেপ্তারের আদেশ না দিয়ে পুলিসের উপায় থাকে না।

কিন্তু জজ সায়েব এ্যান্ড্রু তাকে জামিনে খালাস দেয় এবং পরে, বিচারের অতি লজ্জাকর এক প্রহসন-ধারার পর নির্দোষী বলে রায় দেয়! এই অবস্থায়

অভিজাত কুলের এই সব বাবুরা যা করে থাকে, উদার কর্ণেলটিও তাই করে দাবি করে যে আন্না বেশ্যা এবং তা প্রমাণের জন্য পাঁচটি সাক্ষীও হাজির করায়। কিন্তু আন্নার মা যে আটজন সাক্ষীর নাম করেছিলেন, জজ সায়েব তাদের সাক্ষ্য নিতেও অস্বীকার করে।

মানহানির অভিযোগে সাংবাদিক আর্নল্ডের যখন বিচার হয়, তখন প্রধান বিচারক 'স্যার'(!) চার্লস্ ফক্স তাঁর পক্ষে সাক্ষী হাজির করার অনুমতি দেননি।

পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই ধরনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘটনা ভারতে আছে। অতি ব্যতিক্রমমূলক এক অবস্থার ফলেই 'মানহানিকারক' আর্নল্ড্ (তাঁর পিতা লন্ডনের এক প্রভাবশালী সাংবাদিক!) কারাদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পান এবং মামলাটি লোক-গোচরে আসে।

এও ভোলা উচিত নয় যে ইংরেজ উদারনীতিকেরা তাদের 'সেরা' লোকেদের পাঠায় ভারত-শাসনের ভার দিয়ে। কিছুদিন আগে ভারতের বড়োলাট, এই সব ম্যাক-করমিক, এ্যান্ড্রু ও ফক্সদের কর্তা ছিলেন জন মর্লি, র‍্যাডিক্যাল-পন্থী লেখক হিসাবে যিনি সুবিদিত এবং সমস্ত ইউরোপীয় ও রুশীয় উদারনীতিকদের চোখে যিনি 'ইউরোপীয় জ্ঞানজগতের তারকা' ও এক 'শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি'।

এশিয়ায় ইতিমধ্যেই **'ইউরোপীয়'** প্রেরণা জেগে উঠেছে — এশিয়ার জনগণ হয়ে উঠছে গণতন্ত্র-সচেতন।

'প্রাভদা', ৮৭ সংখ্যা, ১৯ই এপ্রিল, ১৯১৩

২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৮৯—৯০

টেকনিকের অন্যতম বৃহৎ বিজয়

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ রাসায়নিক উইলিয়ম র‍্যামসে পাথুরে কয়লার স্তর থেকেই সরাসরি গ্যাস উৎপাদনের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ব্যাপারটা ব্যবহারিক ভাবে কাজে লাগানোর জন্য র‍্যামসে একজন কয়লাখনি মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

আধুনিক টেকনিকের অন্যতম এক বৃহৎ কর্তব্য এইভাবে সাধিত হতে চলেছে। এর ফলে যে ওলটপালট হবে তা প্রচণ্ড।

বর্তমানে পাথুরে কয়লায় নিহিত তেজ ব্যবহার করতে হলে তাকে বিপুল পরিমাণে দেশময় পরিবহন করে আলাদা আলাদা উদ্যোগ বা গৃহে জ্বালাতে হয়।

র‍্যামসের আবিষ্কারে পুঁজিবাদী দেশের এই প্রায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন শাখায় একটা বিপুল টেকনিকাল বিপ্লব সূচিত হচ্ছে।

কয়লাকে মাটির ওপরে না তুলে এনে তার উৎসস্থলেই তাকে সরাসরি গ্যাসে পরিণত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন র‍্যামসে। লবণ নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অনুরূপ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় যদিও তা অনেক বেশি সরল: নুনকে সোজাসুজি মাটির ওপর না তুলে জলে গলান হয় ও পরে লোনা জলটা ওপরে তোলা হয় নলে করে।

র‍্যামসের পদ্ধতিতে কয়লাখনি যেন পরিণত হবে গ্যাস উৎপাদনের একটা প্রকাণ্ড পাতন যন্ত্রে। গ্যাসে চালু হয় গ্যাস মোটর, বাষ্পীয় এঞ্জিনে কয়লায় নিহিত তেজের যতটা সদ্ব্যবহার হয়, গ্যাস মোটরে হবে তার **দুগুণ বেশি**। গ্যাস মোটর আবার কাজে লাগে তেজকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে — ইতিমধ্যেই টেকনিক এ শক্তিকে বিপুল দূরত্বে চালান দিতে পারে।

এরূপ টেকনিকাল বিপ্লবে বিদ্যুৎ প্রবাহের খরচা নেমে যেতে পারে বর্তমান মূল্যের **এক পঞ্চমাংশে**, এমন কি সম্ভবত **এক দশমাংশে**। পাথুরে কয়লা নিষ্কাশন ও পরিবহনে যে বিপুল মানবশ্রম বর্তমানে প্রয়োজন হয়,

তা বাঁচানো যেতে পারে। যে কয়লার স্তর অতি নির্গুণ এবং অধুনা কাজে লাগে না, তাও কাজে লাগানো যায়। গৃহের আলো ও তাপের খরচা অসাধারণ কমে যেতে পারে।

এই আবিষ্কারের ফলে শিল্পের বিপ্লব হবে বিপুল।

কিন্তু সমাজতন্ত্রে এরূপ আবিষ্কারের ফলে যা ঘটতে পারত, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমগ্র সামাজিক জীবনের পক্ষে এ বিপ্লবের ফল মোটেই তেমন হবে না।

পুঁজিবাদের আমলে কয়লা তোলায় নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ খনি-শ্রমিকদের শ্রম"মুক্তি" অপরিহার্যরূপেই সৃষ্টি করে গণ-বেকারি, দারিদ্র্যের প্রচন্ড বৃদ্ধি, শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি। আর বৃহৎ উদ্ভাবনের মুনাফাটা যায় মর্গান, রকফেলার, রিয়াবুশিনস্কি, মরোজভ আর তাদের উকিল, ডিরেক্টর প্রফেসর ও পুঁজির অন্যান্য সেবাদাসদের পকেটে।

সমাজতন্ত্রে র‍্যামসের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ লক্ষ খনিশ্রমিক ইত্যাদির শ্রমকে 'মুক্ত' করে কর্মদিনকে ৮ ঘণ্টা থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ৭, এমন কি আরো কম ঘণ্টায় হ্রাস করা সম্ভব হবে। সমস্ত কলকারখানা ও রেলপথের 'বিদ্যুতীকরণের' ফলে শ্রমপরিস্থিতি অনেক স্বাস্থ্যকর হবে, ধোঁয়া ধুলো ও ময়লা থেকে লক্ষ লক্ষ মজুর অব্যাহতি পাবে, নোংরা ন্যক্কারজনক কলঘরগুলি পরিণত হবে মানুষের যোগ্য পরিচ্ছন্ন আলোকিত ল্যাবরেটরিতে। বাসগৃহে বিদ্যুত আলো ও বিদ্যুত তাপব্যবস্থার ফলে বদ্ধ রান্নাঘরে জীবনের তিন চতুর্থাংশ ব্যয় করার আবশ্যিকতা থেকে মুক্তি পাবে লক্ষ লক্ষ 'সাংসারিক দাসী'।

যে সামাজিক পরিস্থিতি মেহনতীদের মজুরি দাসত্বে দন্ডিত করে, পুঁজিবাদের টেকনিক প্রতিদিন সে পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে ক্রমাগত বেড়ে উঠছে।

'প্রাভদা', ৯১ সংখ্যা
২১শে এপ্রিল, ১৯১৩

২৩শ খন্ড, পৃঃ ৯৩—৯৫

পুঁজিবাদ ও নারী শ্রম

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ তার গর্ভে নিঃস্বতা ও নিপীড়নের এমন বহু ঘটনা লুকিয়ে রাখে যা অবিলম্বে চোখে পড়ে না। পেটি বুর্জোয়া, কারুশিল্পী, শ্রমিক, কেরানি, ক্ষুদে কর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ পরিবারেরা অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে বাস করে, একান্ত সুদিনেও তাদের সংসার চলে বহুকষ্টে। এসব পরিবারের লক্ষ লক্ষ নারী যাপন করে (বরং বলা ভালো, ভোগে) 'সাংসারিক দাসীর' জীবন, নিত্যকার একটা মরীয়া প্রচেষ্টা ও নিজের পরিশ্রমটি ছাড়া সবকিছুতেই 'ব্যয় সংকোচের' বিনিময়ে যারা পরিবারের দীন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টিত।

এই মেয়েদের মধ্যে থেকে পুঁজি সাগ্রহেই কর্মী সংগ্রহ করে তার ঘরোয়া শিল্পের জন্য, নিজের ও সংসারের জন্য একটুকরো রুটির আশায় যারা বিকট রকমের নিচু মজুরিতে 'উপরিরোজগার' করতে রাজী। এই নারীদের মধ্য থেকেই পুঁজিপতিরা (ঠিক প্রাচীন কালের দাসমালিক আর মধ্যযুগের ভূমিদাসপতির মতোই) সবচেয়ে 'ন্যায্য' মূল্যে যত খুশি উপপত্নী সংগ্রহ করে। এবং গণিকাবৃত্তি নিয়ে কোনো রূপ 'নৈতিক ধিক্কারই' (১০০র মধ্যে ৯৯টা ক্ষেত্রেই ভন্ডামি) নারীদেহ নিয়ে এই ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছু করতে অক্ষম: মজুরি দাসত্ব যতদিন থাকছে, ততদিন অনিবার্যভাবে গণিকাবৃত্তি থাকবে। মানবসমাজের ইতিহাসে সমস্ত উৎপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীরা শোষকদের নিকট চিরকালই বাধ্য হয়েছে (শোষণ ব্যাপারটাই তাই) প্রথমত নিজের অবৈতনিক শ্রম এবং দ্বিতীয়ত 'প্রভুর' উপপত্নীস্বরূপ নিজেদের বৌদের তুলে দিতে।

এদিক থেকে ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব ও পুঁজিবাদ একই প্রকার। বদল হয় কেবল শোষণের **রূপ,** শোষণটা থেকেই যায়।

সভ্যতার কেন্দ্র, 'বিশ্বের রাজধানী' প্যারিসে সম্প্রতি 'ঘরে বসে কাজের শোষিত নারী-শ্রমিকদের' তৈরি জিনিসের একটি **প্রদর্শনী** খুলেছে।

প্রত্যেকটি প্রদর্শিত বস্তুর ওপর দেখা যাবে একটি করে লেবেল, তাতে লেখা আছে ঘরে বসে জিনিস তৈরি করার জন্য মেয়েটি কত পায় এবং দিনে ও ঘণ্টায় সে কত পেতে পারে।

আর কী দেখা গেল? কোনো জিনিসেই ১$\frac{1}{4}$ ফ্রাঁ বা ৫০ কোপেকের বেশি নারী-শ্রমিক রোজগার করতে পারে না। বহু জিনিসেই মজুরি মেলে এর চেয়ে আরো অতুলনীয় কম। যেমন বাতির শেড এক ডজনের জন্য ৪ কোপেক। কাগজের থলে এক হাজারে ১৫ কোপেক এবং রোজগার দাঁড়ায় ঘণ্টায় ছয় কোপেক। রিবন ইত্যাদি বাঁধা ছোটো ছোটো খেলনার জন্য দেওয়া হয় ঘণ্টায় আড়াই কোপেক; কৃত্রিম ফুল ঘণ্টায় দুই তিন কোপেক; নারী ও পুরুষদের অন্তর্বাস — ঘণ্টায় দুই থেকে ছয় কোপেক। এমনিই চলেছে।

আমাদের শ্রমিক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধরনের 'প্রদর্শনী' সংগঠন করলে ভালো হয়। বুর্জোয়া প্রদর্শনী মারফত যে বিপুল লাভ হয় তা এতে হবে না। প্রলেতারীয় নারীদের অভাব ও দারিদ্র্যের প্রদর্শনী থেকে অন্য উপকার হবে: মজুরি শ্রমিক ও দাসীদের এতে নিজেদের অবস্থা বোঝা, নিজেদের 'জীবনটা' চেয়ে দেখা এবং অভাব অনটন, দারিদ্র্য, গণিকাবৃত্তি ও সর্বহারাদের উপর অন্যান্য সব অনাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের সর্ত নিয়ে ভাবার সাহায্য হবে।

লিখিত ২৭শে এপ্রিল (১০ই মে), ১৯১৩ — ২৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৩৬—১৩৭
মুদ্রিত 'প্রাভদায়' ১০২ সংখ্যায়
৫ই মে, ১৯১৩

শ্রমিক শ্রেণী ও নয়া ম্যালথাসবাদ*

ডাক্তারদের পিরগভ কংগ্রেসে** অ্যাবর্শন অর্থাৎ কৃত্রিম গর্ভপাতের প্রশ্ন নিয়ে বহু কৌতূহল ও বিতর্ক দেখা দেয়। বক্তা লিচকুস বর্তমানের তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্রগুলিতে ভ্রূণহত্যার অসাধারণ প্রবল প্রসারের তথ্য দেন।

---

* ম্যালথাসবাদ — ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের (১৭৬৬—১৮৩৪) প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ, ইনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে জীবনোপকরণের চেয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর এবং পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিক শ্রেণীর ক্লেশ ও দারিদ্র্যের কারণ শ্রমিকদের পুঁজিবাদী শোষণ নয়, জনসংখ্যার অতি দ্রুত বৃদ্ধি।

ম্যালথাসবাদ হল পুঁজিবাদের সাফাই দান ও যে কোনো সমাজব্যবস্থাতেই শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা অনিবার্য প্রমাণের জন্য বুর্জোয়া ভাব-প্রবক্তাদের চেষ্টা। এ হল জনগণের দীনাবস্থার আসল কারণ লুকিয়ে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে তাদের বিচ্যুত করার চেষ্টা।

মার্কস ম্যালথাসের তত্ত্বকে দারুণ সমালোচনা করেন ও প্রমাণ করেন যে জনগণের দারিদ্র্য হল পুঁজিবাদের ফল, পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিকদের অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করাই হল তার উৎস। তিনি দেখান যে পুঁজিবাদ ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রে চলে এলে শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে।

মার্কস দেখান যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো একটা পরম নিয়ম নেই, প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আছে নিজ নিজ জনসংখ্যার নিয়ম।

উনিশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে ম্যালথাসবাদ পুনরুদিত হয় নয়া ম্যালথাসবাদ হিসাবে, এতে মেহনতী জনগণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয় 'অনপেক্ষ অতিজনতা', ভূমির ক্রমক্ষীয়মাণ প্রতিদান প্রভৃতি মেকি-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে। নয়া ম্যালথাসবাদ জন্মনিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ এবং মহামারীকে পুঁজিবাদ টিকিয়ে রাখা ও তদ্ভূত গণ দুর্দশা হ্রাসের উপায় বলে গণ্য করে। এর অনেক প্রবক্তাই জাতিগত ঘৃণার প্রচারক। — সম্পাঃ

** পিরগভ কংগ্রেস — মহান রুশ সার্জন ও শারীরবিদ ন. ই. পিরগভের স্মৃতিতে গঠিত রুশীয় চিকিৎসক সমিতি কর্তৃক আহূত রুশ ডাক্তারদের কংগ্রেস।

১৯১৩ সালের ২৯শে মে — ৫ই জুন পিটার্সবুর্গে অনুষ্ঠিত ১২শ পিরগভ কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে এই প্রবন্ধে। — সম্পাঃ

নিউ ইয়র্কে এক বছরে ৮০,০০০ কৃত্রিম গর্ভপাত হয়, ফ্রান্সে হয় মাসে ৩৬,০০০। পিটার্সবুর্গে কৃত্রিম গর্ভপাতের হার ৫ বছরে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গেছে।

ডাক্তারদের পিরগভ কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত নেয় যে কৃত্রিম গর্ভনাশের জন্য মায়েদের ফৌজদারি দন্ডদান কদাচ উচিত নয়, এবং কেবল 'অর্থগৃধ্নুতার লক্ষ্য' থাকলে দন্ডিত করা উচিত ডাক্তারদের।

মায়েদের অদন্ডনীয়তার কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশ বক্তাই স্বভাবতই তথাকথিত নয়া ম্যালথাসবাদ (গর্ভনিরোধের কৃত্রিম ব্যবস্থা) প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন, তাতে ব্যাপারটার সামাজিক দিকগুলিও এসে পড়ে। যেমন 'রুশ বাণী'র* রিপোর্ট অনুসারে শ্রী ভিগদোরচিক বলেন যে, 'গর্ভনিরোধের ব্যবস্থাকে স্বাগত করা উচিত'। এবং শ্রী আস্ত্রাখান তুমুল করতালির মধ্যে জানান:

'মায়েদের বোঝানো উচিত যে সন্তানের জন্ম তো এই জন্য যাতে তারা বিদ্যালয়ে বিকলাঙ্গ হয়, লটারিতে ভাগ্য দেয়, এগিয়ে যায় আত্মহত্যার দিকে!'

শ্রী আস্ত্রাখানের এই ধরনের বাগ্মিতায় প্রচুর করতালি মিলেছিল, এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাতে আমার পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্রোতারা ছিল মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত মানসিকতা তাদের। সবচেয়ে জঘন্য উদারনীতি ছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করার আছে?

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, শ্রী আস্ত্রাখানের এই উক্তির মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে 'সামাজিক নয়া ম্যালথাসবাদের' সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সমস্ত নিঃস্বতার বেশি জাজ্বল্যমান অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন:

...'সন্তানের জন্ম যাতে তারা বিকলাঙ্গ হয়'... কেবল এইজন্য? কেন এইজন্য নয় যে তারা আমাদের চেয়ে আরো ভালোভাবে, মিলেমিশে, সচেতনভাবে, দৃঢ়তর সংকল্পে লড়াই করবে জীবনের বর্তমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, যা বর্তমান পুরুষদের বিকলাঙ্গ ও ধ্বংস করছে??

প্রলেতারীয় মানসিকতা থেকে কৃষক, কারুজীবী, বুদ্ধিজীবী,

---

* 'রুশ বাণী' (রুসকোয়ে স্লোভো) — উদারনীতিক-বুর্জোয়া একটি পত্রিকা, মস্কোয় ১৮৯৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত। — সম্পাঃ

সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়া মানসিকতার মূল পার্থক্য এইখানেই। ক্ষুদে বুর্জোয়া দেখছে ও অনুভব করছে যে সে ধ্বংস পাচ্ছে, জীবন হয়ে উঠছে দুরূহতর, অস্তিত্বের সংগ্রাম হয়ে উঠছে আরো নির্মম, তার ও তার পরিবারের অবস্থা আরো নিরুপায়। ঘটনাটা সন্দেহাতীত। পেটি বুর্জোয়া তাই প্রতিবাদ করছে তার বিরুদ্ধে।

কিন্তু **কী ভাবে** প্রতিবাদ?

সে প্রতিবাদ হতাশ্বাস, ধ্বংসমান, ভবিষ্যতে আশাহীন, নিপীড়িত ও কাপুরুষ এক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে। কী আর করা যাবে, আমাদের যন্ত্রণা ও কয়েদ-খাটা, আমাদের দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ভোগার মতো সন্তান বরং কমই হোক—এ হল পেটি বুর্জোয়ার চিৎকার।

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সচেতন শ্রমিক অপরিসীম দূরে। এ ধরনের আর্তনাদ যতই অকপট ও অনুভূত হোক না কেন, তাতে নিজের চেতনা আচ্ছন্ন করতে সে দেয় না। সত্যিই আমরা শ্রমিকেরা, ও ব্যাপক ক্ষুদে মালিকেরা অসহনীয় পীড়ন ও ক্লেশে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করছি। আমাদের বাপেদের চেয়ে আমাদের জীবন বেশি গুরুভার। কিন্তু একদিক থেকে আমরা আমাদের বাপেদের চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান। **আমরা লড়তে শিখেছি ও দ্রুত শিখছি,** সে লড়াই আমাদের বাপেদের আমলের সেরা লোকদের মতো একা একা নয়, আমাদের পক্ষে একান্ত বিজাতীয় বুর্জোয়া বুলিবাগীশদের ধ্বনি নিয়ে নয়, নিজেদের ধ্বনি নিয়ে, নিজ শ্রেণীর ধ্বনি নিয়ে। আমাদের বাপেদের চেয়ে আমরা লড়ছি ভালো করে। আমাদের সন্তানেরা লড়বে আরো ভালো, এবং **জয় অর্জন করবে তারা।**

শ্রমিক শ্রেণী ধ্বংস পায় না, বরং বেড়ে ওঠে, জোরদার হয়, মরদ হয়ে দাঁড়ায়, সংহত হয়ে ওঠে, আলোক পায় ও পোড় খেয়ে ওঠে সংগ্রামে। আমরা ভূমিদাসপ্রথা, পুঁজিবাদ ও ক্ষুদে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন ও তার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে আমরা উদ্দীপ্ত আশাবাদী। ইতিমধ্যেই আমরা ভিত্তি পাতছি নতুন ইমারতের। আর তার নির্মাণ সমাপ্ত করবে আমাদের সন্তানেরা।

এইজন্য, এবং কেবল এইজন্যই আমরা বিনাবাক্যে নয়া ম্যালথাসবাদের শত্রু, আরক্ষ ও অহংসর্বস্ব পেটি বুর্জোয়া দম্পতি-যুগলের এই ধারার শত্রু, যারা সভয়ে গুঞ্জন করে: ভগবান করুন, নিজেরা কোনোক্রমে চালিয়ে যেতে পারলে হয়, ছেলেপুলেয় আর কাজ নেই।

বলাই বাহুল্য, এতে গর্ভপাত দণ্ডিত করার সমস্ত আইনের শর্তহীন নাকচ এবং জন্মনিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে ডাক্তারি রচনার প্রচার দাবি করায় আমাদের কোনো বাধা হয় না। এ সব আইন কেবল শাসক শ্রেণীদের ভণ্ডামি। এসব আইনে পুঁজিবাদের ক্ষত সারে না, বরং তাকে নিপীড়িত জনগণের পক্ষে বিশেষ রকমের বিষাক্ত, বিশেষ রকমের গুরুভার করে তোলে। ডাক্তারি প্রচারের স্বাধীনতা এবং নাগরিক ও নাগরিকাদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এক কথা। কিন্তু নয়া ম্যালথাসবাদের সামাজিক মতবাদটা একেবারেই অন্য ব্যাপার। বর্তমান সমাজের সবচেয়ে অগ্রগামী, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বৃহৎ রূপান্তর সাধনে সবচেয়ে সমর্থ শ্রেণীটির উপর এই প্রতিক্রিয়াশীল ও ভীরু মতবাদ চাপাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সচেতন শ্রমিকেরা সর্বদাই নির্মম লড়াই চালিয়ে যাবে।

১৯১৩ সালের ৬ই (১৯শে) জুনে লিখিত
১৯১৩ সালের ১৬ই জুনে 'প্রাভদার' ১৩৭ সংখ্যায় মুদ্রিত

২৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৫—২৫৭

গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পঞ্চম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস

সম্প্রতি লণ্ডনে 'নারীদেহ ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের **পঞ্চম** আন্তর্জাতিক কংগ্রেস' শেষ হল।

ডিউক-গিন্নি, কাউণ্ট-গিন্নি, বিশপ, পাদ্রী, ইহুদী পুরোহিত, পুলিস কর্তা এবং যত রকমের বুর্জোয়া হিতবাদীরা সব জুটেছিল। কত সমারোহ ভোজসভা আর জমকালো অনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা! গণিকাবৃত্তির ক্ষতিকরতা ও জঘন্যতা নিয়ে কতই না বক্তৃতা!

কংগ্রেসের সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা সংগ্রামের কী পদ্ধতি দাবি করলেন? প্রধানত দুই পদ্ধতি: ধর্ম ও পুলিস। বললেন, পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে এই নাকি সবচেয়ে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। লাইপজিগের 'জনপত্রিকার'* লণ্ডনস্থ সাংবাদিকের সংবাদ অনুসারে, একজন ইংরেজ প্রতিনিধি এই বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে তিনি মেয়ের দালালির জন্য পার্লামেণ্টে **দৈহিক শাস্তির** প্রস্তাব করেছেন। এই হল পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আধুনিক 'সুসভ্য' বীর!

কানাডার একজন মহিলা 'পতিতাদের' উপর পুলিস ও নারী পুলিসদের তদারকি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন, কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির প্রসঙ্গে বলেন যে, নারী-শ্রমিকদের উচ্চ বেতন হওয়া উচিত নয়।

একজন জার্মান পাদ্রী তর্জনগর্জন করেন আধুনিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে, যা নাকি জনগণের মধ্যে ক্রমেই প্রসারিত হয়ে স্বাধীন প্রেমের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

অস্ট্রীয় প্রতিনিধি গের্তনার যখন গণিকাবৃত্তির সামাজিক কারণ, শ্রমিক পরিবারদের অভাব অনটন ও দারিদ্র্য, শিশু শ্রমের শোষণ, অসহ্য বাসগৃহ পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রশ্ন তোলেন, তখন বিরোধী চিৎকারে বক্তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়!

---

* 'লাইপজিগের জনপত্রিকা' ('Leipziger Volkszeitung') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৈনিক পত্র, ১৮৯৪ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত। — সম্পাঃ

অন্যদিকে, প্রতিনিধিদের আড্ডায় হোমরাচোমরাদের সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদ ও গুরুগম্ভীর নানা জিনিস শোনা গেছে। যেমন জার্মান সম্রাজ্ঞী বার্লিনের কোনো এক প্রসূতিসদন দেখতে আসেন, অমনি 'অবৈধ' সন্তানদের মায়েদের **আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দেওয়া হয়,** যাতে অবিবাহিতা মায়েদের দেখে মহীয়সী আঘাত না পান!!

এই থেকেই বোঝা যায় এইসব অভিজাত-বুর্জোয়া কংগ্রেসে কী ন্যক্কারজনক বুর্জোয়া ভণ্ডামির রাজত্ব চলে। দয়াদাক্ষিণ্যের কসরতীরা আর অভাব অনটনের প্রতি উপহাসের পুলিসী রক্ষকেরা জোটে 'গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য', যে বৃত্তি বহাল রেখেছে ঠিক এই অভিজাত ও বুর্জোয়ারাই ...

'রাবোচায়া প্রাভদা', ১ সংখ্যা
১৩ই জুলাই, ১৯১৩

২৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১—৩৩২

কৃষিতে ক্ষুদে উৎপাদন

আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে কৃষক সমস্যায় মার্কসবাদীদের মধ্যে প্রায়ই বিহ্বলতা ও দ্বিধা দেখা যায় এবং বুর্জোয়া (অধ্যাপকী) অর্থশাস্ত্রের পক্ষ থেকে বেশি করে আক্রমণ আসে মার্কসবাদের উপর।

পুঁজিবাদের আমলে কৃষিতে ক্ষুদে উৎপাদনের নির্বন্ধ হল ধ্বংস এবং অবিশ্বাস্য রকমের অবদমিত ও নিপীড়িত অবস্থা, এই কথা বলে মার্কসবাদীরা। বৃহৎ পুঁজির কাছে পরাধীন এবং বৃহদায়তন কৃষি উৎপাদনের তুলনায় পশ্চাৎপদ ক্ষুদে উৎপাদন টিকে থাকে কেবল প্রয়োজনের অত্যন্ত নিম্নমাত্রা এবং ঘানি-টানা বলীবর্দসুলভ মেহনতের জোরে। মানব শ্রমের বিচূর্ণীভবন ও অপচয়, উৎপাদকের নিকৃষ্টতর পরাধীনতা, কৃষক পরিবার, কৃষক পশুপাল ও কৃষক ভূমির আরো শীর্ণতা—কৃষকদের জন্য সর্বদা ও সর্বত্র পুঁজিবাদ যা বহন করে আনে তা এই।

সর্বপ্রথমে মজুরি শ্রমিকদের, প্রলেতারিয়েতের কর্মের সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া কৃষকদের কোনো পরিত্রাণ **নেই**।

বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র এবং সর্বদা সচেতন না হলেও নারোদবাদী* ও

---

* নারোদবাদী — ১৯ শতাব্দীর অষ্টম দশকে রাশিয়ায় আবির্ভূত একটি ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিরা।

নারোদবাদী ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্য হল বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃভূমিকা অস্বীকার, ক্ষুদে মালিক, কৃষকদের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্নের ভ্রান্ত ধারণা; রুশ গ্রামাঞ্চলে আসলে যা সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার জের, সেই গ্রামগোষ্ঠীকে সমাজতন্ত্রের কোষকেন্দ্র রূপে গণ্য করা ইত্যাদি। নারোদবাদী সমাজতন্ত্র ছিল বাস্তব সমাজের বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একটা বুলি, একটা স্বপ্ন, একটা সদিচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়।

১৮৮০ ও ১৮৯০এর দশকে নারোদবাদীরা জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোসের পথে যায় ও কুলাকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব শুরু করে এবং মার্কসবাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। — সম্পাঃ

সুবিধাবাদী রূপী তার অনুগামীরা উল্টে এই দেখাতে চায় যে ক্ষুদে উৎপাদন প্রাণবান জিনিস, বৃহৎ উৎপাদনের চেয়ে তা লাভজনক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে-কৃষকের পাকাপাকি ও ভরসা করার মতো প্রতিষ্ঠা বর্তমান, তাকে যেতে হবে প্রলেতারিয়েতের দিকে নয়, বুর্জোয়াদের দিকে, মজুরি শ্রমিকের শ্রেণী সংগ্রামের দিকে নয়, সম্পত্তিবান ও মালিক হিসাবে নিজেদের অবস্থা জোরদার করার দিকে -- এই হল বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বের সারার্থ।

যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে প্রলেতারীয় ও বুর্জোয়া তত্ত্বের সঠিকতা যাচাই করা যাক। অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে কৃষিকাজে **নারী** শ্রমের তথ্য নিই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমস্ত কৃষি উদ্যোগের সেন্সাস গ্রহণে সরকারের অনিচ্ছাবশত রাশিয়ায় এখনো পর্যন্ত পূর্ণ তথ্য নেই।

অস্ট্রিয়ায় ১৯০২ সালের সেন্সাসে কৃষিকাজে রত ৯০,৭০,৬৮২ জনের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৪৪,২২,৯৮১ অর্থাৎ শতকরা ৪৮·৭ জন নারী। জার্মানিতে যেখানে পুঁজিবাদ অনেক বেশি বিকশিত সেখানে কৃষিকাজে নিযুক্ত সমস্ত লোকেদের মধ্যে মেয়েরাই হল **সংখ্যাধিক,** অর্থাৎ শতকরা ৫৪·৮ জন। কৃষিতে পুঁজিবাদ যত বাড়ে, ততই বাড়িয়ে তোলে নারী শ্রম, অর্থাৎ মেহনতী জনগণের জীবনের মান **অবনত করে।** জার্মানির শিল্পে নারীর স্থান শতকরা ২৫ আর কৃষিতে তা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। তার অর্থ, শিল্প আকর্ষণ করে **উৎকৃষ্টতর** শ্রমিক বল আর কৃষিকাজের জন্য রেখে দেয় দুর্বলতর শ্রমিক বল।

অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে কৃষিকাজ ইতিমধ্যে প্রধানত মেয়েদের বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বিভিন্ন আয়তনের জমিতে কৃষিকাজের তথ্য যদি নিই, তাহলে দেখব যে ঠিক **ক্ষুদে** উৎপাদনেই নারী শ্রমের প্রয়োগ বিশেষ রকমের বৃহৎ আকার নেয়। অন্যদিকে, কৃষিতে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদন এদিক থেকে শিল্পের পাল্লা ধরতে না পারলেও প্রধানত পুরুষ শ্রমই ব্যবহার করে।

পুঁজিবাদী কৃষির একই নিয়ম দেখছি দুই দেশেই। উৎপাদন যত ক্ষুদ্র, শ্রমিক বলের গঠন ততই **খারাপ** এবং কৃষিরতদের মোট সংখ্যার মধ্যে নারীদের প্রাধান্য ততই বেশি।

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির তুলনামূলক তথ্য দেওয়া গেল:

জোত	জোত বিভাগ	কর্মীদের মোট সংখ্যার মধ্যে নারীরা শতকরা কত	
		অস্ট্রিয়া	জার্মানি
প্রলেতারীয়	½ হেক্টর* পর্যন্ত	৫২·০	৭৪·১
	½ থেকে — ২ হেক্টর	৫০·৯	৬৫·৭
কৃষক	২ " " ৫ "	৪৯·৬	৫৪·৪
	৫ " " ১০ "	৪৮·৫	৫০·২
	১০ " " ২০ "	৪৮·৬	৪৮·৪
পুঁজিবাদী	২০ " " ১০০ "	৪৬·৬	৪৪·৮
	১০০ ও ততোধিক "	২৭·৪	৪১·০
	মোট:	৪৮·৭	৫৪·৮

পুঁজিবাদের আমলে ব্যাপারটার সাধারণ অবস্থা এই রকম। প্রলেতারীয় জোতে, অর্থাৎ প্রধানত যারা মজুরি শ্রমে জীবন ধারণ করে তেমন 'মালিকদের' (ক্ষেতমজুর, দিনমজুর এবং সাধারণভাবে ক্ষুদে একটুকরো জমিসহ মজুরি শ্রমিক) জোতে, **পুরুষ শ্রমের তুলনায় নারী শ্রমের প্রাধান্য বর্তমান**, কখনো কখনো বিপুল মাত্রায়।

ভোলা উচিত নয় যে এই প্রলেতারীয় বা ক্ষেতমজুরী জোতের সংখ্যা বিপুল: অস্ট্রিয়ায় মোট ২৮ লক্ষের মধ্যে ১৩ লক্ষ এবং জার্মানিতে মোট ৫৭ লক্ষ জোতের মধ্যে ৩৪ লক্ষই।

কৃষক জোতে নারী ও পুরুষ শ্রম প্রায় সমান সমান।

শেষ কথা, পুঁজিবাদী জোতে **নারী শ্রমের চেয়ে** পুরুষ শ্রমের **প্রাধান্য।**

কী তার অর্থ?

তার অর্থ বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের তুলনায় ক্ষুদ্র উৎপাদনে শ্রমিক বলের গঠন খারাপ।

তার অর্থ বৃহৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের পুরুষ-শ্রমিকদের সঙ্গে যথাসম্ভব

* হেক্টর=২·৫ একর।

পাল্লা দেবার জন্য কৃষিকাজে নারী-কর্মীদের — প্রলেতারীয় ও কৃষক-রমণীদের অনেক বেশি করে জোর দিতে হবে, হাড় কালী করতে হবে, শ্রমজর্জরিত হতে হবে নিজের ও নিজের সন্তানদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

তার অর্থ বৃহৎ উৎপাদন শ্রমিকের কাজ থেকে যতটা শ্রম নিংড়ে নেয় তার চেয়ে **বেশি শ্রম নিংড়েই** কেবল ক্ষুদে উৎপাদন পুঁজিবাদের আমলে টিকে থাকতে পারে।

মজুরি শ্রমিকের চেয়ে কৃষকেরা পুঁজিবাদী অধীনতার জটিল জালে বেশি আবদ্ধ, বেশি বিভ্রান্ত। তার মনে হয় সে স্বাধীন, সে জোত 'চালাতে পারে', অথচ আসলে টিকে থাকার জন্য তাকে খাটতে হয় (পুঁজির উপকারার্থে) মজুরি শ্রমিকের চেয়ে বেশি।

কৃষিকাজে **শিশু** শ্রমের তথ্য থেকে এটা আরো পরিষ্কার প্রমাণ হয়।

১৯১৩ সালের ৭ই (২০শে) জুনে লিখিত,
১৯১৩ সালের ১৮ই জুলাই মাসে 'প্রোভেশেনিয়ে'/'রবোচায়া প্রাভদা'র ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত

২৩শ খন্ড, পৃঃ ২৮০—২৮৩

ইনেসা আরমান্দ সমীপে

Dear friend,

আপনার প্রস্তিকার পরিকল্পনাছকটা* আরো বিশদে লিখতে বলি, নইলে অনেক কিছুই অস্পষ্ট থাকছে।

একটা অভিমত এখনই দেওয়া উচিত:

তিন ধারা: 'প্রেম মুক্তির (নারী) দাবি' একেবারেই বাদ দিতে বলি। এটা সত্যিই প্রলেতারীয় নয়, বুর্জোয়া দাবি।

আসলে, এ কথায় কী বোঝেন আপনি? কী বোঝা সম্ভব?

১। ভালোবাসার ব্যাপারে বৈষয়িক (আর্থিক) হিসাব থেকে মুক্তি?

২। সেই সঙ্গে বৈষয়িক প্রযত্ন থেকেও?

৩। ধর্মীয় সংস্কার থেকে?

৪। পৈত্রিক নিষেধ ইত্যাদি থেকে?

৫। 'সামাজিক' সংস্কার থেকে?

৬। পরিবেশের (কৃষক, পেটি বুর্জোয়া বা বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া) সংকীর্ণ পরিস্থিতি থেকে?

৭। আইন, আদালত ও পুলিসের নিগড় থেকে?

৮। ভালোবাসার গুরুত্ববোধ থেকে?

৯। সন্তান ধারণ থেকে?

১০। ব্যভিচারের স্বাধীনতা? ইত্যাদি।

আমি অনেক কটা (অবশ্যই সব নয়) অর্থভেদের তালিকা দিলাম। আপনি নিশ্চয় ৮—১০ নং বোঝাননি, কিন্তু ১—৭ নং বা অনুরূপ কিছু বুঝিয়েছেন।

---

* শ্রমিক-নারীদের উদ্দেশ্যে ই. আরমান্দ একটি পুস্তিকা লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেখেননি। তারই কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

কিন্তু ১—৭ নং-এর জন্য অন্য একটা সংজ্ঞা চাই, প্রেম মুক্তি কথাটায় এই ভাবনাগুলো সঠিক অভিব্যক্ত হয় না।

অথচ লোকেরা, পুস্তিকার পাঠকেরা 'প্রেম মুক্তি' বলতে **অনিবার্যভাবে** ৮—১০ নং ধরনে ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না, এমন কি **আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও**।

বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বাচাল, হট্টগোলে, 'উপরিওয়ালা' শ্রেণীগুলি 'প্রেম মুক্তি' বলতে ঠিক ৮—১০ নং বোঝে বলেই এটা প্রলেতারীয় নয়, বুর্জোয়া দাবি।

প্রলেতারিয়েতের কাছে সবচেয়ে জরুরী হল ১—২ নং, তারপরে ১—৭ নং, কিন্তু এটা মোটেই 'প্রেম মুক্তি' নয়।

আপনি **ব্যক্তিগতভাবে** কথাটায় কী 'বুঝতে চাইছেন' সেটা প্রশ্ন নয়। ব্যাপারটা প্রেমের ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পর্কের **বিষয়গত যুক্তি** নিয়ে।

Friendly shake hands!
W. J.

বার্নে ১৯১৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি লিখিত,
প্রথম প্রকাশিত 'বলশেভিক' পত্রিকার ১৩ সংখ্যায় ১৯৩৯ সালে

৪৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫১—৫২

ইনেসা আরমান্দ সমীপে

(চিঠি থেকে)

প্রিয় বন্ধু,

দেরি করে উত্তর দেওয়ার জন্য মাপ চাইছি: গতকালই লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কাজে আটকা পড়ি, চিঠি লিখতে বসার সময় হল না।

আপনার পুস্তিকার পরিকল্পনাছকটির ব্যাপারে আমার মত এই যে 'প্রেম মুক্তির দাবি' অস্পষ্ট এবং আপনার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষেই (আমি এই বলে জোর দিই: ব্যাপারটা বাস্তব শ্রেণী সম্পর্কের, আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছার ব্যাপার নয়) তা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে হল বুর্জোয়া দাবি, প্রলেতারীয় দাবি নয়।

আপনি তাতে একমত নন।

বেশ। আর একবার বিচার করা যাক।

অস্পষ্টটা স্পষ্ট করার জন্য আমি প্রায় গোটা দশেক **সম্ভাব্য** (এবং শ্রেণী সংঘাতের পরিস্থিতিতে অনিবার্য) বিভিন্ন ব্যাখ্যার তালিকা দিয়ে বলি যে আমার মতে ১—৭ নং টিপিকাল, বা বৈশিষ্ট্যসূচক হবে প্রলেতারীয় নারীদের পক্ষে এবং ৮—১০ নং হবে বুর্জোয়া নারীদের পক্ষে।

এটা খণ্ডন করতে হলে দেখাতে হয় যে (১) এই ব্যাখ্যাগুলি বেঠিক (সেক্ষেত্রে অন্য ব্যাখ্যা হাজির করতে অথবা বেঠিক ব্যাখ্যা নির্দেশ করতে হয়) নতুবা (২) অসম্পূর্ণ (সেক্ষেত্রে অপূর্ণটা যোগ করা উচিত) কিংবা (৩) প্রলেতারীয় ও বুর্জোয়া বলে অন্যভাবে ভাগ করা চলে।

আপনি প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কোনোটাই করেননি।

১—৭ পয়েন্টগুলি আপনি মোটেই স্পর্শ করেননি। তার মানে এগুলিকে (মোটের উপর) ঠিক বলে মানছেন? (প্রলেতারীয় নারীদের গণিকাবৃত্তি ও

পরাধীনতা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন: 'না বলার অসম্ভাবিতা' পুরোপুরি ১—৭ পয়েন্টগুলির সঙ্গে খাপ খায়। এক্ষেত্রে আমাদের কোনো কিছুতেই মতানৈক্য হবার কথা নয়।)

এও আপনি অস্বীকার করেন না যে এটা **প্রলেতারীয়** ব্যাখ্যা।

বাকি রইল ৮—১০ পয়েন্ট।

এগুলো আপনি 'ঠিক বুঝতে পারছেন না' এবং 'আপত্তি করছেন': 'বুঝছি না কী ভাবে প্রেম মুক্তিকে (ঠিক এই কথাই লিখেছেন!) **এক করে দেখা যায়**(!!??)' ১০ পয়েন্টের 'সঙ্গে'...

দাঁড়াচ্ছে যে **আমি** 'এক করে দেখছি' আর আপনি **আমায়** ধোলাই দেবেন ঠিক করেছেন?

কেন বলুন তো? কী বলুন তো?

বুর্জোয়া নারী প্রেম মুক্তি বলতে ৮—১০ পয়েন্ট বোঝে — এই হল আমার থিসিস।

এতে আপত্তি করবেন? তাহলে বলুন প্রেম মুক্তি বলতে কী বোঝে বুর্জোয়া মহিলা?

এটা আপনি বলছেন না। সাহিত্য ও জীবন কি সত্যই **প্রমাণ করছে** না যে বুর্জোয়া নারীরা ঠিক এই বোঝে: পুরোপুরি প্রমাণ করছে! আপনি নীরবে তা মেনে নিচ্ছেন।

আর তাই যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা এক্ষেত্রে এদের শ্রেণী পরিস্থিতি নিয়ে। তাই **তা** 'খণ্ডন করা' প্রায় অসম্ভব এবং প্রায় বাতুলতা।

এদের কাছ থেকে পরিষ্কার **পার্থক্য** চাই, তার **বিপরীতে দাঁড় করানো** চাই প্রলেতারীয় দৃষ্টিকোণ। এই বাস্তব ব্যাপারটা হিসাবে রাখা চাই যে অন্যথায় আপনার পুস্তিকার উপযোগী অংশবিশেষ **তারা** ছিঁড়ে নেবে, আপন মনোমতো ব্যাখ্যা করবে, আপনার পুস্তিকা দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করবে, শ্রমিকদের কাছে আপনার পুস্তিকার অর্থ বিকৃত করবে, শ্রমিকদের '**বিভ্রান্ত**' করবে (**বিজাতীয়** ভাবনা **আপনি** আনছেন না তো — এই আশংকা ছড়াবে তাদের মধ্যে)। তাদের হাতেই তো লক্ষ লক্ষ কাগজপত্র ইত্যাদি।

আর আপনি বাস্তব ও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ভুলে গিয়ে 'আক্রমণ' চালিয়েছেন **আমার** উপর যেন আমি প্রেম মুক্তিকে 'এক করে দেখছি' ৮—১০ পয়েন্টের সঙ্গে... তোফা, সত্যিই তোফা...

(ইতর, অতি ইতর দম্পতির) 'প্রেমহীন চুম্বনের' চেয়ে 'এমন কি ক্ষণিক

কামাবেগ ও **বন্ধন**' 'বেশি কাব্যিক ও বিশুদ্ধ'। এই আপনি লিখেছেন। এবং এই আপনি লিখবেন পুস্তিকায়। চমৎকার।

প্রতিতুলনাটা কি যুক্তিসঙ্গত? ইতর দম্পতির প্রেমহীন চুম্বন **নোংরা জিনিস**। তথাস্তু। তার বিপরীতে প্রতিস্থাপন করা উচিত... কী বস্তু?.. **সপ্রেম** চুম্বন বলেই তো মনে হয়। আর আপনি হাজির করছেন 'ক্ষণিক, (কেন ক্ষণিক?) 'কামাবেগ' (প্রেম নয় কেন?) এবং যুক্তি অনুসারে দাঁড়ায় যেন দম্পতির প্রেমহীন চুম্বনের বিপরীতে দাঁড় করানো হচ্ছে প্রেমহীন (ক্ষণিক) চুম্বন... অবাক কান্ড। জনবোধ্য পুস্তিকার জন্য পেটি বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী-কৃষকসুলভ (আমার তালিকার সম্ভবত ৫ কি ৬ পয়েণ্ট) ইতর ও নোংরা প্রেমহীন বিবাহের বিপরীতে প্রেমসহ প্রলেতারীয় নাগরিক বিবাহ প্রতিস্থাপন করাই কি ভালো নয়? (**যদি একান্তই চান** তবে সেই সঙ্গে যোগ করতে পারেন যে ক্ষণিক কামাবেগ বন্ধন নোংরাও হতে পারে বিশুদ্ধও হতে পারে।) আপনার প্রতিতুলনাটা দাঁড়াল শ্রেণীগত **টাইপ** নিয়ে নয়, একটা 'বিশেষ ঘটনার' মতো, যা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই বিশেষ ঘটনা নিয়ে? যদি এই থিম নিতে হয়: বিশেষ একটা ঘটনা, দম্পতির নোংরা চুম্বনের একটা ব্যাপার এবং বিশুদ্ধ ক্ষণিক বন্ধন — এই যদি প্রসঙ্গ নিতে হয়, তবে সে প্রসঙ্গ উপন্যাসে বিকশিত করার ব্যাপার (কারণ সেখানে সমস্ত কথাটাই হল একটা **স্বতন্ত্র** পরিস্থিতি নিয়ে, **নির্দিষ্ট** কয়েকটি টাইপের চরিত্র ও মানসিকতার বিশ্লেষণ নিয়ে)। কিন্তু পুস্তিকার ক্ষেত্রে?

কেই থেকে উদ্ধৃতির অযৌক্তিকতা বিষয়ে আমার ভাবনাটা ঠিকই বুঝে আপনি বলেছেন যে 'প্রেমের অধ্যাপকের' ভূমিকায় নামাটা 'বিদঘুটে' ব্যাপার। ঠিকই তাই। কিন্তু ক্ষণিক ইত্যাদির অধ্যাপকের ক্ষেত্রে?

সত্যিই বলি, তর্কের ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আমি সাগ্রহেই এ চিঠি ছুঁড়ে ফেলে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা পর্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবী রাখতে রাজী। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে পুস্তিকাটা যেন ভালো হয়, ও থেকে যেন আপনার পক্ষে অপ্রীতিকর কোনো কথা কেউ তুলতে **না পারে** (কখনো কখনো **একটা** বাক্যই দুধে চোনার মতো যথেষ্ট...), কেউ যেন আপনার **কদর্থ না** করতে **পারে**। আমার বিশ্বাস আপনি এখানেও 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে' লিখেছেন এবং এ চিঠি পাঠাচ্ছি শুধু এইজন্য যে হয়ত আলাপ আলোচনার চেয়ে চিঠিপত্রের উপলক্ষেই আপনি পরিকল্পনাছকটা আরো খুঁটিয়ে দেখবেন, আর পরিকল্পনা তো জরুরী জিনিস।

আপনার পরিচিত ফরাসিনী-সমাজতন্ত্রী কেউ আছেন? তাঁকে আমার ১—১০ পয়েন্টের অনুবাদ (যেন ইংরেজি থেকে অনুবাদ করছেন) এবং 'ক্ষণিক' ইত্যাদি প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য দেখতে দিন — মন দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর কথা শুনে দেখুন: ছোট্ট একটা পরীক্ষা, **বাইরের** লোকে কী বলে, কী তাদের মনে হল, পুস্তিকা থেকে কী তাদের প্রত্যাশা?

করমর্দন রইল, কিছু কম
শিরঃপীড়া ও দ্রুত
আরোগ্যের কামনাসহ
ভ. উ.

৪৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪—৫৭

বার্নে ১৯১৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি
লিখিত;
প্রথম প্রকাশিত ১৯৩৯ সালে
'বলশেভিক' পত্রিকার ১৩ সংখ্যায়

মার্কসবাদের প্রহসন ও 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' প্রসঙ্গে

(প্রবন্ধ থেকে)

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের 'প্রতিবাদী' বা ধিক্কারসূচক ধ্বনিগুলির মধ্যে পার্থক্য প. কিয়েভস্কির কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছে। পার্থক্যটা এই, যে-কোনো রাজনৈতিক উপরিকাঠামো থাক না কেন, কতকগুলি অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধারণত পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, এবং পুঁজিবাদ উচ্ছেদ না করে সে সর্বনাশ বিলোপ করা অর্থনৈতিকভাবে **অসম্ভব** এবং তেমন বিলোপের একটা দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা সম্ভব নয়। উল্টোদিকে, রাজনৈতিক সর্বনাশ হল গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুতি, যে গণতন্ত্র 'বিদ্যমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে', অর্থাৎ পুঁজিবাদের আমলে অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সম্ভব, এবং পুঁজিবাদের আওতায় তা বর্তমান থাকে ব্যতিক্রম হিসাবে, এক রাষ্ট্রে থাকে তার একাংশ অন্য রাষ্ট্রে অপরাংশ। সাধারণত গণতন্ত্র রূপায়ণের সাধারণ শর্তগুলিই লেখকের কাছে বারম্বার দুর্বোধ্য থাকছে।

বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নেও একই ব্যাপার। পাঠকদের মনে করিয়ে দিই যে জাতীয় সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে রোজা ল্যুক্সেমবুর্গ এই প্রশ্নটি প্রথম তোলেন। তিনি এই ন্যায্য অভিমত দেন যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে (প্রদেশের বা অঞ্চলের) স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রিকতাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্রাট হিসাবে আমাদের উচিত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নাদির ক্ষেত্রে নিখিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা, নিখিল রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমর্থন করা, **বিবাহবিচ্ছেদ** বিষয়ক আইন প্রণয়নও এইসব প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বিবাহবিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে বিবাহবিচ্ছেদের পূর্ণ স্বাধীনতা এখনই দাবি না করে গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হওয়া চলে না, কারণ এ স্বাধীনতার অভাবের অর্থই হল নিপীড়িত নারীদের উপর চূড়ান্ত পীড়ন, যদিও এ কথা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে

স্বামী ত্যাগ করার **স্বাধীনতা** স্বীকার মানেই সমস্ত স্ত্রীদের স্বামী ত্যাগের **আহ্বান** জানানো নয়!

প. কিয়েভস্কির 'আপত্তি':

'এ অধিকার' (বিবাহবিচ্ছেদের) 'কী দাঁড়াবে যদি **এই সব** ক্ষেত্রে' (যখন স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে যেতে **চায়**) 'স্ত্রী তা রূপায়িত করতে **না** পারে? অথবা যদি এ রূপায়ণ নির্ভর করে **তৃতীয়** ব্যক্তির ইচ্ছার উপর বা যা আরো খারাপ, উক্ত স্ত্রীর 'পাণি'প্রার্থীর ইচ্ছার উপর? **এমন** অধিকার ঘোষিত হবার জন্য কি আমরা চেষ্টা করব? বোঝাই যায়, না!'

এ আপত্তিতে **সাধারণত** গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যেকার সম্পর্কটি বোঝার পূর্ণ অক্ষমতাই প্রমাণ হচ্ছে। পুঁজিবাদের আমলে সাধারণভাবেই, বিশেষ একটি ঘটনা হিসাবে নয়, টিপিকাল ঘটনা হিসাবেই এমন পরিস্থিতি বর্তমান যাতে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির পক্ষে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার 'রূপায়িত করা' সম্ভব নয়। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পুঁজিবাদের আমলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অরূপায়িত থেকে যাবে, কারণ নিপীড়িতারা হল অর্থনৈতিকভাবে দমিত, কারণ পুঁজিবাদের আমলে নারীরা যে-কোনো গণতন্ত্রেই 'সাংসারিক বাঁদী' হয়েই থাকে, শয়নঘর, শিশুঘর ও রান্নাঘরের দাসী। 'নিজস্ব' জনবিচারক, রাজপুরুষ, শিক্ষক, জুরি ইত্যাদি নির্বাচনের অধিকারও তো পুঁজিবাদের আমলে শ্রমিক কৃষকদের অর্থনৈতিক দমনের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনর্জনীয়। গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বেলাতেও তাই: আমাদের কর্মসূচি তা 'ঘোষণা করে' 'জনগণের আত্মশাসন' হিসাবে, যদিও সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটই ভালোই জানে যে পুঁজিবাদের আমলে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও পরিণত হয় বুর্জোয়া কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ক্রয় এবং শেয়ার বাজারের সঙ্গে সরকারের মিলনে।

একেবারেই চিন্তা ক্ষমতা নেই, অথবা মার্কসবাদের সঙ্গে একেবারেই পরিচয় নেই, এমন লোকেরাই শুধু এ থেকে সিদ্ধান্ত টানেন: তাহলে তো প্রজাতন্ত্রের অর্থ হয় না, বিবাহবিচ্ছেদের মানে হয় না, গণতন্ত্র অর্থহীন, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ নিরর্থক! মার্কসবাদীরা জানে যে গণতন্ত্রে শ্রেণী পীড়ন লোপ পায় না, কেবল শ্রেণী সংগ্রামটাকে বেশি বিশুদ্ধ, বিস্তৃত, উন্মুক্ত ও প্রখর করে তোলে,—সেইটেই আমাদের দরকার। বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা যত পরিপূর্ণ হবে, নারীদের কাছে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে তাদের 'সাংসারিক বাঁদীত্বের' উৎসটা অধিকারহীনতা নয়, পুঁজিবাদ।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যত গণতান্ত্রিক হবে, শ্রমিকদের কাছে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে অভিশাপের মূলটা অধিকারহীনতা নয়, পুঁজিবাদ। জাতীয় সমাধিকার যত পূর্ণ হবে (স্বতন্ত্র হবার অধিকার ব্যতীত তা পূর্ণ নয়) নিপীড়িত জাতির শ্রমিকদের কাছে ততই পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে কারণটা অধিকারহীনতায় নয়, পুঁজিবাদে। ইত্যাদি।

পুনঃ পুনরপি: মার্কসবাদের অ আ ক খ বোঝাতে যাওয়া অস্বস্তিকর, কিন্তু প. কিয়েভস্কি যখন তা জানেন না, তখন কী আর করা যাবে?

প. কিয়েভস্কি বিবাহবিচ্ছেদের আলোচনা করছেন অনেকটা সেই রকম ভাবে যে ভাবে আলোচনা করেছিলেন — যতদূর মনে পড়ে, প্যারিসের 'গোলোস'* পত্রিকায় — সংগঠন কমিটির** একজন প্রবাসী সেক্রেটারি, সেমকভস্কি। তাঁর যুক্তি হল, বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা মানে স্বামী ত্যাগের জন্য সমস্ত স্ত্রীদের আহ্বান নয় সত্য, কিন্তু স্ত্রীর কাছে যদি প্রমাণ করা হয়, গিন্নি, সমস্ত স্বামীই আপনারটির চেয়ে ভালো, তাহলে তো ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়!!

এভাবে তর্ক করতে গিয়ে সেমকভস্কি ভুলে গেছেন যে ছিটগ্রস্ততায় সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীর দায়িত্ব লঙ্ঘন হয় না। সেমকভস্কি যদি স্ত্রীমাত্রকেই বোঝাতে শুরু করেন যে তার স্বামীর চেয়ে অন্য সমস্ত স্বামীই ভালো, তাতে গণতন্ত্রীর দায়িত্ব লঙ্ঘন হচ্ছে কেউ বলবে না; বড়ো জোর এইটুকু বলতে পারে: বৃহৎ একটা পার্টিতে বৃহৎ ছিটগ্রস্ত লোক থাকবে না তাই কি হয়! কিন্তু যে লোক বিবাহবিচ্ছেদের স্বাধীনতা অস্বীকার করবে, তাকে ত্যাগ করে স্ত্রী চলে যেতে চাইলে যে লোক, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ছুটে যাবে আদালতে, কি পুলিসের কাছে, কি গির্জায়, তাকে সমর্থন করার ও তাকে গণতন্ত্রী বলবার কথা যদি সেমকভস্কি ভাবেন, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রবাসী সেক্রেটারিয়েটে সেমকভস্কির অধিকাংশ সহকর্মী খেলো সমাজতন্ত্রী হলেও তাঁরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না!

সেমকভস্কি ও প. কিয়েভস্কি উভয়েই বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে একটু

* 'গোলোস' (কণ্ঠ) — মেনশেভিক ও ত্রৎস্কিপন্থী দৈনিক সংবাদপত্র; ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এটি প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। — **সম্পাঃ**

** সংগঠন কমিটি — ১৯১২ সালে গঠিত মেনশেভিকদের নেতৃসংস্থা। — **সম্পাঃ**

'আলাপ করেছেন', সমস্যাটির বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটির মূলকথা: বিনা ব্যতিক্রমে অন্য **সমস্ত** গণতান্ত্রিক অধিকারের মতো বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারও পুঁজিবাদের আওতায় দুর্লভ্য, সর্তকণ্টকিত, সীমাবদ্ধ, ঠাট-সর্বস্ব-সঙ্কীর্ণ, তা সত্ত্বেও এ অধিকারকে যারা অস্বীকার করবে তাদের সমাজতন্ত্রী শুধু নয়, গণতন্ত্রী বলেও গণ্য করবে না কোনো সৎ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। এই হল মূলকথা। পুঁজিবাদে যা একান্তই কম ও একান্তই সর্তাধীনভাবে কার্যকর, এরূপ 'অধিকার' ঘোষণা ও অর্জন হল 'গণতন্ত্রের' **সবখানি**, এবং এরূপ ঘোষণা ছাড়া, অধিকারের জন্য অবিলম্বে ও তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম ছাড়া, সেরূপ সংগ্রামের প্রেরণায় জনগণকে শিক্ষিত করা ছাড়া সমাজতন্ত্র **অসম্ভব**।

১৯১৬ সালের অগস্ট—অক্টোবরে লিখিত,
প্রথম প্রকাশিত ১৯২৪ সালে
'জ্ভেজ্দা' পত্রিকার ১ ও ২ সংখ্যায়

৩০শ খণ্ড, পৃঃ ১২৫—১২৭

সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বামপন্থী ত্সিমের্ভাল্দপন্থীদের* কর্তব্য

(প্রবন্ধ থেকে)

তিন॥ বিশেষ জরুরী গণতান্ত্রিক রূপান্তর এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও পার্লামেণ্টতন্ত্রের ব্যবহার

১৭। পুরুষের তুলনায় নারীর রাজনৈতিক অধিকারের **সমস্ত** সীমাবদ্ধতার বিনা ব্যতিক্রমে বিলোপ। যে সময় যুদ্ধ ও দুর্মূল্য ব্যাপক জনসাধারণকে আন্দোলিত করছে ও রাজনীতির প্রতি বিশেষ করে মেয়েদের আগ্রহ ও মনোযোগ জাগাচ্ছে, সে সময় এ রূপান্তরের বিশেষ গুরুত্ব জনগণের নিকট বোঝানো।

১৯১৬ সালের অক্টোবরের শেষ
ও নভেম্বরের শুরুতে লিখিত,
প্রথম প্রকাশিত ১৯১৮ সালে
ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে

৩০শ খণ্ড, পৃঃ ২০১

---

* 'সুইস সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে বামপন্থী ত্সিমের্ভাল্দপন্থীদের কর্তব্য' এই থিসিস লেখা হয়েছিল জার্মান ও রুশ ভাষায়, ফরাসীতে তা অনুবাদ করেন ইনেসা আরমান্দ এবং সুইস বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে তা প্রচার করা হয় আলোচনার জন্য।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ত্সিমের্ভাল্দে (সুইজারল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে লেনিন ত্সিমের্ভাল্দ্ বামপন্থী গ্রুপ গঠন করেন। এ সম্মেলনকে লেনিন অভিহিত করেন যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিকাশে 'প্রথম পদক্ষেপ' বলে। ত্সিমের্ভাল্দ্ বামপন্থী গ্রুপে একমাত্র সঠিক, সম্পূর্ণ সুসঙ্গত যুদ্ধবিরোধী অবস্থান ছিল লেনিন-পরিচালিত বলশেভিকদের। — সম্পাঃ

আমাদের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য

(প্রবন্ধ থেকে)

১২। পুলিসের বদলে জন মিলিসিয়া — এ রূপান্তরটি আসছে বিপ্লবের সমস্ত ধারা থেকে এবং বর্তমানে রাশিয়ার অধিকাংশ স্থানে তা বাস্তবে প্রবর্তিত হচ্ছে। জনগণকে আমাদের বোঝাতে হবে যে সাধারণ ধরনের অধিকাংশ বুর্জোয়া বিপ্লবে এরূপ রূপান্তর অতি ক্ষণস্থায়ী হয়েছে, এবং বুর্জোয়ারা, এমন কি অতি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারাও সাবেকী, জারতন্ত্রী টাইপের, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, বুর্জোয়াদের আদেশাধীন, সর্বতোভাবে জন দমনে সমর্থ পুলিসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

পুলিসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে **না দেবার** কেবল একটি উপায় আছে: সার্বজনীন মিলিসিয়া সৃষ্টি, সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাকে মেলানো (স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে জনগণের সার্বজনীন সশস্ত্রকরণ)। এরূপ মিলিসিয়ায় অবশ্য অংশ নিতে হবে ১৫ থেকে ৬৫ বৎসর পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিক ও নাগরিকাকে, যদি মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যে এই বয়ঃসীমার মধ্যে বৃদ্ধ ও নাবালকদের অংশগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। মিলিসিয়ায় সামাজিক সেবার জন্য যে দিন ব্যয় হয়েছে তার জন্য মজুরি-শ্রমিক, চাকরবাকর ইত্যাদির বেতন দিতে হবে পুঁজিপতিদের। কেবল সাধারণভাবে রাজনৈতিক জীবনে নয়, স্থায়ীভাবে সামাজিক সেবায় স্বাধীন অংশগ্রহণের জন্য সব মেয়েদের টেনে না আনলে শুধু সমাজতন্ত্রের নয়, পরিপূর্ণ ও পাকাপাকি গণতন্ত্রেরও কোনো কথাই হতে পারে না। আর রোগী, বেওয়ারিস ছেলেমেয়ে, সুখাদ্য ইত্যাদির তত্ত্বাবধানের মতো যে কাজ থাকে 'পুলিসের', তা শুধু কাগজে নয়, বাস্তবে নারীর সমাধিকার বিনা সাধারণতই সন্তোষজনকভাবে কার্যকর হতে পারে না।

পুলিসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে দেওয়া নয়; সার্বজনীন মিলিসিয়া সৃষ্টির জন্য সমস্ত জাতির সংগঠিত শক্তির নিয়োগ — বিপ্লবের সংরক্ষণ, সংহতি ও বিকাশের জন্য প্রলেতারিয়েতকে এই কর্তব্য হাজির করতে হবে জনগণের কাছে।

১৯১৭ সালের ১০ই (২৩শে) এপ্রিলে লিখিত,
পেত্রোগ্রাদে 'প্রিবয়' প্রকাশভবন থেকে
১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে
পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

৩১শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৪—১৬৫

পার্টি কর্মসূচি* পুনর্বিচারের মালমশলা

(প্রবন্ধ থেকে)

রুশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে নিশ্চিত করতে হবে:

১। জনগণের আত্মক্ষমতা; জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও যে-কোনো মুহূর্তে প্রত্যাহারযোগ্য, একটি জাতীয় সভা, একটিমাত্র কক্ষে অন্তর্ভুক্ত জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকা চাই রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চতন ক্ষমতা।

১। জনগণের আত্মক্ষমতা, অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটিমাত্র কক্ষ রচনাকারী বিধানপ্রণয়নী সভার হাতে সমস্ত উচ্চতন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন।

২। ২০ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সমস্ত নাগরিক ও নাগরিকাদের জন্য যেমন বিধান প্রণয়নী সভার তেমনি সমস্ত স্থানীয় স্বশাসন সংস্থার নির্বাচনে সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার; নির্বাচনে গোপন ভোট ব্যবস্থা; সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি নির্বাচকেরই নির্বাচিত হবার অধিকার; দ্বিবার্ষিক পার্লামেণ্ট; জনপ্রতিনিধিদের বেতন দান; **সমস্ত নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব; যে কোনো মুহূর্তে নির্বাচকদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তক্রমে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত প্রতিনিধি ও নির্বাচিতদের প্রত্যাহারের বাধ্যতা।**

৩। ব্যাপক স্থানীয় স্বশাসন; যে সব এলাকা রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য

---

* বর্তমান সংস্করণে ১৯১৭ সালের এপ্রিল—মে মাসে রচিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির খসড়া কর্মসূচি থেকে একটা অংশ গৃহীত হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য কর্মসূচির পুরানো ও নতুন পাঠ ভ. ই. লেনিন একত্রে দিয়েছেন। পুরনো কর্মসূচির যেসব ধারা নতুন কর্মসূচিতে অপরিবর্তিত থাকছে সেগুলি লেনিন সাধারণ হরফে দিয়েছেন। যেগুলি পুরোপুরি নাকচ হচ্ছে সেগুলি ক্ষুদ্রতর হরফে। নতুন কর্মসূচির যে সব অংশ পুরনো কর্মসূচিতে মোটেই ছিল না সেগুলি মোটা হরফে। —সম্পাঃ

ও অধিবাসীদের সংবিন্যাস হেতু স্বতন্ত্র ধরনের, সেখানে আঞ্চলিক স্বশাসন; রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের বিলোপ।

৪। ব্যক্তিত্ব ও আবাসের অলংঘনীয়তা।

৫। বিবেক, বাক, মুদ্রণ, সভা, ধর্মঘট ও সমিতির অবাধ স্বাধীনতা।

৬। চলাচল ও বৃত্তির স্বাধীনতা।

৭। অধিকারভোগী সম্প্রদায়ভেদের বিলোপ ও নরনারী, ধর্ম, বর্ণ ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের সমাধিকার।

৮। অধিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার, যা নিশ্চিত হবে রাষ্ট্র ও স্বশাসন সংস্থার খরচে সেজন্য আবশ্যক স্কুলের নির্মাণ মারফত; লোকসভায় প্রতি নাগরিকের নিজ মাতৃভাষায় ভাষণের অধিকার; সমস্ত স্থানীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ভাষার সঙ্গে সমভাবে মাতৃভাষার প্রবর্তন; বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রত্যাহার।

৯। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার।

৯। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির অবাধে স্বতন্ত্র হওয়া ও স্বীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার। রুশ জনগণের প্রজাতন্ত্র অন্য জাতি বা জাতিসত্তাকে টানতে চেষ্টা করবে জবরদস্তি করে নয়, মিলিত রাষ্ট্র গঠনের জন্য একমাত্র স্বেচ্ছা সম্মতির ভিত্তিতে। সমস্ত দেশের শ্রমিকদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব অন্য জাতিসত্তার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জবরদস্তির সঙ্গে খাপ খায় না।

১০। প্রতি ব্যক্তির জুরি-আদালতে সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে যে-কোনো রাজপুরুষকে অভিযুক্ত করার অধিকার।

১১। গণবিচারকদের নির্বাচন।

১১। জনগণ কর্তৃক বিচারক তথা সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রের কর্তাব্যক্তিদের নির্বাচন; নির্বাচকদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার।

১২। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে জনগণের সার্বজনীন সশস্ত্রকরণ।

১২। পুলিস ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বদলে জনগণের সার্বজনীন সশস্ত্রকরণ; সার্বজনীন মিলিসিয়ার কাজে ব্যয় করা সময়ের জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন পাওয়া চাই পুঁজিপতিদের কাছ থেকে।

১৩। রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের বিচ্ছেদ, স্কুলের পূর্ণ ঐহিকতা।

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়েরই বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক সাধারণ ও পেশাদারী শিক্ষা; রাষ্ট্রের খরচে গরিব শিশুদের জন্য খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ।

১৪। ১৬ বছর পর্যন্ত বালক বালিকা উভয়ের বিনামূল্য ও বাধ্যতামূলক সাধারণ এবং পলিটেকনিক শিক্ষা (প্রধান প্রধান সবকটি শাখার সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে ও হাতে কলমে উৎপাদনের পরিচয়); বালক বালিকাদের সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ।

১৫। রাষ্ট্রের খরচায় সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য, পরিধেয় ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহ।

১৬। জনশিক্ষার কাজ স্থানীয় স্বশাসনের গণতান্ত্রিক সংস্থার হাতে অর্পণ; স্কুলের কার্যক্রম ও শিক্ষক নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ লোপ; অধিবাসীদের দ্বারাই সরাসরি শিক্ষক নির্বাচন এবং অধিবাসীদের হাতে অবাঞ্ছিত শিক্ষক প্রত্যাহারের অধিকার।

আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি গণতন্ত্রীকরণের মূল শর্ত হিসাবে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি দাবি করে: সমস্ত পরোক্ষ ট্যাক্সের বিলোপ এবং আয় ও উত্তরাধিকারের উপর ক্রমবর্ধমান হারের ট্যাক্স।

একদিকে, ব্যাঙ্কের ব্যাপারে এবং ট্রাস্টবদ্ধ শিল্প শাখাগুলিতে ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী বিকাশের উচ্চ মাত্রা এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে ভাঙন, যার ফলে জরুরী দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠছে, এই দুই কারণে ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট (ট্রাস্ট) ইত্যাদি জাতীয়করণের দাবি করতে পার্টি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষার স্বার্থে তথা মুক্তির জন্য তার সংগ্রাম-ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে পার্টি দাবি করছে:

১। সমস্ত মজুরি শ্রমিকের জন্য দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের সীমা নির্ধারণ।

১। অব্যাহত কাজের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের জন্য অন্যূন ১ ঘণ্টা ছুটি সমেত কাজের দিন সমস্ত মজুরি শ্রমিকের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ। যে সব উৎপাদন বিপজ্জনক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, সেখানে কর্মদিন হ্রাস করে আনতে হবে দৈনিক ৪—৬ ঘণ্টায়।

২। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায়, নরনারী উভয় মজুরি শ্রমিকের জন্য অন্যূন ৪২ ঘণ্টার অব্যাহত সাপ্তাহিক ছুটি আইন দ্বারা নির্ধারণ।

৩। ওভারটাইম কাজ পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণ।

৪। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় রাত কাজ (সন্ধ্যা ৯টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) নিষেধ। ব্যতিক্রম কেবল সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে তা টেকনিকাল কারণের জন্য নিঃসন্দেহেই আবশ্যক ও শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক অনুমোদিত।

৪। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় রাত কাজ (সন্ধ্যা ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) নিষেধ। ব্যতিক্রম কেবল সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে তা টেকনিকাল কারণে নিঃসন্দেহেই আবশ্যক এবং শ্রমিক সংগঠনাদির দ্বারা অনুমোদিত, তবে এই সর্তে যে রাত কাজ ৪ ঘণ্টার বেশি হতে পারবে না।

৫। স্কুলোপযোগী বয়সের (১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম নিয়োগ উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ এবং নাবালকদের (১৬—১৮ বছর) কর্মদিন ছয় ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ।

৫। উদ্যোক্তাদের পক্ষে স্কুলোপযোগী (১৬ বছর পর্যন্ত) বালক বালিকাদের শ্রম নিয়োগ নিষেধ এবং তরুণদের (১৬—২০ বছর) কর্মদিন চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উৎপাদনে ও খনিতে তাদের রাত কাজ নিষেধ।

৬। নারী দেহের পক্ষে ক্ষতিকর শাখায় নারী শ্রম নিষেধ; প্রসবের আগে চার সপ্তাহ ও পরে ছয় সপ্তাহ যাবৎ কাজ থেকে মেয়েদের ছুটি, এবং এই গোটা সময়টার জন্য তাদের নিয়মিত পরিমাণ মজুরি সংরক্ষণ।

৬। নারী দেহের পক্ষে ক্ষতিকর শাখায় নারী শ্রম নিষেধ; নারীদের রাত কাজ নিষেধ; প্রসবের পূর্বে ৮ সপ্তাহ ও পরে ৮ সপ্তাহ কাজ থেকে মেয়েদের ছুটি এবং এই সময়টার জন্য বিনামূল্যে ডাক্তার ও ঔষধপত্রের সাহায্যসমেত বেতন সংরক্ষণ।

৭। মেয়েরা যেসব কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তার সর্বত্রই স্তন্যপায়ী ও অল্পবয়সী শিশুদের জন্য শিশু লালনাগারের ব্যবস্থা; স্তন্যদায়ী মায়েদের অন্তত তিন ঘণ্টা পরপর অন্যূন আধ ঘণ্টা করে ছুটি।

৭। মেয়েরা যে সব কলকারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার সর্বত্রই স্তন্যপায়ী ও অল্পবয়সী শিশুদের জন্য শিশু লালনাগার এবং

স্তন্যদানের জন্য ঘরের ব্যবস্থা; স্তন্যদায়ী মায়েদের অন্তত তিন ঘণ্টা পরপর অন্যূন আধ ঘণ্টা করে ছুটি; স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য ভাতা প্রদান এবং কর্মদিন ৬ ঘণ্টায় হ্রাস।

৮। পুঁজিপতিদের উপর বিশেষ ট্যাক্স দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ তহবিল থেকে শ্রমিকদের বার্ধক্য এবং পূর্ণ বা আংশিক কর্মক্ষমতা লোপের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা।

৮। শ্রমিকদের পরিপূর্ণ সামাজিক বীমা:

ক) সমস্ত ধরনের মজুরি শ্রমের জন্য;

খ) সবরকম ধরনের কর্মক্ষমতা লোপের জন্য যথা: রোগ, আঘাত, অকর্মণ্যতা, বার্ধক্য, বৃত্তিগত পীড়া, মাতৃত্ব, বৈধব্য, অনাথাবস্থা, বেকারি ইত্যাদির কারণে;

গ) সমস্ত বীমা প্রতিষ্ঠানে বীমাবদ্ধদের পুরোপুরি স্বশাসন;

ঘ) পুঁজিপতিদের খরচে বীমার ব্যয়নির্বাহ;

ঙ) বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সাহায্য, চিকিৎসার ব্যাপারটা শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত স্বশাসিত পীড়াতহবিলের নিকট অর্পণ।

৯। মাল দিয়ে মজুরি শোধ নিষেধ; বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত মজুরি চুক্তির ক্ষেত্রে টাকায় সাপ্তাহিক বেতনের প্রবর্তন এবং কাজের সময়ের মধ্যে বেতন দান।

১০। যে কোনো অজুহাত বা যে কোনো নামেই হোক (জরিমানা, খারাপ কাজ ইত্যাদি) বেতন কাটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিষেধ।

১১। জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় যথেষ্ট সংখ্যক কারখানা-পরিদর্শক নিয়োগ এবং সরকারী উদ্যোগসমেত, মজুরি-শ্রম নিয়োগকারী সমস্ত উদ্যোগে বিনা ব্যতিক্রমে কারখানা-পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধান প্রসার (গার্হস্থ্য চাকরের শ্রমও তার অন্তর্ভুক্ত); যেখানে নারী শ্রম চলে সেখানে পরিদর্শিকা নিয়োগ; কারখানা-আইন পালন তথা মজুরি-হার নির্ধারণ এবং কাঁচা মাল ও তৈরি মালের গ্রহণ ও বর্জনের উপর তদারকিতে শ্রমিকদের নির্বাচিত ও রাষ্ট্র থেকে বেতনপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ।

৯। শ্রমিক সংগঠনগুলি কর্তৃক নির্বাচিত শ্রম পরিদর্শন বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং গার্হস্থ্য চাকরসমেত মজুরি শ্রম নিয়োগকারী সমস্ত উদ্যোগে তার প্রসার; যেখানে নারী শ্রম চলে সে সব শাখায় পরিদর্শিকার ব্যবস্থা।

১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে লিখিত, — ৩২শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩—১৫৭

পেত্রগ্রাদে 'প্রিবয়' প্রকাশন থেকে
১৯১৭ সালের জুন মাসে
'পার্টি কর্মসূচি পুনর্বিচারের মালমশলা'
পুস্তিকায় প্রকাশিত

বলশেভিকরা রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি?

(প্রবন্ধ থেকে)

আমাদের বলা হয়, প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্র চালাতে পারবে না।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়াকে চালায় ১,৩০,০০০ জন জমিদার, চালায় ১৫ কোটি লোকের উপর অপরিসীম জবরদস্তি মারফত, তাদের উপর অসীম উৎপীড়নের মাধ্যমে এবং কয়েদ-খাটা শ্রম ও অর্ধাশনের জীবনে বিপুল অধিকাংশকে বাধ্য করে।

অথচ বলশেভিক পার্টির ২,৪০,০০০ সদস্য নাকি রাশিয়াকে চালাতে পারবে না, চালাতে পারবে না ধনীদের বিরুদ্ধে গরিবদের স্বার্থে। এই ২,৪০,০০০ লোকের পিছনে রয়েছে অন্যূন ১০ লক্ষ সাবালক অধিবাসী, কেননা ইউরোপের অভিজ্ঞতা এবং রাশিয়ার অভিজ্ঞতা এমন কি দৃষ্টান্তস্বরূপ পিটার্সবুর্গে দুমায় আগস্ট নির্বাচনের অভিজ্ঞতা অনুসারে পার্টি সদস্য সংখ্যার সঙ্গে তদনুগামী ভোটের অনুপাতটা ঠিক এই। প্রতি মাসের বিশ তারিখে মস্ত একটা টাকা পাওয়ার তাগিদে নয়, মতাদর্শের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত **এই দশ লক্ষ** লোকই হল আমাদের 'রাষ্ট্রযন্ত্র'।

তাছাড়া, অবিলম্বে এক দমকে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে **দশগুণ করে তোলার** এক 'অলৌকিক উপায়' আছে আমাদের, যে উপায় কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই কখনো ছিল না, ও থাকতে পারে না। এই অলৌকিক ব্যাপারটা হল রাষ্ট্রশাসনের দৈনন্দিন কাজে মেহনতীদের টানা, গরিবদের টানা।

এই অলৌকিক উপায়টা কাজে লাগানো কত সহজ, কত নির্ভুল তার ক্রিয়া, সেটা বোঝাবার জন্য যথাসম্ভব সহজ ও জাজ্বল্যমান একটা দৃষ্টান্ত নেব।

বাসগৃহ থেকে জোর করে কোনো পরিবারকে উঠিয়ে অন্য পরিবারকে

সেখানে বসাতে হয় রাষ্ট্রকে। প্রায়ই এ কাজ করে পঁুজিবাদী রাষ্ট্র এবং আমাদের প্রলেতারীয় বা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রও তা করবে।

পঁুজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমিক পরিবারকে, যাদের রোজগেরে লোকটি নেই, ভাড়া দিতে পারছে না। হাজির হয় আদালতের পেয়াদা, দলকে দল পুলিস বা মিলিসিয়া। শ্রমিক পাড়ায় উচ্ছেদ করতে হলে দরকার পড়ে কসাক বাহিনীর। কেন? কারণ পেয়াদা এবং 'মিলিসিয়া' অতি বৃহৎ রকমের সামরিক প্রহরী ছাড়া যেতে অস্বীকার করে। তারা জানে যে উচ্ছেদের দৃশ্য আশেপাশের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে, মরীয়া করে তোলা হাজার হাজার লোকেদের মধ্যে এমন উন্মাদ ক্রোধ, পঁুজিপতিদের প্রতি ও পঁুজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি এমন ঘৃণা জাগিয়ে তোলে যে আদালতের পেয়াদা ও মিলিসিয়া দলকে তারা যে-কোনো মুহূর্তে কুটি কুটি করে ফেলতে পারে। দরকার পড়ে বৃহৎ সামরিক শক্তির, বড়ো শহর হলে অবশ্য কোনো দূর প্রত্যন্ত থেকে আনা কয়েকটা রেজিমেণ্ট পাঠাতে হয়, যাতে শহরের গরিবদের জীবন সৈন্যদের কাছে বিজাতীয় হয়, সৈন্যরা যেন সমাজতন্ত্রের সংক্রামিত হতে না পারে।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রকে সবচেয়ে অভাবী পরিবারের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বাসা দিতে হবে ধনী লোকের গৃহে। আমাদের শ্রমিক মিলিসিয়া বাহিনীতে ধরা যাক ১৫টি লোক: দুজন নাবিক, দুজন সৈন্য, দুজন সচেতন শ্রমিক (তাদের মধ্যে কেবল একজনই হল পার্টির সদস্য বা দরদী), তাছাড়া একজন বুদ্ধিজীবী ও মেহনতী গরিবদের মধ্য থেকে ৮ জন, অন্তত ৫ জন অবশ্যই মেয়ে, চাকর বাকর, মুটে-মজুর ইত্যাদি। এ বাহিনী হাজির হল ধনীর গৃহে, পরিদর্শন করল, দেখল দুটি পুরুষ ও দুটি নারীর জন্য রয়েছে পাঁচটি ঘর। 'এ শীতকালটা আপনারা দুটি ঘরে আঁটাআঁটি করে কাটান, আর ভূগর্ভ কুঠরির দুটি পরিবারের সংস্থানের জন্য দুটি ঘর ছেড়ে দিন। ইঞ্জিনিয়রদের সাহায্যে (আপনিও তো ইঞ্জিনিয়র না?) যতদিন আমরা সবার জন্য ভালো ভালো ফ্ল্যাট তৈরি করতে না পারছি, ততদিন আপনাকে একটু আঁটাআঁটি করেই থাকতে হবে। আপনার টেলিফোনটি ব্যবহার করবে ১০টি পরিবার। এতে কাজকর্ম, ছোটাছুটি ইত্যাদির ১০০ ঘণ্টা বাঁচবে। তাছাড়া আপনার পরিবারে রয়েছেন দুজন অনিযুক্ত আধাশ্রমিক, হালকা কাজ করতে পারেন তাঁরা — ৫৫ বছরের শ্রীমতী এবং ১৪ বছরের শ্রীমান। এঁরা রোজ তিন ঘণ্টা করে ডিউটি দেবেন, ১০টি পরিবারের জন্য খাদ্য দ্রব্যের সঠিক বণ্টনের

ওপর পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় তালিকা রাখবেন। আমাদের দলের মধ্যে যে কলেজ-ছাত্রটি রয়েছেন তিনি এক্ষুণি এই রাষ্ট্রীয় নির্দেশটা দুই কপিতে লিখে ফেলবেন আর আপনি দয়া করে এই স্বাক্ষর দিন যে এটা যথাযথ পালনে আপনি বাধ্য থাকবেন।'

জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিয়ে সাবেকী বুর্জোয়া এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার পরিচালনার এরূপ একটা তুলনা আমার মতে হতে পারে।

আমরা ইউটোপীয় নই। আমরা জানি যে, যে-কোনো মুটে-মজুর বা যে-কোনো রাঁধুনি এক্ষুণি রাষ্ট্র চালনায় লেগে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে কাদেতদের সঙ্গে, কি ব্রেশকোভস্কায়ার সঙ্গে, কি সেরেতেলির সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্র চালনা, শাসনের দৈনন্দিন মামুলী কাজ চালানোর যোগ্যতা যেন কেবল ধনী অথবা ধনী বংশাগত রাজপুরুষদেরই আছে — এই কুসংস্কার অবিলম্বে বর্জনের দাবি করি আমরা। আমাদের দাবি হল রাষ্ট্র চালনার তালিম দিক সচেতন শ্রমিক ও সৈনিকেরা আর সে শুরুটা যেন হয় এক্ষুণি, অর্থাৎ সমস্ত মেহনতীদের, সমস্ত নিঃস্বদের সে তালিমে টেনে আনার শুরুটা যেন হয় এক্ষুণি।

আমরা জানি যে কাদেতরাও জনগণকে গণতান্ত্রিকতা শেখাতে রাজী কাদেত মহিলারা সেরা সেরা ইংরেজী ও ফরাসী প্রামাণিক সূত্র তুলে নারী সমাধিকার বিষয়ে চাকরানীদের কাছে বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত। সেই সঙ্গে কাছের কনসার্ট-মিটিঙে হাজার হাজার লোকের সামনে, বিচিত্রানুষ্ঠানে চলবে চুম্বনোৎসব: কাদেত মহিলা বক্তা চুম্বন করবেন ব্রেশকোভস্কায়াকে, ব্রেশকোভস্কায়া করবেন প্রাক্তন মন্ত্রী সেরেতেলিকে, আর কৃতার্থ জনগণ এই ভাবে জাজ্বল্যমান জ্ঞানলাভ করবেন কী জিনিস এই প্রজাতান্ত্রিক সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব...

তা ঠিক, কাদেতরা, ব্রেশকোভস্কায়া আর সেরেতেলি নিজেদের মতো করে গণতান্ত্রিকতার প্রতি অনুগত এবং জনগণের মধ্যে তার প্রচার চালান, একথা আমরা মানি। কিন্তু কী করা যাবে যদি আমাদের গণতান্ত্রিকতার ধারণাটা হয় একটু অন্য রকম?

আমাদের মতে, যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব দুর্দশা ও সর্বনাশ হ্রাস করার জন্য এবং জনগণের যুদ্ধজনিত সাংঘাতিক ক্ষতগুলির চিকিৎসার জন্য দরকার **বিপ্লবী** গণতান্ত্রিকতা, দরকার ঠিক সেই ধরনের **বিপ্লবী** ব্যবস্থা যা গরিবদের

স্বার্থে বাসস্থান বণ্টনের দৃষ্টান্তে বর্ণিত হয়েছে। **ঠিক একই ভাবে** এগুতে হবে শহর গ্রামে খাদ্য দ্রব্য, পরিচ্ছদ, জুতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং গ্রামে ভূমি ইত্যাদির ব্যাপারে। **এই** প্রেরণায় রাষ্ট্র চালনায় আমরা **এক্ষুণি লাগাতে পারি** এককোটি হয়ত বা দুকোটি লোকের **এক রাষ্ট্রযন্ত্র,** এমন যন্ত্র যা কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কখনো দেখেনি। এ যন্ত্র তৈরি করতে পারি কেবল আমরাই, কেননা অধিবাসীদের সুবিপুল সংখ্যাধিকের পরিপূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আমাদের পক্ষেই নিশ্চিত। এ যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কারণ আমাদের আছে সচেতন, সুশৃংখল, দীর্ঘ পুঁজিবাদী 'শিক্ষা'-প্রাপ্ত (পুঁজিবাদের শিক্ষা তো আমরা খামোকা গ্রহণ করিনি) শ্রমিক, যারা শ্রমিক মিলিসিয়া গড়তে এবং **ক্রমশ** তাকে (অবিলম্বেই প্রসারিত করতে শুরু করে) **সার্বজনীন** মিলিসিয়ায় প্রসারিত করতে **সমর্থ**। পরিচালনার কাজটা করতে হবে সচেতন শ্রমিকদের, কিন্তু পরিচালনার সে কাজে মেহনতী ও নিপীড়িতদের আসল জনগণকে টানতে তারা সমর্থ।

বলাই বাহুল্য, এই নতুন যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপে ভুল ত্রুটি অনিবার্য। কিন্তু কৃষকেরা যখন ভূমিদাসপ্রথা থেকে বহির্গত হয়ে নিজেদের কৃষিকাজ নিজেরা চালাতে লাগল তখনো কি তাদের ভুল ত্রুটি হয়নি? ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ছাড়া জনগণের আত্মশাসন শিক্ষার, ভুলভ্রান্তি পরিহারের জন্য কোনো পথ আছে কি? খাঁটি জন আত্মশাসনে অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া? এখন সবচেয়ে প্রধান কথা হল এই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী কুসংস্কারটিকে বিদেয় করা, যেন রাষ্ট্র চালনায় সক্ষম কেবল বিশেষ রাজপুরুষেরাই, যারা তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সবখানির জন্য পুরোপুরি পুঁজির অধীন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই পরিস্থিতির অবসান করা যেখানে বুর্জোয়া, রাজপুরুষেরা ও 'সোশ্যালিস্ট' মন্ত্রীরা সাবেকী ধরনে সরকার চালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, সাত মাস না যেতেই এক কৃষক দেশে সম্মুখীন হচ্ছে কৃষক অভ্যুত্থানের!! সবচেয়ে প্রধান কথা হল, নিপীড়িত ও মেহনতীদের মধ্যে আত্মশক্তির আস্থা উদ্রেক করা, হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া যে **দরিদ্রদের স্বার্থে** তারা রুটি, সর্ববিধ খাদ্য, দুধ, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদির ন্যায্য, কঠোরভাবে সুশৃংখল, সংগঠিত বণ্টনের কাজটা নিজের হাতে নিতে পারে ও নেওয়া উচিত। এ ছাড়া ধ্বস ও ধ্বংস থেকে রাশিয়াকে বাঁচাবার উপায় **নেই,** আর সবিবেকে সসাহসে সর্বত্র প্রলেতারীয় ও আধা প্রলেতারীয়দের হাতে এই ভাবে শাসনের ভার ছেড়ে দিলে ইতিহাসে

অদৃষ্টপূর্ব এমন এক গণ উদ্দীপনা জাগবে, সর্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের শক্তি এত বহুগুণ বর্ধিত হবে যে আমাদের সংকীর্ণ, সাবেকী, আমলাতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে অসম্ভব মনে হয় এমন বহু কিছুই সম্ভবপর হয়ে উঠবে লক্ষ লক্ষ জনগণের শক্তির কাছে, যে জনগণ পুঁজিপতির জন্য নয়, জমিদারপুত্রের জন্য নয়, রাজপুরুষের জন্য নয়, বেত্র তাড়নায় নয়, **কাজ করতে নেমেছে নিজের জন্য।**

* * *

পুঁজিপতিদের বিরোধিতা করতে ভয় অথচ একই সময়ে নিজেকে বিপ্লবী বলা, সমাজতন্ত্রী গণ্য হতে চাওয়া — কী লজ্জা! এরূপ উক্তি **সম্ভব** হতে হলে সুবিধাবাদ-দুষ্ট বিশ্ব সমাজতন্ত্রের কী ভাবাদর্শগত অধঃপতনই না প্রয়োজন হয়!

পুঁজিপতিদের প্রতিরোধ শক্তিটা আমরা দেখেছি, সমগ্র জনগণ তা দেখেছে, কারণ পুঁজিপতিরা অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে বেশি সচেতন, সোভিয়েতগুলির তাৎপর্য তারা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝে, সঙ্গে সঙ্গেই তারা **তাদের সব শক্তি** প্রাণপণে নিয়োগ করে। সব এবং সমস্ত কিছু চালু করে দেয়, যত কিছু ফন্দিফিকির মতলববাজি শুরু করে, অশ্রুতপূর্ব মিথ্যা ও কুৎসার আশ্রয় নেয়, সামরিক চক্রান্ত পর্যন্ত এগোয় **যাতে সোভিয়েতগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়,** তাদের নিষ্ফল করে তোলা যায়, তাদের ব্যভিচারে নামানো যায় (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশনারিদের* সাহায্যে), বাকসর্বস্বতায় পরিণত করা যায়, মাসের পর মাস ফাঁকা বুলি ও বিপ্লব নিয়ে লীলা খেলায় কৃষক শ্রমিকদের অবসন্ন করে তোলা যায়।

কিন্তু প্রলেতারীয় ও গরিব কৃষকদের প্রতিরোধ শক্তিকে আমরা এখনো দেখিনি, কারণ সে শক্তি তার পূর্ণ অবয়বে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় কেবল তখনই যখন ক্ষমতা আসে প্রলেতারীয়দের হাতে, যখন অভাব অনটন ও পুঁজিবাদী দাসত্বে দলিত কোটি কোটি লোক অভিজ্ঞতায় দেখে, **টের পায়** যে রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েছে নিপীড়িত শ্রেণীরা, সে ক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে

* মেনশেভিক — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া, সুবিধাবাদী ধারার অনুগামী, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক। মেনশেভিক নাম হয় ১৯০৩ সালে আগস্টে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে, যখন কংগ্রেসের শেষে কেন্দ্রীয় পার্টি সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা সংখ্যালঘু

লড়াইয়ে সাহায্য করছে গরিবদের, **ভাঙছে** তাদের প্রতিরোধ। **কেবল** তখন আমরা দেখতে পাব পুঁজিপতিদের জবাব দেবার মতো **অভূতপূর্ব কী শক্তি** রয়েছে জনগণের মধ্যে, কেবল তখনই দেখা দেবে এঙ্গেলস যাকে বলেছেন 'আবৃত **সমাজতন্ত্র**', কেবল তখনই শ্রমিক-শ্রেণী-ক্ষমতার প্রতি দশ হাজার জন গোপন অথবা প্রকাশ্য, সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়-একগুঁয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মাথা তুলবে **লক্ষ লক্ষ** নতুন যোদ্ধা, যারা আচ্ছন্ন ছিল রাজনৈতিক নিদ্রায়, অভাবের জ্বালায় ও হতাশায়, যারা দিনগত পাপক্ষয় করে গেছল, এই বিশ্বাস হারিয়েছিল যে তারা মানুষ, বাঁচার অধিকার তাদেরও আছে, আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সর্ব পরাক্রম তাদেরই সেবায় লাগতে পারে, **তাদের** প্রলেতারীয় মিলিসিয়া বাহিনী পূর্ণ প্রত্যয়ে ডাক দিচ্ছে রাষ্ট্র চালনায় সরাসরি, আশু দৈনন্দিন অংশ গ্রহণের জন্য।

প্লেখানভ, ব্রেশকোভস্কায়া, সেরেতেলি, চের্নোভদের কোম্পানির অনুকূল অংশ গ্রহণসমেত পুঁজিপতি ও জমিদাররা **সবকিছুই** করেছে

(রুশীতে মেনশিনস্তভো) হয়ে পড়ে; লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সংখ্যাধিক্য (রুশীতে বলশিনস্তভো) পায় ও বলশেভিক বলে অভিহিত হয়। মেনশেভিকরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সমঝোতা ঘটাতে চায় ও শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী পথ নেয়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মেনশেভিকরা সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারিদের সঙ্গে সাময়িক বুর্জোয়া সরকারে প্রবেশ করে, তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করে এবং বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মেনশেভিক পার্টি খোলাখুলি প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়ে, সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সংগঠন করে ও তাতে অংশ নেয়।

সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি — ১৯০১ সালের শেষ ও ১৯০২ সালের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি পেটি বুর্জোয়া পার্টি; প্রথমে এ পার্টি কৃষকদের গণতান্ত্রিক দাবি, জমিদারদের জমিদখলের জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করত, কিন্তু পরে তা কুলাকদের পার্টি হয়ে দাঁড়ায় এবং অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে খোলাখুলি প্রতিবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হয় এবং সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া, জমিদার ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে হাত মেলায়। সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারিরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে, মার্কসবাদের সঙ্গে তাদের সমাজতন্ত্রের কোনো মিল ছিল না। এটা ছিল পেটি বুর্জোয়া সমবাদী সমাজতন্ত্র, যার ভিত্তি হল তথাকথিত 'ভূমির সমাজীকরণ' এবং শ্রম নর্ম অনুসারে সমপরিমাণে ব্যক্তিগত কৃষি, মূলত এর অর্থ দাঁড়াত পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য সবচেয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি। — সম্পাঃ

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে **কলুষিত করার** জন্য, ধনীদের সেবাদাসত্ব মারফত এতদূর পর্যন্ত কলুষিত করা যাতে জনসাধারণের ওপর নেমে আসে অনীহা ঔদাসীন্য, **কিছুতেই তার এসে যায় না,** কারণ বুভুক্ষু পারে না প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য করতে, শীত-ক্লিষ্ট, পাদুকাহীন পীড়িত যে সৈনিক পরের স্বার্থে প্রাণ দিচ্ছে, প্রজাতন্ত্রকে ভালোবাসার অবস্থায় সে নেই।

আর যখন শেষ মুটে-মজুরটি, প্রতিটি বেকার, প্রতিটি রাঁধুনি, যে-কোনো সর্বনষ্ট কৃষক দেখবে — সংবাদপত্র থেকে নয়, স্বচক্ষে দেখবে যে প্রলেতারীয় ক্ষমতা ধনসম্পদের পদলেহন করে না বরং সাহায্য করে গরিবদের, বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণে এ ক্ষমতা থমকে দাঁড়ায় না, ভূরিভোজীদের উদ্বৃত্ত খাদ্য নিয়ে তা দেয় বুভুক্ষুদের, বাধ্যতামূলক হাঘরেদের বসায় ধনীদের বাসগৃহে, দুধের দাম দিতে তা ধনীদের বাধ্য করে, কিন্তু গরিব পরিবারের **সমস্ত** শিশুর জন্য আগে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ না জোগানো পর্যন্ত এক বিন্দু দুধ সে ধনীদের দেয় না, জমি চলে যাচ্ছে মেহনতীদের হাতে, কলকারখানা আর ব্যাংক যাচ্ছে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে, লক্ষপতিরা ধন লুকিয়ে রাখতে গেলে তাদের অবিলম্বে গুরুতর শাস্তি অনিবার্য — গরিবেরা যখন এটা দেখবে, টের পাবে, তখন পুঁজিপতি ও কুলাকদের কোনো শক্তি, কোটি কোটি টাকার মালিক বিশ্ব ফিনান্স-পুঁজির কোনো শক্তিই জন-বিপ্লবের উপর জয়লাভ করতে পারবে না বরং **ঐ জন-বিপ্লবই** জয় করবে গোটা দুনিয়া, কারণ সব দেশেই পরিপক্ব হয়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন।

আমাদের বিপ্লব অপরাজেয় যদি তা নিজেকে ভয় না পায়, যদি তা সমগ্র ক্ষমতাটা পুরোপুরি তুলে দেয় প্রলেতারীয়দের হাতে, কেননা আমাদের পেছনে রয়েছে আরো অপরিমেয় বৃহত্তর, আরো পরিণত, আরো সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব শক্তি, সাময়িকভাবে তা যুদ্ধে অবদমিত, কিন্তু অবলুপ্ত নয়, বরং তদ্দ্বারাই বহুবর্ধিত।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে ও ১লা (১৪ই) অক্টোবরের মধ্যে লিখিত, ১৯১৭ সালের অক্টোবরে 'জ্ঞানপ্রচার' পত্রিকার ১ ও ২ সংখ্যায় মুদ্রিত

৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৩—৩১৭, ৩২৮—৩৩০

নারী-শ্রমিকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসে বক্তৃতা

১৯শে নভেম্বর, ১৯১৮*

কমরেডগণ, কতকগুলি দিক থেকে প্রলেতারীয় ফৌজের নারী অংশের কংগ্রেসের বিশেষ জরুরী তাৎপর্য বর্তমান, কারণ সমস্ত দেশেই নারীদের আন্দোলনে আসা কঠিনতর হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন হতে পারে না যদি মেহনতী নারীদের বৃহৎ অংশটা তাতে ব্যাপকভাবে যোগ না দেয়।

সমস্ত সভ্য দেশে, এমন কি সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের অবস্থা এমনই যে তাদের সাংসারিক বাঁদী বলা হয়, আর সেটা অকারণে নয়। কোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই এমন কি সবচেয়ে মুক্ত প্রজাতন্ত্রেও নারীদের পূর্ণ সমাধিকার নেই।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কর্তব্য হল সর্বপ্রথমে নারী অধিকারের সমস্ত সীমাবদ্ধতা দূর করা। বুর্জোয়া নোংরামির, দলিতাবস্থা ও লাঞ্ছনার যা উৎস, বিবাহবিচ্ছেদের সেই মামলাবিধি সোভিয়েত রাজ পুরোপুরি বিলুপ্ত করেছে।

পুরোপুরি স্বাধীন বিবাহবিচ্ছেদ আইন হয়েছে প্রায় এক বছর। আমরা ডিক্রি জারি করেছি, এতে বিবাহোদ্ভূত ও বিবাহবহির্ভূত সন্তানের অবস্থার

* নারী-শ্রমিকদের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস আহ্বান করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯১৮ সালের ১৬—২১শে নভেম্বর, মস্কোয়। কলকারখানা ও গ্রাম্য গরিবদের ১,১৪৭ জন নারী-প্রতিনিধি কংগ্রেসে আসে। কংগ্রেস সোভিয়েত সরকারের বৈদেশিক নীতি অনুমোদন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষণের জন্য শ্রমিক কৃষক নারীদের আহ্বান জানায়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে অ-পার্টি মেহনতী নারীদের টেনে আনার একটা নতুন সাংগঠনিক রূপ হিসাবে কংগ্রেস প্রতিনিধি সভা স্থাপন অনুমোদন করে। শ্রমিক কৃষক নারীদের মধ্যে ব্যাপক সাংগঠনিক পার্টি-কাজের সূচনা হয় এ কংগ্রেস থেকে। — সম্পাঃ

সবকিছু ভেদাভেদ লোপ এবং এক রাশি রাজনৈতিক বাধানিষেধ দূর করা হয়েছে। মেহনতী নারীদের এমন পরিপূর্ণ সমাধিকার ও স্বাধীনতা আর কোথাও নেই।

আমরা জানি যে অচল হয়ে আসা নিয়মের সমস্ত বোঝাটাই পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের উপর।

যে সব কারণে নারীরা অধিকারহীন হয়ে থাকে, ইতিহাসে এই প্রথম তা সব নাকচ করে দিয়েছে আমাদের আইন। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আইন নিয়ে নয়। আমাদের শহর ও কলকারখানা-এলাকায় বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতার আইনটা ভালোই চলছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এটা প্রায়শই থেকে যাচ্ছে কাগজে। সেখানে এখনো পর্যন্ত গির্জা-বিয়ের প্রাধান্য, পুরোহিতদের প্রভাবের জন্য তারা এতে বাধ্য হয় এবং পুরোনো আইনের চেয়ে এই অভিশাপটার সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন।

ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রামে অসাধারণ সতর্ক হওয়া চাই। এ সংগ্রামে যারা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে তারা অনেক ক্ষতি করে। প্রচারের মাধ্যমে, জ্ঞানপ্রচারের মাধ্যমে লড়াই চালানো উচিত। সংগ্রামে তিক্ততা সৃষ্টি করে আমরা জনগণকে রুষ্ট করে তুলতে পারি; এ রকম সংগ্রামে ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের বিভাগ পাকা হয়ে পড়ে, অথচ আমাদের শক্তিই যে হল একতা। ধর্মীয় কুসংস্কারের গভীরতম উৎস হল দারিদ্র্য ও তমসাচ্ছন্নতা; এই অভিশাপের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবেই।

মেয়েদের অবস্থা এখনো পর্যন্ত এমন থেকে গেছে যে তাদের বাঁদী বলা হয়। মেয়েরা নিজেদের সাংসারিক ঘরকন্নার চাপে পীড়িত, এ অবস্থা থেকে তাকে ত্রাণ করতে পারে কেবল সমাজতন্ত্র। যখন আমরা ক্ষুদে জোত থেকে চলে যাব যৌথ জোত ও ভূমির যৌথ কর্ষণে, কেবল তখনই নারীদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলমোচন সম্ভব হবে। এ কাজটা কঠিন, কিন্তু এখন যখন গরিবদের কমিটি* গড়ে উঠছে তখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পাকা হবার সময় আসন্ন।

---

* গরিবদের কমিটি (গরিব কৃষকদের কমিটি) প্রতিষ্ঠার ডিক্রি জারি করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ১৯১৮ সালের ১১ই জুন। ডিক্রি অনুসারে কমিটির এক্তিয়ারে থাকে নিম্নোক্ত কাজ: শস্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কৃষি যন্ত্রপাতির বণ্টন, কুলাক ও ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্য আদায়ের জন্য স্থানীয় খাদ্য সংস্থাগুলিকে সাহায্য।

কেবল এখনই গ্রামবাসীদের গরিব অংশটা সংগঠিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে, গরিবদের সংগঠনের মধ্যে সমাজতন্ত্র পাচ্ছে পাকা বনিয়াদ।

আগে প্রায়ই এমন হয়েছে যে শহরগুলি আগে বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, গ্রামাঞ্চল নেমেছে তার পরে।

বর্তমান পরিবর্তন চলেছে গ্রামের উপর ভর করে, আর এইখানেই তার তাৎপর্য ও শক্তি। সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে মেয়েরা তাতে কী পরিমাণ অংশ নিচ্ছে তার উপরে বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে। মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক কাজ চালাতে পারে, তার জন্য সোভিয়েত ক্ষমতা সবকিছু করছে।

সোভিয়েত রাজের পরিস্থিতি সেই পরিমাণেই দুরূহ যে পরিমাণে সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়াকে ঘৃণা করছে ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছে এইজন্য যে সোভিয়েত রাশিয়া বেশ কয়েকটি দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে ও সমাজতন্ত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ করেছে।

এখন যখন তারা বিপ্লবী রাশিয়াকে চূর্ণ করতে চায় তখন তাদেরই পায়ের তলায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। আপনারা জানেন কী ভাবে জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়াচ্ছে, ডেনমার্কে সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে শ্রমিকদের। সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ডে জোরদার হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলন। এই সব ছোটো ছোটো দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো স্বাধীন গুরুত্ব নেই, কিন্তু তা বিশেষ রকমের অর্থবহ এইজন্য যে এসব দেশে যুদ্ধ হয়নি

শস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতির বণ্টনে গরিব কৃষকদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে ডিক্রিতে।

গরিবদের কমিটিগুলি ছিল গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ঘাঁটি। কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বাজেয়াপ্ত জমির পুনর্বণ্টনে এবং শিল্প এলাকা ও লাল ফৌজের জন্য খাদ্য সরবরাহে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত করার দিক থেকে গরিবদের কমিটিগুলি হল আরো এক ধাপ পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত রাজের সংহতিতে তা সাহায্য করে এবং সোভিয়েত রাজের পক্ষে মাঝারি কৃষকদের টেনে আনায় এগুলির গুরুত্ব ছিল বিপুল।

ষষ্ঠ জরুরী সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে (১৯১৮, নভেম্বর) গরিবদের কমিটিগুলি তাদের কাজ পূর্ণ করায় গ্রাম সোভিয়েতের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

এবং সবচেয়ে 'ন্যায়সঙ্গত' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সেখানে বর্তমান ছিল। এ রকম দেশও যখন আন্দোলনে আসে, তখন এই আস্থাই জাগে যে বিপ্লবী আন্দোলন সারা বিশ্বকে গ্রাস করছে।

এ পর্যন্ত কোনো প্রজাতন্ত্রই নারীদের মুক্ত করতে পারেনি। সোভিয়েত রাজ সহায়তা করছে তাদের। আমাদের আদর্শ অপরাজেয় কেননা সব দেশেই উত্থিত হচ্ছে অপরাজেয় শ্রমিক শ্রেণী। অপরাজেয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃদ্ধিই সূচিত করছে এ আন্দোলন। (**দীর্ঘ করতালি।** 'আন্তর্জাতিক' **সঙ্গীত**)

সংবাদপত্রের রিপোর্টাকারে প্রকাশিত
২০শে নভেম্বর ১৯১৮,
'সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির
ইজভেস্তিয়া'র ২৫৩ সংখ্যায়

৩৭শ খন্ড, পৃঃ ১৮৫—১৮৭

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) খসড়া কর্মসূচি*

(প্রবন্ধ থেকে)

(৮) কর্মসূচির আদালত বিষয়ক ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব মারফত কমিউনিজম অভিমুখে অগ্রসর কমিউনিস্টদের পার্টি গণতান্ত্রিক ধ্বনি বর্জন করে সাবেকী গঠনের আদালতের মতো বুর্জোয়া আধিপত্যের সংস্থাগুলিকেও নির্মূল করে উচ্ছেদ করে এবং তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী আদালত। সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে ধারণ করে 'জনগণের দ্বারা বিচারক নির্বাচন', এই প্রাক্তন ধোঁয়াটে সূত্রের বদলে 'মেহনতীদের মধ্য থেকে কেবল মেহনতীদের দ্বারা বিচারকদের নির্বাচন', এই শ্রেণী ধ্বনি পেশ করে এবং আদালতের সমস্ত ব্যবস্থাপনায় তা চালায়। মুনাফা অর্জনের জন্য যারা মজুরি শ্রম নিয়োগ করে না, সেই সব শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আদালত নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি নারীদের জন্য কোনো পার্থক্য করে না এবং যেমন বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমনি বিচারকের দায়িত্ব নির্বাহে নরনারী উভয়ের সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। উৎসাদিত সরকারগুলির আইনকানুন অবসান করে পার্টি সোভিয়েত নির্বাচকদের নির্বাচিত বিচারকদের জন্য এই ধ্বনি দিচ্ছে — প্রলেতারিয়েতের ডিক্রি কার্যকরী করে এবং উপযুক্ত ডিক্রি না থাকলে বা তা পরিপূর্ণ না থাকলে, উৎসাদিত সরকারগুলির আইন অগ্রাহ্য করে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়-চেতনায় পরিচালিত হয়ে প্রলেতারিয়েতের অভিপ্রায় পূরণ করুন।

প্রথম প্রকাশিত ১৯৩০ সালে — ৩৮শ খণ্ড, পৃঃ ১১৫

---

* রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) খসড়া কর্মসূচির জন্য লেনিন যেসব মালমশলা ও দলিল লেখেন তারই ভিত্তিতে পার্টি কর্মসূচির রচনায় কমিশন কাজ করে। নতুন পার্টি কর্মসূচি গৃহীত হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসে, ১৯১৯ সালের মার্চে। — সম্পাঃ

মহা উদ্যোগ

(প্রবন্ধ থেকে)

পশ্চাদ্ভাগে শ্রমিকবীরত্ব। 'কমিউনিস্ট সুবোৎনিক'*

আমাদের সকলকেই মানতে হবে যে, বিপ্লবের সমস্যায় বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী বুলিসর্বস্ব মনোভাব প্রতি পদে সর্বত্রই প্রকাশ পাচ্ছে এবং সেটা আমাদের পঙক্তির মধ্যেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পচ-ধরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অতীতের এই পচ-ধরা জেরের সঙ্গে আমাদের সংবাদপত্র খুব কমই লড়াই চালায়, সত্যকার কমিউনিজমের সাধারণ, অনাড়ম্বর, নিত্য-নৈমিত্তিক, কিন্তু জীবন্ত অংকুরকে খুব কমই সমর্থন করে।

---

* কমিউনিস্ট সুবোৎনিক — সমাজের কল্যাণে মেহনতীদের স্বেচ্ছামূলক অবৈতনিক কাজ; যাতে শ্রমের প্রতি মেহনতীজনের কমিউনিস্ট মনোভাব প্রকাশ পায়।

প্রথম সুবোৎনিকগুলির আয়োজন হয় গৃহযুদ্ধের সময়, যখন জাতীয় অর্থনীতি ধ্বসে পড়েছিল এবং শ্রমবলের অনটন দেখা দিয়েছিল। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি **বিপ্লবী ধরনে** কাজ করার আহ্বান জানিয়ে যে পত্র প্রকাশ করে তার জবাবে মস্কো-কাজান রেলপথের শ্রমিকেরা ১৯১৯ সালের ১০ই মে শনিবারে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিকে কাজে নামে। নিয়মিত কাজের পর তারা আরো ছয় ঘণ্টা বিনা বেতনে রেলগাড়ি ও ইঞ্জিন মেরামত, মাল বোঝাই ও অন্যান্য কাজ করে। তাদের উদ্যোগে অনেকেই সাড়া দেয় এবং সুবোৎনিক পরিণত হয় গণ আন্দোলনে। ১৯২০ সালের ১লা মে সারা রুশ সুবোৎনিকের আয়োজন হয়।

গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও বিকাশের পর্বে কমিউনিস্ট সুবোৎনিকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ব্যাপক বিকাশের সূত্রপাত করে এগুলি। কমিউনিস্ট সুবোৎনিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন লেনিন এবং 'শ্রমোৎপাদিকা বৃদ্ধিতে, নতুন শ্রম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এবং অর্থনীতি ও জীবনের সমাজতান্ত্রিক পরিস্থিতি রচনায়' এগুলিকে 'মহান সূত্রপাত' বলে অভিহিত করেন তিনি। — সম্পাঃ

মেয়েদের অবস্থা ধরা যাক। আমাদের শাসনের প্রথম বছরেই আমরা যা করেছি বিশ্বের কোনো সর্বাগ্রগণ্য বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে কয়েক দশকেও কোনো একটি গণতান্ত্রিক পার্টি তার শতাংশও করেনি। নারীদের অসমাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদের বাধা নিষেধ, তার বহিরঙ্গের জঘন্য ঠাট-সর্বস্বতা, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের অস্বীকার, তাদের পিতৃত্ব সন্ধান ইত্যাদি নীচ আইনকানুন, বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের কলঙ্কস্বরূপ যেসব আইনের অসংখ্য জের রয়েছে সমস্ত সুসভ্য দেশেই — তার একটি ইঁটও আমরা প্রকৃত অর্থেই অচূর্ণ রাখি নি। এই ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা নিয়ে আমাদের হাজার বার গর্বের অধিকার আছে। কিন্তু সাবেকী বুর্জোয়া আইন ও প্রথার আবর্জনা থেকে ভূমি আমরা যত পরিষ্কার করে সাফ করেছি, ততই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এটা খাস ইমারৎটা নয়, মাত্র সে ইমারতের জন্য ভূমি সাফ।

সমস্ত মুক্তিদায়ী আইন সত্ত্বেও মেয়ে সাংসারিক বাঁদীই থেকে যাচ্ছে, কারণ তাকে দাবিয়ে রাখছে, শ্বাসরুদ্ধ করছে, বিমূঢ় করছে, হীন করে রাখছে ক্ষুদে সাংসারিক গৃহস্থালি, বেঁধে রাখছে তাকে পাকশালায় আর শিশুপালন ঘরে, অমানুষিক রকমের অনুৎপাদক, তুচ্ছ, পিত্তি-জ্বালানে, মন-ভোঁতা-করা, হাড়-গুঁড়নো কাজে অপচয় হচ্ছে তার শ্রম। সত্যকারের নারী-মুক্তি, সত্যকারের কমিউনিজম শুরু হবে কেবল তখনই এবং সেখানেই, যখন এবং যেখানে শুরু হবে এই তুচ্ছ গেরস্থালির বিরুদ্ধে গণ সংগ্রাম (রাষ্ট্রক্ষমতাধর প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায়) অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, শুরু হবে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিরূপে সে গেরস্থালির ব্যাপক পুনর্নির্মাণ।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি কমিউনিস্টের কাছে এই যে প্রশ্ন তর্কাতীত, বাস্তবে কি তার প্রতি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ নিয়ে থাকি? অবশ্যই নয়। বর্তমানে ইতিমধ্যেই এ ক্ষেত্রে কমিউনিজমের যে অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে তার প্রতি কি আমরা যথেষ্ট যত্নশীল? পুনরপি না এবং না। সামাজিক ভোজনালয়, শিশুলালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন — এই হল এ অঙ্কুরের নমুনা, এই হল সেই সাদামাটা দৈনন্দিন সব উপায়, আড়ম্বর, বাক্যোচ্ছ্বাস ও সমারোহ যাতে কিছু নেই; কিন্তু, যা কার্যক্ষেত্রে নারীদের মুক্ত করতে সমর্থ, যা কার্যক্ষেত্রে সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক জীবনে নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে তার অসাম্য হ্রাস ও বিলোপ করতে সমর্থ। এ সব উপায় নতুন নয়, বৃহৎ পুঁজিবাদই তা সৃষ্টি করে গেছে (যেমন সৃষ্টি করেছে সাধারণভাবে

সমাজতন্ত্রের সমস্ত বৈষয়িক পূর্বসর্তই), কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে তা রয়ে গিয়েছিল প্রথমত, বিরল ব্যাপার হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, হয় বেনিয়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে কালোবাজারি, মুনাফা, প্রতারণা, জুয়াচুরির সমস্ত মন্দ দিকসমেত, নয় থেকেছে 'বুর্জোয়া দয়া-দাক্ষিণ্যের কসরত' হিসাবে, যার প্রতি সেরা শ্রমিকেরা ন্যায্যতই বিদ্বেষ ও ঘৃণা বোধ করেছে।

সন্দেহ নেই যে আমাদের এখানে এসব প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে সংখ্যায় অনেক বেশি, এবং এগুলি তাদের চরিত্র বদলাতে **শুরু করেছে**। সন্দেহ নেই যে আমরা যতটা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি **সংগঠনী প্রতিভা** আছে শ্রমিক-নারী ও কৃষাণীদের মধ্যে, আছে এমন লোক যারা বুলি, শশব্যস্ততা, কোঁদল এবং পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নিয়ে বাচালতা ইত্যাদির যে প্রাচুর্যে অবিরাম-হামবড়া 'বুদ্ধিজীবী' বা অকালপক্ক 'কমিউনিস্টরা' 'পীড়িত', তা ছাড়াই বৃহৎ সংখ্যক কর্মী ও আরো বৃহত্তর সংখ্যক পরিভোগীদের অংশগ্রহণে ব্যবহারিক কাজের সুব্যবস্থা করার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু নতুনের এই সব অংকুরের প্রতি আমরা যথোচিত **যত্নপর নই**।

বুর্জোয়ার দিকে চেয়ে দেখুন। **তাদের** যেটা দরকার সেটার কী বিপুল বিজ্ঞাপনই না তারা দিতে জানে! পুঁজিপতিদের চোখে যা 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠান, তার কী প্রশংসাই না করা হয় **তাদের** পত্রিকার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায়, কী ভাবে 'আদর্শ', বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে জাতীয় গৌরবের সামগ্রী! সেরা সেরা ভোজনালয় বা শিশুলালনাগারের বর্ণনা দেওয়া, প্রতিদিন লেগে থেকে তাদের কয়েকটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত ক'রে তোলা, তাদের বিজ্ঞাপিত করা, খুঁটিয়ে বর্ণনা দেওয়া, **আদর্শ কমিউনিস্ট ধরনের** কাজে মানব-শ্রম কতটা বাঁচছে, লোকের কী সুবিধা, কত খাদ্যের মিতব্যয় হচ্ছে, সাংসারিক বাঁদীগিরি থেকে কী পরিমাণ মুক্তি ঘটছে মেয়েদের, স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কী রূপ উন্নয়ন হচ্ছে, কী রূপ উন্নয়ন লাভ করা সম্ভব, গোটা সমাজে, সমস্ত মেহনতীদের মধ্যে তার প্রসার সম্ভব — এ নিয়ে আমাদের সংবাদপত্র একেবারেই মাথা ঘামায় না বা প্রায় মাথা ঘামায় না।

আদর্শ উৎপাদন, আদর্শ কমিউনিস্ট সুবোৎনিক, প্রতি পুদ* শস্য সংগ্রহ

---

* পুদ — রাশিয়ায় সাবেকী ওজনের মাপ, ১৬·৩৮১ কিলোগ্রামের সমতুল্য। — সম্পাঃ

ও বণ্টনে আদর্শ যত্নপরতা ও বিবেকবত্তা, আদর্শ ভোজনালয়, অমুক শ্রমিক গৃহ, অমুক শ্রমিক পাড়ার আদর্শ পরিচ্ছন্নতা — এসব যেমন আমাদের সংবাদপত্রের পক্ষে তেমনি **প্রতিটি** শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কাছে বর্তমানের তুলনায় দশগুণ বেশি মনোযোগ ও যত্নের বস্তু হওয়া চাই। এই সবই হল কমিউনিজমের অঙ্কুর আর এ সব অঙ্কুরের পরিচর্যা করা হল আমাদের সার্বজনীন ও প্রাথমিক দায়িত্ব। আমাদের খাদ্য ও উৎপাদন পরিস্থিতি যতই দুরূহ হোক না কেন, তবু বলশেভিক ক্ষমতার দেড় বছরে **সমস্ত ফ্রণ্ট জুড়েই** আন্দোলনের অগ্রগমন সন্দেহাতীত: শস্য সংগ্রহ বেড়েছে তিন কোটি পুদ থেকে (১৯১৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১লা আগস্ট নাগাদ) দশ কোটি পুদে (১৯১৮ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১৯১৯ সালের ১লা মে নাগাদ); সব্জী চাষ বেড়েছে, পতিত জমি কমেছে, জ্বালানির বিরাট সংকট সত্ত্বেও রেল পরিবহন উন্নত হতে শুরু করেছে, ইত্যাদি। এই সাধারণ পটভূমিকায় এবং প্রলেতারীয় রাষ্ট্র শক্তির সমর্থনে কমিউনিজমের অঙ্কুর শুকিয়ে উঠবে না বরং বেড়ে উঠবে ও পরিণত হবে পরিপূর্ণ কমিউনিজমে।

১৯১৯ সালের জুলাই মাসে
পৃথক পুস্তিকাকারে মস্কোয় রাষ্ট্রীয়
প্রকাশভবন থেকে প্রকাশিত

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৩—২৬

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে নারী-শ্রমিক আন্দোলনের কর্তব্য

নারী-শ্রমিকদের ৪র্থ মস্কো শহর অ-পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

কমরেডগণ, নারী-শ্রমিক এই সম্মেলনকে অভিনন্দিত করতে পেরে আমি অতি আনন্দিত। প্রতিটি মেহনতী নারী এবং মেহনতী জনগণের প্রতিটি সচেতন সদস্য যে সব বিষয় ও প্রশ্নে স্বভাবতই বেশি আগ্রহী, তা নিয়ে আমি কিন্তু আলোচনা করব না। সে প্রশ্ন হল সবচেয়ে জরুরী—এ প্রশ্ন হল রুটি ও আমাদের সামরিক পরিস্থিতির প্রশ্ন। কিন্তু আপনাদের সভার বিবরণ সংবাদপত্রে যা দেখেছি তাতে এই প্রশ্নগুলি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন কমরেড ত্রৎস্কি, তিনি সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কমরেড ইয়াকভলেভা ও স্ভিদের্স্কি, এ'রা আলোচনা করেছেন রুটির সমস্যা—তাই এ সব প্রশ্ন আলোচনা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চাইছি।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে নারী-শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ কর্তব্য নিয়েই কয়েকটা কথা বলতে চাই। যেমন সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে জড়িত কর্তব্য, তেমনি অন্য যেসব কর্তব্য বর্তমানে বিশেষ জোরের সঙ্গে সামনে এসে হাজির হচ্ছে। কমরেডগণ, মেয়েদের অবস্থার প্রশ্নটা সোভিয়েত রাজ একেবারেই প্রথমেই তুলেছিল। আমার মতে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণশীল প্রতিটি শ্রমিক রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে দুই ধরনের। এ কর্তব্যের প্রথম অংশটা অপেক্ষাকৃত সরল ও লঘু। এ হল সেই সব সাবেকী আইন নিয়ে যা পুরুষের তুলনায় মেয়েদের রেখেছিল বৈষম্যমূলক অবস্থায়।

বহু বহু আগেই পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিরা শুধু দশকের পর দশক নয়, শতকের পর শতক ধরে এই সব সাবেকী আইনের নাকচ ও নরনারীর মধ্যে আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি

করে এসেছে। কিন্তু কোনো ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাদের সবচেয়ে অগ্রণী কোনো প্রজাতন্ত্রও তা অর্জন করতে পারেনি, কারণ যেখানে পুঁজিবাদ বর্তমান, যেখানে ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, কলকারখানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সংরক্ষিত, যেখানে পুঁজির ক্ষমতা সংরক্ষিত, সেখানে পুরুষের বিশেষাধিকার বজায় থেকে যাবে। রাশিয়ায় আমরা এটা চালু করতে পেরেছি কেবল এইজন্য যে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে এখানে স্থাপিত হয়েছে শ্রমিকদের ক্ষমতা। প্রথম থেকেই সোভিয়েত রাজ সমস্ত শোষণবিরোধী, মেহনতীদের ক্ষমতারূপে বর্তমান থাকার কর্তব্য নেয়। জমিদার ও পুঁজিপতিগণ কর্তৃক মেহনতীদের শোষণের সম্ভাবনা লোপ, পুঁজির প্রভুত্ব লোপের কর্তব্য নেয় সে। সোভিয়েত রাজ এইটে ঘটাবার চেষ্টা করেছে — মেহনতীরা যেন নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে পারে ভূমির উপর ব্যক্তিমালিকানা ছাড়াই, কলকারখানার উপর ব্যক্তিমালিকানা ছাড়াই, সেই ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া, যা সর্বত্র, সারা দুনিয়ায়, এমন কি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যেও, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও মেহনতীদের কার্যত রেখেছে দারিদ্র্য ও মজুরি দাসত্বের অবস্থায় আর মেয়েদের রেখেছে দুনো দাসত্বের অবস্থায়।

সোভিয়েত রাজ মেহনতীদের রাজ হিসাবে তার অস্তিত্বের প্রথম কয় মাসেই নারী বিষয়ক আইনবিধির মধ্যে একটা চূড়ান্ত রকমের বিপ্লব ঘটায়। যে সব আইন মেয়েদের পরাধীন অবস্থায় রেখেছিল তার কোনো চিহ্ন রাখা হল না। আমি বলছি ঠিক সেই সব আইনের কথা, যা মেয়েদের দুর্বলতর অবস্থার বিশেষ সুযোগ নেয়, তাদের রাখে একটা বৈষম্যমূলক, এমন কি প্রায়ই একটা লাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে, অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান, তার ভরণপোষণের জন্য সন্তানের পিতাকে অভিযুক্ত করার নারী অধিকার বিষয়ক আইন।

ঠিক এই ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া আইন, বলা উচিত, সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও মেয়েদের দুর্বলতর অবস্থার সুযোগ নেয়, তাকে সমাধিকারহীন ও নিচু করে রাখে। আর ঠিক এই ক্ষেত্রটাতেই সোভিয়েত রাজ সাবেকী অন্যায়, মেহনতী জনপ্রতিনিধিদের কাছে অসহ্য সব আইনের চিহ্ন পর্যন্ত রাখেনি। এখন পূর্ণ গর্বেই আমরা কোনো অতিরঞ্জন না করে বলতে পারি যে সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর এমন একটি দেশ নেই যেখানে নারীদের পরিপূর্ণ সমাধিকার বর্তমান, মেয়েদের যেখানে নিচু অবস্থায় রাখা

হয়নি, যা বিশেষ করে অনুভূত হয় নিত্যকার সাংসারিক জীবনে। এটা ছিল আমাদের অন্যতম প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

বলশেভিকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোনো পার্টির সঙ্গে যদি আপনাদের সংস্পর্শ ঘটে, অথবা কলচাক কি দেনিকিনের অধিকৃত এলাকা থেকে রুশ ভাষায় প্রকাশিত কোনো পত্রিকা যদি আপনাদের হাতে পড়ে, অথবা এই সব পত্রিকার সঙ্গে সমদর্শী কোনো লোকের আলাপ হয় তবে প্রায়ই এদের কাছ থেকে এই অভিযোগ শুনতে পাবেন যে সোভিয়েত রাজ গণতন্ত্র লঙ্ঘন করেছে।

আমাদের, সোভিয়েত রাজের প্রতিনিধিদের, বলশেভিক-কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত রাজের পক্ষপাতীদের অবিরাম এই ভর্ৎসনা করা হয় যে আমরা গণতন্ত্র লঙ্ঘন করেছি এবং এ অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে এই তথ্য হাজির করা হয় যে সোভিয়েত রাজ সংবিধান সভা* ভেঙে দিয়েছে। এ অভিযোগের সচরাচর জবাব আমরা দিই এই: যে-গণতন্ত্র ও যে-সংবিধান সভা উদ্ভূত হয়েছিল ভূমির উপর ব্যক্তিমালিকানার কালে, যখন জনগণের মধ্যে সমাধিকার ছিল না, যখন ব্যক্তিগত পুঁজির মালিক ছিল মনিব আর বাকিরা, তার কাছে কর্মরতরা ছিল তার মজুরি দাস — সে গণতন্ত্রকে আমরা মূল্য দিই না। এমন কি সবচেয়ে অগ্রণী রাষ্ট্রেও তেমন গণতন্ত্র হল দাসত্বের আবরণ।

---

* সংবিধান সভা সোভিয়েত সরকার আহ্বান করে ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারি। সংবিধান সভার নির্বাচন অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগেই মূলত হয়েছিল। তাই তার সংবিন্যাসে দেশের বিকাশের একটা অতীত পর্যায়ই প্রতিফলিত হয় যখন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি ও কাদেত পার্টিপ্রতিনিধিদের হাতে। জনগণের বিপুল অধিকাংশের যে ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটেছিল সোভিয়েত রাজের প্রতিষ্ঠায় এবং তার ডিক্রিগুলিতে, তার সঙ্গে সংবিধান সভার বুর্জোয়া ও কুলাকদের স্বার্থ সমর্থক সোশ্যালিস্ট-রিভলিউশানারি-মেনশেভিক-কাদেত অংশটির অনুসৃত নীতির বিরাট ব্যবধান দেখা দেয়। বলশেভিকদের প্রস্তাবিত 'মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্র' আলোচনা করতে এবং দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত ভূমি ও শান্তির ডিক্রি তথা সোভিয়েতের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণের ডিক্রি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে সংবিধান সভা।

মেহনতী জনগণের সত্যকার স্বার্থের প্রতি সংবিধান সভার বিরোধিতা খুবই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলশেভিকরা ঘোষণাপত্র পাঠ করে সংবিধান সভা থেকে বেরিয়ে আসে। ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রিতে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

আমরা সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী শুধু সেই পরিমাণে যে পরিমাণে তা মেহনতী ও নিপীড়িতদের অবস্থা লঘুভার করে। মানুষ কর্তৃক মানুষের সর্ববিধ শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া সংগ্রামই হল সমাজতন্ত্রের কর্তব্য। আমাদের কাছে সত্যকার তাৎপর্য ধরে কেবল সেই গণতন্ত্র যা শোষিতদের, যাদের অসাম্যের অবস্থায় রাখা হয়েছে তাদের কাজে লাগে। যদি অ-মেহনতীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেই হবে লোকদের মধ্যে সত্যিকার সমতা। যে কাজ করে না, তার খাওয়াও চলবে না।

এসব অভিযোগের জবাবে আমরা বলি যে প্রশ্ন রাখা উচিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কার্যকরী করা হচ্ছে কী ভাবে। সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই আমরা দেখি যে সমতা ঘোষিত হয়েছে কিন্তু নাগরিক আইন ও নারী অধিকারের আইনের ক্ষেত্রে, পরিবারে তার অবস্থার দিক থেকে, বিবাহবিচ্ছেদের দিক থেকে, প্রতি পদে আমরা দেখি মেয়েদের অসমতা ও হীনতা, আর আমরা বলি এই হল গণতন্ত্রের লঙ্ঘন এবং ঠিক নিপীড়িতদের ক্ষেত্রেই। অন্য সমস্ত সর্বাগ্রগণ্য দেশের চেয়ে সোভিয়েত রাজই বেশি গণতন্ত্র কার্যকর করেছে এই দিক থেকে যে নারীদের অসমতার প্রতি এতটুকু ইঙ্গিতও সে তার আইনে রাখেনি। ফের বলি, অস্তিত্বের প্রথম কয় মাসেই সোভিয়েত রাজ যা করেছে মেয়েদের জন্য, তা বলতে কি তার অর্ধেকও কোনো রাষ্ট্রেও কোনো গণতান্ত্রিক আইনবিধিতে করা হয়নি।

অবশ্য মাত্র আইনই যথেষ্ট নয় এবং কেবল ডিক্রি দেখেই আমরা মোটেই তুষ্ট থাকি না। তাহলেও পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের অবস্থা সমান করার জন্য আমাদের কাছে যা দাবি করা যেত, আইনবিধির ক্ষেত্রে আমরা তা সবই করেছি এবং ন্যায়তই তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। সোভিয়েত রাশিয়ায় মেয়েদের অবস্থা এখন এমন যে সর্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তা আদর্শস্বরূপ। কিন্তু নিজেদের আমরা বলি, এটা কিন্তু সবে শুরু।

সাংসারিক ঘরকন্নার জন্য কাজের ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা এখনো থেকে গেছে সংকুচিত। নারীদের পূর্ণ মুক্তির জন্য এবং পুরুষের সঙ্গে তার সত্যকার সমতার জন্য প্রয়োজন সামাজিক অর্থনীতি, প্রয়োজন যেন সার্বজনীন উৎপাদনী শ্রমে মেয়েরা অংশ নেয়। তখন মেয়েরা ঠিক পুরুষের মতোই একটা স্থান অধিকার করবে।

বলা বাহুল্য, এখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা, তার পরিমাণ, তার দৈর্ঘ্য, শ্রমের পরিস্থিতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীদের সমান করে তোলার কথা হচ্ছে

না। প্রশ্ন হল নারীরা যেন পুরুষের তুলনায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা পীড়িত না হয়। আপনারা জানেন যে এমন কি পরিপূর্ণ সমাধিকারের ক্ষেত্রেও সেটা কার্যত নারীদের অবদমন হয়েই থেকে যায়, কারণ তার ওপরেই পড়ে সমস্ত ঘরকন্নার ভার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘরকন্না হল সবচেয়ে অনুৎপাদক, সবচেয়ে বর্বর, সবচেয়ে হাড়ভাঙা শ্রম, যা মেয়েরা করে। এ মেহনত অতিশয় রকমের তুচ্ছ, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা মেয়েদের বিকাশে এতটুকু সাহায্য করে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা লড়তে চাই সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য এবং এখানে মেয়েদের কাজের একটা বৃহৎ ক্ষেত্র খুলে যাচ্ছে। আমরা এখন সমাজতান্ত্রিক ইমারতের জন্য জমি পরিষ্কারের আয়োজন করছি গুরুত্ব সহকারে আর সমাজতান্ত্রিক সমাজের খাস ইমারৎটা শুরু হবে কেবল তখন যখন আমরা মেয়েদের পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করে এই তুচ্ছ, বিমূঢ় করা, অনুৎপাদক কাজ থেকে মুক্তি পাওয়া নারীদের সঙ্গে একত্রে নামব নতুন কর্মে। সে কাজে আমাদের লাগবে বহু বহু বছর।

সে কাজ চট করে ফল দেবে না, জমকালো একটা প্রতিক্রিয়া ঘটবে না।

আমরা গড়ছি আদর্শ প্রতিষ্ঠান, ভোজনালয়, শিশুলালনাগার, যার ফলে ঘরকন্নার কাজ থেকে মুক্তি পাবে নারী। এবং এখানে, এই সব প্রতিষ্ঠানের সুব্যবস্থার কাজটা ন্যস্ত হওয়া চাই বিশেষ করে মেয়েদের উপর। একথা স্বীকার করা দরকার যে সাংসারিক বাঁদীগিরি থেকে মেয়েদের মুক্তিতে সাহায্য করার মতো প্রতিষ্ঠান রাশিয়ায় এখন অনেক কম। এদের সংখ্যা অতি নগণ্য, এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে — সামরিক ও খাদ্য পরিস্থিতি, কমরেডরা যার কথা আপনাদের বিশদ করে বলেছেন — সেটা আমাদের একাজে বাধা দিচ্ছে। তাহলেও বলা উচিত যে সাংসারিক বাঁদীর অবস্থা থেকে মেয়েদের মুক্ত করার মতো এই সব প্রতিষ্ঠান যেখানেই এতটুকু সম্ভাবনা থাকছে সেখানেই গড়ে উঠছে।

আমরা বলি যে শ্রমিকদের মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিকদেরই কাজ, এবং ঠিক একইভাবে, শ্রমিক-নারীদের মুক্তি হওয়া চাই শ্রমিক-নারীদেরই কাজ। এ সব প্রতিষ্ঠান বিকাশের জন্য শ্রমিক-নারীদেরই যত্ন নিতে হবে এবং পুঁজিবাদী সমাজে তাদের যে পুরনো অবস্থা ছিল নারীদের এই ক্রিয়াকলাপে তা পুরোপুরি বদলে যাবে।

সাবেকী পুঁজিবাদী সমাজে রাজনীতিতে ব্যাপৃত থাকতে হলে বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন হত, তাই সবচেয়ে অগ্রণী ও মুক্ত পুঁজিবাদী দেশেও রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। আমাদের কর্তব্য হল রাজনীতিকে প্রতিটি মেহনতী নারীর আয়ত্তাধীন করা। যে মুহূর্তে ভূমি ও কলকারখানার উপর ব্যক্তিমালিকানার অবসান এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতার উচ্ছেদ হল, সেই মুহূর্ত থেকে মেহনতী জনগণ ও মেহনতী নারীদের জন্য রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে উঠেছে সহজ, পরিষ্কার এবং সকলের আয়ত্তাধীন। পুঁজিবাদী সমাজে নারীরা এমন বৈষম্যের অবস্থায় থাকে যে রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় নগণ্য। এ অবস্থার বদল ঘটাতে হলে দরকার মেহনতীদের ক্ষমতা, এবং তখন খোদ মেহনতীদের ভাগ্যের সঙ্গে যা সরাসরি সংশ্লিষ্ট সেই সবই হবে রাজনীতির প্রধান কাজ।

এবং এক্ষেত্রে শুধু পার্টিভুক্ত ও সচেতন নয়, পার্টি বহির্ভূত ও অতি অচেতন শ্রমিক-রমণীদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক। এইখানে শ্রমিক-রমণীদের কাজের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিচ্ছে সোভিয়েত রাজ।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী শক্তি যারা এখন তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে তাদের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের খুবই মুশকিল সইতে হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে যে সব শক্তি মেহনতীদের রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের খুব মুশকিলে পড়তে হয়েছে, কারণ যে সব লোক, যে সব মেহনতী নিজেদের মেহনত দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃহৎ নয়। আর এইখানে, পার্টি বহির্ভূত শ্রমিক-রমণীদের ব্যাপকজনের সাহায্য পার্টির কাছে যত মূল্যবান তেমন আর কিছু নয়। তারা জানুক যে সাবেকী বুর্জোয়া সমাজে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য দরকার হত জটিল প্রস্তুতি, এবং সেটা ছিল নারীদের পক্ষে অনায়ত্ত। কিন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান কর্তব্য হল জমিদার পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই, শোষণ লোপের জন্য লড়াই, আর তাই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে শ্রমিক-রমণীদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিগন্ত উন্মুক্ত হচ্ছে, আর সে ক্রিয়াকলাপ হল মেয়েদের সাংগঠনিক নৈপুণ্য দিয়ে পুরুষদের সাহায্য করা।

লক্ষ লক্ষের আয়তনে সাংগঠনিক কাজ আমাদের প্রয়োজন শুধু তাই নয়। অতি ছোটো আয়তনের সাংগঠনিক কাজও আমাদের দরকার, যাতে

মেয়েরাও মেহনতের সুযোগ পাবে। সামরিক পরিস্থিতিতেও কাজ করতে পারে মেয়েরা, যখন সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা, তাদের মধ্যে প্রচার চালানোর প্রশ্ন আসে। এই সব ব্যাপারে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাই, লাল ফৌজ যেন দেখে যে তাদের জন্য যত্ন নেওয়া হচ্ছে, পরিচর্যা করা হচ্ছে। খাদ্যের ক্ষেত্রটাতেও কাজ করতে পারে মেয়েরা, — খাদ্যের বণ্টন এবং গণভোজন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন নিয়ে, পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ব্যাপকভাবে যে সব ভোজনালয় স্থাপিত হয়েছে তার বিকাশ নিয়ে।

এই সব ক্ষেত্রে শ্রমিক-রমণীদের কার্যকলাপ খাঁটি সাংগঠনিক তাৎপর্য অর্জন করে। বৃহৎ পরীক্ষামূলক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের উপর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও মেয়েদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য, যাতে জিনিসটা একলার কাজ হয়ে না দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে মেহনতী নারীদের বৃহৎ অংশের যোগদান ছাড়া তা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। এবং খাদ্য দ্রব্যের বণ্টনের ওপর তদারকি এবং খাদ্য দ্রব্য যাতে সহজে মেলে তার ওপর তদারকির দিক থেকে শ্রমিক-রমণীরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি লেগে যেতে পারে। এ কাজটা পার্টি বহির্ভূত নারীদের খুবই সাধ্যায়ত্ত, এবং সেই সঙ্গে এ কর্তব্য সাধিত হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মজবুতিতেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে।

ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রত্যাহার এবং কলকারখানা উপর থেকে তা প্রায় সম্পূর্ণ বিলোপ করে সোভিয়েত রাজ চেষ্টা করছে যাতে সমস্ত মেহনতী, শুধু পার্টি-ভুক্ত নয় পার্টি-বহির্ভূতরাও, শুধু পুরুষ নয় মেয়েরাও এই অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে অংশ নেয়। সোভিয়েত রাজ কর্তৃক শুরু করা এই কাজটা এগিয়ে চলতে থাকবে কেবল তখন, যখন সারা রাশিয়ায় কয়েক শত নারীর বদলে তাতে অংশ নেবে লক্ষ লক্ষ নারী। তখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজটা পাকা হয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তখন মেহনতীরা দেখিয়ে দেবে যে তারা বাঁচতে পারে ও ব্যবস্থাপনা চালাতে পারে জমিদার, পুঁজিপতি ছাড়াই। তখন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ রাশিয়ায় দাঁড়াবে এমন পাকাপাকি হয়ে যে অন্য কোনো দেশের বহিঃশত্রু বা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শত্রু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাছে ভয়ংকর হবে না।

'প্রাভদা', ২১৩ সংখ্যা — ৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮—২০৫
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

সোভিয়েত রাজ ও মেয়েদের অবস্থা

সোভিয়েত রাজের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে এই সময়ের মধ্যে যা-যা করা হয়েছে তার ওপর একটা সাধারণ দৃষ্টিপাত করে যে-বিপ্লব সাধিত হল তার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

বুর্জোয়ারা এবং তাদের সমর্থকরা অভিযোগ করে যে আমরা গণতন্ত্র লঙ্ঘন করেছি। আমরা জোর দিয়ে ঘোষণা করি যে সোভিয়েত বিপ্লব গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অভূতপূর্ব উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তদুপরি এ গণতন্ত্র ঠিক মেহনতী ও পুঁজির দ্বারা নিপীড়িত জনগণের জন্যই, সুতরাং জনসাধারণের বিপুল অধিকাংশের জন্য গণতন্ত্র, সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীতে (যা শোষক, পুঁজিপতি আর ধনিকদের জন্য) এটা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (মেহনতীদের জন্য)।

কার কথা ঠিক?

এই প্রশ্ন তলিয়ে দেখতে ও ভালো করে বুঝতে হলে দরকার গত দুই বছরের অভিজ্ঞতার হিসেব নেওয়া ও সেই অভিজ্ঞতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আরও ভালো করে প্রস্তুত হওয়া।

বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, উত্থিত প্রশ্নের অতি সুস্পষ্ট জবাব মেলে মেয়েদের অবস্থা থেকে।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে (অর্থাৎ যেখানে জমি, কলকারখানা, শেয়ার প্রভৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে), তা সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও, মেয়েরা **পৃথিবীর কোথাও, সবচেয়ে উন্নত দেশেও** সম্পূর্ণ সমান অধিকার পায় নি। এবং সেটা মহান ফরাসী (বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক) বিপ্লবের পর একশ' পঁচিশ বছর কেটে গেলেও।*

বুর্জোয়া গণতন্ত্র মুখে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজের

---

* মহান ফরাসী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয় ১৭৮৯—১৭৯৪ সালে। — সম্পাঃ

বেলায় কোনো বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, এমন কি সবচেয়ে উন্নত প্রজাতন্ত্রও মানবজাতির অর্ধেক যে নারী সমাজ, তাদের আইনতঃ পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ সাম্য অথবা পুরুষের অভিভাবকত্ব ও পীড়ন থেকে মুক্তি দেয় নি।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র শুধু গালভরা কথার, জমকালো বুলির, সাড়ম্বর প্রতিশ্রুতির আর **স্বাধীনতা ও সাম্যের** বড়ো বড়ো ধ্বনির গণতন্ত্র। কিন্তু কাজের বেলায় এই গণতন্ত্র মেয়েদের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্য, মেহনতী ও শোষিতের স্বাধীনতা-হীনতা ও অসাম্যকে আড়াল করে।

সোভিয়েত বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই সব গালভরা অথচ মিথ্যা বুলি ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয় আর 'গণতন্ত্রী', জমিদার, পুঁজিপতি অথবা ভূরিভোজী কৃষক, যারা নিজেদের বাড়তি শস্য ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে মুনাফা তোলে, তাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ধ্বংস হোক এই জঘন্য মিথ্যা! অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে কখনও 'সাম্য' হতে পারে না, নেই, হবে না। যতক্ষণ না পুরুষের আইনগত বিশেষ সুবিধা থেকে মেয়েরা স্বাধীনতা পাচ্ছে, যতক্ষণ পুঁজির কবল থেকে শ্রমিকের, এবং পুঁজিপতি, জমিদার ও বণিকের জোয়াল থেকে মেহনতী কৃষকের স্বাধীনতা না থাকছে, ততক্ষণ প্রকৃত 'স্বাধীনতা' হতে পারে না, নেই, হবে না।

মিথ্যাবাদী ও ভণ্ডেরা, নির্বোধ ও অন্ধেরা, বুর্জোয়া ও তাদের সমর্থকরা সাধারণ স্বাধীনতা, সাধারণ সাম্য ও সাধারণ গণতন্ত্রের কথা বলে লোক ঠকাবার চেষ্টা করতে চায় করুক।

শ্রমিক ও কৃষকদের কাছে আমরা বলি: মুখোস খুলে দাও এই সব মিথ্যাবাদীদের, চোখ খুলে দাও এই সব অন্ধদের। জিজ্ঞাসা করো:

'নারী পুরুষ কার সঙ্গে কার সাম্য?'

'কোন জাতির সঙ্গে কোন জাতির সাম্য?'

'কোন শ্রেণীর সঙ্গে কোন শ্রেণীর সাম্য?'

'কোন জেয়াল থেকে অথবা কোন শ্রেণীর জোয়াল থেকে স্বাধীনতা? কোন শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা?'

এই প্রশ্নগুলি না উত্থাপন করে, তাদের সর্বাগ্রে স্থান না দিয়ে, এগুলি লুকাবার, ধামাচাপা দেবার ও এড়িয়ে যাবার বিরুদ্ধে লড়াই না করে যে রাজনীতি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য ও সমাজতন্ত্রের কথা বলে সে

মেহনতকারীর চরম শত্রু, মেষচর্মে সে নেকড়ে, শ্রমিক ও কৃষকের অতি কুটিল প্রতিপক্ষ, এবং জমিদার, জার ও পুঁজিপতির ভৃত্য।

নারী জাতির মুক্তির জন্য ও 'শক্তিশালী' পুরুষ জাতির সঙ্গে তাদের সাম্যের জন্য দুই বছরের মধ্যে সোভিয়েত রাজ ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ একটি দেশে যা করেছে, তা ১৩০ বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত উন্নত, সভ্য, 'গণতান্ত্রিক' প্রজাতন্ত্রে একত্রেও করা হয় নি।

দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা — এই সব জাঁকালো কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের অধিকার ও বিবাহবিচ্ছেদ, 'আইনসঙ্গত' সন্তানদের সঙ্গে জারজ সন্তানদের অসাম্য, পুরুষদের জন্য বিশেষ সুবিধা, মেয়েদের জন্য হীনতা ও লাঞ্ছনার সব আইন অনুসারে জড়িয়ে থাকে নারীদের প্রতি অসাম্যের অভূতপূর্ব রকমের পৈশাচিক, জঘন্য রকমের নোংরা, পাশবিক রকমের কদর্য সব বিধি।

বুর্জোয়াদের সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও এই সব নোংরা জঘন্য আইনকে নাকচ করার বাধা হল পুঁজির জোয়াল, 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' পীড়ন, মামুলী কূপমণ্ডূক নির্বুদ্ধিতার স্বেচ্ছাচার, ক্ষুদেমালিকী স্বার্থগৃধ্নুতা।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র — শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র এই সব আইন এক নিমেষে ঝেঁটিয়ে দূর করেছে, বুর্জোয়া মিথ্যা ও বুর্জোয়া ভণ্ডামির লেশমাত্রও অবশিষ্ট রাখে নি।

এই মিথ্যা ধ্বংস হোক! যতদিন পর্যন্ত নারী জাতি নির্যাতিত, যতদিন পর্যন্ত অত্যাচারী শ্রেণী বর্তমান, যতদিন পুঁজি ও শেয়ারের উপর থাকছে ব্যক্তিগত মালিকানা, আর যতদিন ভূরিভোজীরা বাড়তি শস্যের জোরে ক্ষুধার্তদের গোলামি খতে বেঁধে রাখছে, ততদিন পর্যন্ত যারা **সকলের জন্য** স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলে, সেই মিথ্যাবাদীরা নিপাত যাক। সকলের জন্য স্বাধীনতা নয়, সকলের জন্য সমান অধিকার নয় — বরং অত্যাচারী ও শোষকের বিরুদ্ধে **লড়াই,** অত্যাচার ও শোষণের **সম্ভাবনার বিলোপ** — এই হল আমাদের ধ্বনি।

চাই নিপীড়িত নারী জাতির স্বাধীনতা ও সমান অধিকার!

চাই শ্রমিকের জন্য, মেহনতকারী কৃষকের জন্য স্বাধীনতা ও সমাধিকার!

চাই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, পুঁজিপতির বিরুদ্ধে, চোরাবাজারী কুলাকের বিরুদ্ধে লড়াই!

এই আমাদের সংগ্রামী ধ্বনি, এই আমাদের প্রলেতারীয় ন্যায়, পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই-এর ন্যায়, এই ন্যায়কেই আমরা ছুঁড়ে মেরেছি **সাধারণ** স্বাধীনতা ও সাম্য, **সকলের জন্যে** স্বাধীনতা ও সাম্যের মধুমাখা ভণ্ড, গালভরা বুলির পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুখে।

আমরা যে এই ভণ্ডামির মুখোস খসিয়েছি, অত্যাচারী, পুঁজিপতি ও কুলাকদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও মেহনতীদের জন্য আমরা যে বৈপ্লবিক উদ্যোগে স্বাধীনতা ও সাম্য কার্যকরী করছি, ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত রাজ সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের কাছে অত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত রাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের দিনে দুনিয়ার সমস্ত দেশের শ্রমিক-জনগণের সহানুভূতি, অত্যাচারিত ও শোষিতদের সহানুভূতি আমাদেরই পক্ষে।

ঠিক এই কারণেই রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের ফলস্বরূপ আমাদের সব রকমের দুঃখকষ্ট, ক্ষুধা, শীত সত্ত্বেও আজ সোভিয়েত রাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের দিনে আমাদের কর্মযজ্ঞের ন্যায্যতার দৃঢ় প্রত্যয়ে, নিখিল বিশ্ব সোভিয়েত রাজের অবধার্য বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ে আমরা পরিপূর্ণ।

৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫—২৮৮

'প্রাভদা', ২৪৯ সংখ্যা
৬ই নভেম্বর, ১৯১৯

পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়ার নারী কংগ্রেসের ব্যুরো সমীপে

কমরেডগণ, আপনাদের কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারার সুযোগ না হওয়ায় পত্র মারফত আপনাদের নিকট আমার অভিনন্দন ও সর্বোচ্চ সাফল্যের কামনা পাঠাচ্ছি।

বর্তমানে আমরা সসৌভাগ্যে গৃহযুদ্ধ শেষ করছি। শোষকদের উপর বিজয়লাভ দ্বারা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নিজেকে জোরদার করছে। বর্তমানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সর্বশক্তি সংহত করতে পারা যায় ও করতে হবে আরো জরুরী, আমাদের সকলের কাছে, সমস্ত মেহনতীদের কাছে আরো অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ একটা কর্তব্যে: রক্তপাতহীন লড়াইয়ে, ক্ষুধা, শীত ও ধ্বংসের উপর জয়লাভের লড়াইয়ে। আর এই রক্তপাতহীন লড়াইয়ে একটা বিশেষ রকমের বৃহৎ ভূমিকা নিতে হবে নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীদের।

এই যে রক্তপাতহীন সংগ্রাম থেকে সোভিয়েত রাজের আরো মহত্তর জয়লাভ করা উচিত ও করবে, তাতে মেহনতীদের নারী বাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত, সংহত ও সংগঠিত হতে সাহায্য করুক পেত্রগ্রাদ গুবের্নিয়ার নারী কংগ্রেস।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ
ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)

১০. ১. ১৯২০

'পেত্রগ্রাদস্কায়া প্রাভদা', ১১ সংখ্যা
১৬ই জানুয়ারি, ১৯২০

৪০শ খণ্ড, পৃঃ ৫০

নারী-শ্রমিকদের নিকট

কমরেডগণ, মস্কো সোভিয়েতের নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কমিউনিস্টদের পার্টির শক্তিবৃদ্ধি দেখা গেল।

নারী-শ্রমিকরা যাতে নির্বাচনে বেশি ভূমিকা নেয় তা দরকার। যে সব সাবেকী, বুর্জোয়া, জঘন্য আইনে পুরুষের তুলনায় নারীদের সমাধিকারহীন করে রেখেছিল, দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবাহ অধিকার, বা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষদের যা বিশেষ সুবিধা দিত, বিশ্বে প্রথম ও একমাত্র সোভিয়েত রাজ তা সব পুরোপুরি বিলুপ্ত করে। মেহনতী রাজ হিসাবে বিশ্বে প্রথম ও একমাত্র সোভিয়েত রাজই সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সেই সব বিশেষ সুবিধা নাকচ করে দেয়, যা সমস্ত এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রেও পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুকূলে বজায় থাকে।

যেখানে জমিদার, পুঁজিপতি, বণিক বর্তমান সেখানে এমন কি আইনের ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে নারীর সমতা হতে পারে না।

যেখানে জমিদার, পুঁজিপতি, বণিক নেই, যেখানে এই সব শোষক ছাড়াই মেহনতীদের ক্ষমতা নতুন জীবন গড়ে তুলছে, সেখানে আইনের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমতা বর্তমান।

কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়।

আইনের সমতা মানেই জীবনের ক্ষেত্রেও সমতা নয়।

আমরা চাই যেন নারী-শ্রমিকেরা শুধু আইনের ক্ষেত্রে নয় জীবনের ক্ষেত্রেও পুরুষ-শ্রমিকদের সঙ্গে সমতা অর্জন করে। তার জন্য দরকার নারী-শ্রমিকেরা যেন আরো বেশি বেশি করে অংশ নেয় সামাজিক উদ্যোগ ও রাষ্ট্রের পরিচালনায়।

পরিচালনার কাজ চালানোর মাধ্যমে নারীরা দ্রুত শিক্ষালাভ করবে ও পুরুষদের পাল্লা ধরবে।

কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহির্ভূতা উভয় নারী-শ্রমিকদেরই আরো বেশি

সংখ্যায় নির্বাচিত করুন সোভিয়েতে। কেবলমাত্র সৎ শ্রমিকা, সবিবেকে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ চালাতে পারলেই হল — হোক সে পার্টি-বহির্ভূতা, মস্কো সোভিয়েতে নির্বাচিত করুন তাকে।

আরো নারী-শ্রমিক চাই মস্কো সোভিয়েতে! মস্কো প্রলেতারিয়েত দেখিয়ে দিক যে তারা বিজয়ের সংগ্রামের জন্য, সাবেকী অসাম্যের বিরুদ্ধে, সাবেকী বুর্জোয়া নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত এবং করছে!

নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে প্রলেতারিয়েত কখনো নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।

ন. লেনিন

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

'প্রাভদা', ৪০ সংখ্যা
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

৪০শ খণ্ড, পৃঃ ১৫৭—১৫৮

নারী-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে*

পুঁজিবাদ আনুষ্ঠানিক সমতার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সেইহেতু সামাজিক অসাম্য সংযুক্ত করে। এটা হল পুঁজিবাদের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, বুর্জোয়ার সমর্থকরা, উদারনীতিকরা যা মিথ্যা করে চাপা দেয়, এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা যা বোঝে না। পুঁজিবাদের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই প্রসঙ্গত দেখা দেয় অর্থনৈতিক সমতার জন্য দৃঢ় সংকল্পে লড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যেই পুঁজিবাদী অসাম্য স্বীকার এবং কয়েকটি পরিস্থিতিতে এই অসাম্যের প্রকাশ্য স্বীকৃতিকে এমন কি প্রলেতারীয় রাষ্ট্র সংগঠনের (সোভিয়েত সংবিধান) ভিত্তি হিসাবে গণ্য করার আবশ্যকতা।

কিন্তু আনুষ্ঠানিক সমতার (আইনের সমক্ষে সমতা, ভূরিভোজী ও ক্ষুধার্ত, সম্পত্তিমালিক ও সম্পত্তিহীনের মধ্যে 'সমতা') ব্যাপারেও পুঁজিবাদ সঙ্গতি অনুসরণ করতে **পারে না**। এবং এই অসঙ্গতির অতি জাজ্বল্যমান একটা প্রকাশ হল পুরুষের তুলনায় নারীদের **অসম অবস্থা**। কোনো একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র, এমন কি সবচেয়ে প্রগতিশীল, প্রজাতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও অধিকারের পূর্ণ সমতা স্থাপন করেনি।

---

* নারী-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবস—অথবা আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৮ই মার্চ হল শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সারা বিশ্বের মেহনতী নারীদের আন্তর্জাতিক সংহতির দিবস, সমস্ত মেহনতী নারীদের উৎসবের দিন।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষিত হয় কোপেনহেগেনে নারী-সমাজতন্ত্রীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, ১৯১০ সালে, ক্লারা সেৎকিনের প্রস্তাবক্রমে; উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীদের ব্যাপক অংশকে সমবেত করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম পালিত হয় ১৯১১ সালে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডে। রাশিয়ায় তা পালিত হয় ১৯১৩ সালে। — সম্পাঃ

কিন্তু রাশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নারীর আইনী অধিকারের ক্ষেত্রে অসাম্যের **সমস্ত চিহ্ন বিনা ব্যতিক্রমে** অবিলম্বেই বিলুপ্ত করেছে এবং আইনে তার পরিপূর্ণ সমাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

বলা হয়, সংস্কৃতির মান সবচেয়ে ভালো সূচিত হয় নারীর আইনী মর্যাদায়। এ উক্তির মধ্যে একটা গভীর সত্য আছে। এই দিক থেকে, সংস্কৃতির উচ্চতর মান কার্যকরী করতে পারে ও করেছে কেবল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সেইজন্য, প্রথম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের এবং সেই সঙ্গে ও সেই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের* প্রতিষ্ঠা (এবং সংহতি) অনিবার্যভাবেই মেহনতী নারী আন্দোলনে একটা নতুন, অতুলনীয় প্রবল প্রেরণা দান করছে।

পুঁজিবাদের আমলে যারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, পুরোপুরি বা অংশত নিপীড়িত হয়েছিল তাদের কথা যখন তুলি, তখন এই বলি যে একমাত্র সোভিয়েত ব্যবস্থাই গণতন্ত্র নিশ্চিত করে। শ্রমিক শ্রেণী ও গরিব কৃষকদের অবস্থায় তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নারীদের অবস্থা থেকে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থা হল **শ্রেণী লোপের জন্য,** সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার জন্য শেষ চূড়ান্ত সংগ্রাম। কেননা, গণতন্ত্র, এমন কি নিপীড়িত

---

* কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিণ্টার্ণ, তৃতীয় আন্তর্জাতিক) — প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সংগঠন, ১৯১৯ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এটি ছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্মিলন।

কমিণ্টার্ণের লক্ষ্য ছিল ব্যাপক মেহনতীজনকে কমিউনিজমের পক্ষে টানা, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের জন্য সংগ্রাম, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, মানুষে মানুষে শোষণের বিলোপ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত দেশের মেহনতীদের মধ্যে যে বন্ধন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কমিণ্টার্ণ তা পুনরুদ্ধার ও মজবুত করে; মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতবাদ তুলে ধরে এবং সুবিধাবাদীগণ কর্তৃক তার বিকৃতি প্রতিহত করে; দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একাধিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন ব্যাখ্যা করে; জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচারে অনেক কাজ করে কমিণ্টার্ণ এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে।

১৯৪৩ সালের মে মাসে কমিণ্টার্ণের কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এটিকে ভেঙে দেওয়া হয়, কারণ নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনার পুরনো সাংগঠনিক রূপ তদানীন্তন প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। — সম্পাঃ

নারীগণসহ পুঁজিবাদে যারা নিপীড়িত তাদের জন্য গণতন্ত্রও আমাদের কাছে পর্যাপ্ত নয়।

নারী-শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য শুধু নারীদের আনুষ্ঠানিক সমতা নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার জন্যও সংগ্রাম। প্রধান কর্তব্য হল মেয়েদের সামাজিক উৎপাদনশীল শ্রমে আকর্ষণ, 'গার্হস্থ্য বাঁদীগিরি' থেকে তাদের উদ্ধার, রান্নাঘর ও শিশুঘরের চিরন্তন ও আত্মবদ্ধ আবহাওয়ার কাছে বিদঘুটে ও হীন আত্মসমর্পণ থেকে মুক্তি।

এটা সুদীর্ঘ সংগ্রাম, যাতে যেমন সামাজিক টেকনিক, তেমনি প্রথার একটা আমূল পুনর্গঠন প্রয়োজন। কিন্তু এ সংগ্রাম শেষ হবে কমিউনিজমের পরিপূর্ণ বিজয়ে।

৪ঠা মার্চ, ১৯২০

'প্রাভদা', ৮ই মার্চ, ১৯২০ ৪০শ খণ্ড, পৃঃ ১৯২—১৯৩
(বিশেষ সংখ্যা)

গুবের্নিয়া নারী বিভাগের সারা রুশ সম্মেলনে অভিনন্দন বাণী

টেলিফোনগ্রাম

কমরেডগণ, আপনাদের কংগ্রেসে যাওয়া হল না বলে অতিশয় দুঃখিত। অনুরোধ রইল অংশগ্রহণকারিণী ও অংশগ্রহণকারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও সর্বোত্তম সাফল্য-কামনা জানাবেন।

পার্টি ও সোভিয়েত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বিপুল তাৎপর্য লাভ করছে ঠিক এই সময়, যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে এসেছে—আশা করি দীর্ঘকালের জন্যই—সর্বপ্রধান হয়ে। আর একাজে মেয়েদের নিতে হবে প্রধান ভূমিকা এবং অবশ্য সে ভূমিকা তারা নেবে।

জনকমিশার পরিষদের সভাপতি **ভ. উলিয়ানভ (লেনিন)**

৬ই ডিসেম্বর, ১৯২০

'প্রাভদা', ২৮৬ সংখ্যা
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২০

৪২শ খণ্ড, পৃঃ ৮৪

নারী-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবস

বলশেভিজম ও রুশ অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান ও মূল কথাটা হল রাজনীতির মধ্যে ঠিক তাদের আনয়ন যারা পুঁজিবাদে ছিল সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত। তাদের দলিত, প্রতারিত ও লুণ্ঠিত করে পুঁজিপতিরা, রাজতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক-বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র উভয় আমলেই। ভূমি ও কলকারখানার উপর ব্যক্তিমালিকানা যতদিন থাকছে ততদিন পুঁজিপতিগণ কর্তৃক জনগণের পরিশ্রমের এই পীড়ন, এই প্রতারণা, এই লুণ্ঠন অপরিহার্য।

বলশেভিজমের সারকথা, সোভিয়েত রাজের সারকথাটা হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার মিথ্যা ও ভন্ডামির মুখোস খুলে, ভূমি কলকারখানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে মেহনতী ও শোষিত জনগণের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংহতি। এরা নিজেরাই, এই জনগণই নিজের হাতে তুলে নিয়েছে রাজনীতি, অর্থাৎ নতুন সমাজ নির্মাণের কাজ। কাজটা কঠিন, জনগণ পুঁজিবাদের হাতে বিধ্বস্ত ও দলিত, কিন্তু মজুরি দাসত্ব থেকে, পুঁজিপতিদের দাসত্ব থেকে বহির্গমনের অন্য কোনো পথ নেই, থাকতেও পারে না।

আর মেয়েদের রাজনীতিতে না এনে জনগণকে রাজনীতিতে টেনে আনা সম্ভব নয়। কারণ মানবজাতির নারী-অর্ধাংশটা পুঁজিবাদের আমলে দুগুণ পীড়নে পীড়িত। নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীরা পুঁজির হাতে নিপীড়িত, তদুপরি, এমন কি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রগুলির সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেও তারা থেকে যায়, প্রথমত, পূর্ণাধিকারহীন হয়ে, কারণ আইন তাদের পুরুষের সঙ্গে সমতা দেয় না, দ্বিতীয়ত, এবং এইটে প্রধান কথা, সবচেয়ে তুচ্ছ, সবচেয়ে হীন, সবচেয়ে হাড় ভাঙা, সবচেয়ে বিমূঢ় করা রান্নাবান্নার কাজ এবং সাধারণভাবে একতরফা সাংসারিক ঘরকন্নায় পীড়িত হওয়ায় তারা থেকে যায় 'ঘরোয়া দাসত্বে', 'সাংসারিক বাঁদী' হয়ে।

বলশেভিক বিপ্লব, সোভিয়েত বিপ্লব, নারীদের পীড়ন ও অসাম্যের মূল এতটা গভীর করে ছেদন করছে যা বিশ্বের কোনো পার্টি ও কোনো বিপ্লব সাহস পায়নি। আমাদের এখানে, রাশিয়ায়, আইনে পুরুষের সঙ্গে নারীর অসাম্যের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বিবাহ ও পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের কদর্য, জঘন্য, ভণ্ড অসাম্য, সন্তান সম্পর্কিত অসাম্য সোভিয়েত রাজ পুরোপুরি নির্মূল করেছে।

এ হল কেবল নারী-মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু কোনো বুর্জোয়া, এমন কি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও এই প্রথম পদক্ষেপের সাহস করেনি। সাহস করেনি 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' ভয়ে।

দ্বিতীয় এবং প্রধান পদক্ষেপ হল জমি, কলকারখানা থেকে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ। এর এবং কেবল এরই মারফত উন্মুক্ত হচ্ছে সত্যকার ও পরিপূর্ণ নারী-মুক্তির সড়ক, ক্ষুদে, একতরফা ঘরকন্না থেকে বৃহৎ সমাজীকৃত অর্থনীতিতে উত্তরণের মাধ্যমে 'গার্হস্থ্য বাঁদীগিরি' থেকে তার মুক্তির সড়ক।

সে উত্তরণ কঠিন, কারণ প্রশ্নটা এখানে সবচেয়ে দৃঢ়মূল, অভ্যস্ত, অসাড় ও শিলীভূত 'ব্যবস্থাকে' ঢেলে সাজার প্রশ্ন (সত্যি বলতে 'ব্যবস্থা' নয়, বিশৃংখলা ও বর্বরতা)। কিন্তু সে উত্তরণ শুরু হয়েছে, কাজ এগিয়েছে, নতুন পথে পা দিয়েছি আমরা।

এবং বিশ্বের সকল দেশে নারী-শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক দিবসে নারী-শ্রমিকদের অসংখ্য সভায় ধ্বনিত হবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অভিনন্দন বাণী, যে রাশিয়া শুরু করেছে অশ্রুতপূর্ব দুরূহ ও গুরুভার, কিন্তু মহান, বিশ্বায়তনে মহান এক সত্যকার মুক্তি ব্রত। ধ্বনিত হবে এই সজীব আহ্বান—বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার ক্রোধাক্ত ও প্রায়শই পাশবিক চেহারায় মনোবল হারিয়ো না। বুর্জোয়া দেশ যতই 'মুক্ত' অথবা 'গণতান্ত্রিক' হয়, শ্রমিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে পুঁজিপতির দঙ্গলেরা ততই ক্রোধে ফোঁসে, পশুবৃত্তি গ্রহণ করে। যেমন উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু শ্রমিকেরা ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চূড়ান্তভাবেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে নিদ্রাতুর, তন্দ্রাতুর, জড়ভরত জনগণের এবং সেটা আমেরিকাতেও, ইউরোপেও, পশ্চাৎপদ এশিয়াতেও।

বিশ্বের সর্বপ্রান্তের তুষার ফেটেছে।

সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে জাতিসমূহের মুক্তি, পুঁজির জোয়াল থেকে

শ্রমিক ও শ্রমিক-রমণীদের মুক্তি অব্যাহত এগিয়ে চলেছে সামনে। এ কর্ম এগিয়ে নিয়ে চলেছে কোটি কোটি শ্রমিক ও শ্রমিক-রমণী, কৃষক ও কৃষাণী। তাই পুঁজির জোয়াল থেকে শ্রম-মুক্তির এই কর্মের জয় ঘটবে সারা বিশ্বে।

৪. ৩. ১৯২১

১৯২১ সালের ৮ই মার্চ
'প্রাভদার' ৫১ সংখ্যার ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত

৪২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮—৩৭০

প্রাচ্য জনগণের সোভিয়েত অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রগুলির নারী বিভাগসমূহের প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রতি নিবেদন*

জরুরী কাজের দরুন আপনাদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারলাম না বলে গভীর দুঃখিত। সম্মেলনের সাফল্য, বিশেষ করে প্রাচ্য মহিলাদের আসন্ন প্রথম নিখিল রুশ অ-পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতির সাফল্য কামনা করে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ কংগ্রেস যদি সঠিকভাবে প্রস্তুত ও পরিচালিত হয় তাহলে **প্রাচ্য নারী-চেতনার জাগরণ ও সাংগঠনিক ঐক্যসাধনে** তা নিঃসন্দেহে এক বিপুল ভূমিকা গ্রহণ করবে।

'প্রাভদা', ৭৭ সংখ্যা
১০ই এপ্রিল, ১৯২১

৪৩শ খণ্ড, পৃঃ ১৬২

---

* প্রাচ্য জনগণের সোভিয়েত অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রগুলির নারী বিভাগসমূহের প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন হয় মস্কোয় ১৯২১ সালের ৫—৭ই এপ্রিল। তুর্কিস্তান, আজারবাইজান, বাশকিরিয়া, ক্রিমিয়া, ককেশাস, তাতার প্রজাতন্ত্র, সাইবেরিয়া, এবং তুর্কী ও পার্বত্য অধিবাসীদের কয়েকটি গুবের্নিয়া থেকে উপস্থিত থাকে ৪৫ জন নারী-কমিউনিস্ট প্রতিনিধি।

সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য লেনিনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মেলন প্রতিনিধিরা একটি চিঠি পাঠায়। এখানে প্রকাশিত টেলিফোন বার্তাটিকে লেনিন পাঠান আমন্ত্রণের উত্তরে। — সম্পাঃ

অক্টোবর বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে
(প্রবন্ধ থেকে)

১৯১৭ সাল নাগাদ রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার প্রধান অভিব্যক্তি, জের, অবশেষ কী ছিল? রাজতন্ত্র, অধিকার-ভেদ, ভূম্যধিকার, ভূমি বন্দোবস্ত, নারীদের অবস্থা, ধর্ম, জাতিসত্তার পীড়ন। এই যে 'অজীয় আস্তাবলটাকে'* প্রসঙ্গত ১২৫, ২৫০ ও আরো বেশি বছর আগে (ইংলণ্ডে ১৬৪৯ সালে) **তাদের** বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের সময় সমস্ত অগ্রণী রাষ্ট্রই বহুলাংশে পূর্ণপরিষ্কৃত না ক'রেই রেখে দিয়েছিল, সেই অজীয় আস্তাবলের যে কোনো একটা জিনিস ধরুন, দেখবেন আমরা তা পুরো সাফ ক'রে ছেড়েছি। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) থেকে শুরু করে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া অবধি (৫ই জানুয়ারি, ১৯১৮) এই গোটা **দশেক সপ্তাহের** মধ্যেই এক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ও উদারনীতিকেরা (কাদেতরা) এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিরা) তাদের ক্ষমতার **আট মাসে** যা করেছিল তার হাজার গুণ বেশি।

এই কাপুরুষ, বাক্যবীর, আত্মপ্রেমী নার্সিসাস ও হ্যামলেট-বাবুরা তাদের পিচবোর্ডের তরোয়াল আস্ফালন করে — অথচ রাজতন্ত্রটাও বিলুপ্ত করে নি! রাজতান্ত্রিক সমস্ত জঞ্জালটা আমরা এমনভাবে ঝেঁটিয়ে সাফ করি

---

* অজীয় আস্তাবল — গ্রীক পুরাকথায় অজিয়াস রাজার প্রকাণ্ড আস্তাবল, বহুবছর তা অপরিষ্কৃত হয়ে পড়েছিল।

এ আস্তাবল সাফ করাটা হারকিউলিসের একটা মহাকীর্তি বলে ধরা হয়। রূপক অর্থে 'অজীয় আস্তাবল' কথাটায় চূড়ান্ত গোলমাল, বিশৃঙ্খলা ও আবর্জনার একটা অবস্থা বোঝানো হয়ে থাকে। — সম্পাঃ

যা কেউ করেনি, কখনো করেনি। অধিকার-ভেদ ব্যবস্থার যুগ যুগের ইমারতটার একটা পাথর, একটা ইঁটও আমরা বাকি রাখিনি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো সবচেয়ে অগ্রণী দেশেও আজ পর্যন্ত অধিকার-ভেদের চিহ্ন মোছেনি!)। অধিকার-ভেদের সবচেয়ে গভীর মূল অর্থাৎ ভূমিস্বত্বে সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার জের আমরা পুরোপুরি উৎপাটিত ক'রে দিয়েছি। মহান অক্টোবর বিপ্লবের ভূমি রূপান্তর থেকে 'শেষ পর্যন্ত' কী দাঁড়াবে তা নিয়ে 'তর্ক করা যেতে পারে' (সে তর্কে ব্যস্ত থাকার মতো লেখক, কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি বিদেশে যথেষ্টই আছে)। আপাতত এ তর্কে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে আমাদের নেই, কেননা এ তর্কের এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত তর্করাশির সমাধান আমরা করছি সংগ্রাম চালিয়ে। কিন্তু এই বাস্তব তথ্যের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না যে, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা আট মাস ধ'রে 'আপোস করেছে' জমিদারদের সঙ্গে, ভূমিদাসপ্রথার ঐতিহ্য রক্ষকদের সঙ্গে, আর আমরা কয়েক সপ্তাহেই এই সমস্ত জমিদার ও তাদের সবকিছু ঐতিহ্যকে রুশ মাটি থেকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে দূর করেছি।

ধর্ম অথবা নারীদের অধিকারহীনতা, অথবা অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির পীড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতরেরা আট মাস ধ'রে এই নিয়ে বুলি ঝেড়েছে; বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী দেশের **কোনো একটিতেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক** ধারায় **এই সমস্ত** সমস্যার **পুরোপুরি** সমাধান হয়নি। আমাদের দেশে তার পুরো সমাধান হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের আইনবিধিতে। ধর্মের সঙ্গে আমরা সত্যিকারের লড়াই চালিয়েছি ও চালাচ্ছি। **সমস্ত** অ-রুশ জাতিসত্তাকে আমরা দিয়েছি **তাদের নিজস্ব** প্রজাতন্ত্র অথবা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। নারীদের অধিকারহীনতা বা পূর্ণাধিকারহীনতার মতো নীচতা, জঘন্যতা ও পাষণ্ডতা আমাদের রাশিয়ায় নেই, নেই এই ভূমিদাসপ্রথা ও মধ্যযুগীয়তার বিরক্তিকর জের, যা বিনা ব্যতিক্রমে গোলকের সমস্ত দেশেই অর্থগৃধ্নু বুর্জোয়া আর নির্বোধ ভীতিগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়ারা নতুন ক'রে তোলে।

এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু। দেড় শ' ও আড়াই শ' বছর আগে এই বিপ্লবের (একই সাধারণ টাইপের প্রতিটি জাতীয় প্রকারভেদ ধরলে, এই সব বিপ্লবের) অগ্রণী নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, নারীদের অসাম্য থেকে, কোনো একটি ধর্মের (অথবা 'ধর্মের **আইডিয়া**',

...

সাধারণভাবে 'ধর্মভাব') রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য থেকে, জাতিসত্তাগুলির অসাম্য থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পূরণ করেননি। পূরণ করতে পারেননি, কেননা বাধা ঘটায় — — — 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি 'শ্রদ্ধা'। এই তিনগুণো অভিশপ্ত মধ্যযুগীয়তার প্রতি এবং এই 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি এই অভিশপ্ত 'শ্রদ্ধাটা' আমাদের প্রলেতারীয় বিপ্লবে ছিল না।

'প্রাভদা', ২৩৪ সংখ্যা
১৮ই অক্টোবর, ১৯২১

৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৫—১৪৭

সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে

(প্রবন্ধ থেকে)

উপসংহারে একটি দৃষ্টান্ত দেব যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলেও অন্তত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার প্রতি 'মার্কসবাদের পতাকা তলে'* পত্রিকাটিও মনোযোগ দিতে চায়।

তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান কী ভাবে আসলে কদর্য ও জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির বাহক হয়, এটি তারই একটি নিদর্শন।

কিছুদিন আগে 'রুশীয় টেকনিকাল সমিতির' একাদশ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'ইকনমিস্ট'** পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি (১৯২২) আমায় পাঠানো হয়। এ পত্রিকা আমায় পাঠায় যে তরুণ কমিউনিস্ট (পত্রিকার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবার সময় তার ছিল না বলেই মনে হয়), সে অসতর্কে পত্রিকাটির প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। আসলে এ পত্রিকা হল, কতটা সচেতনভাবে জানি না, আধুনিক ভূমিদাস-মালিকদের মুখপত্র, তবে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকতা, গণতান্ত্রিকতা ইত্যাদির আবরণে আড়াল নেওয়া।

এ পত্রিকায় 'যুদ্ধের প্রভাব প্রসঙ্গে' জনৈক শ্রী প. আ. সরোকিনের বিস্তৃত এক তথাকথিত 'সমাজতাত্ত্বিক' গবেষণা স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতী প্রবন্ধটি লেখকের এবং তাঁর অসংখ্য বৈদেশিক গুরু ও সহকর্মীদের 'সমাজতাত্ত্বিক' রচনা থেকে পণ্ডিতী উদ্ধৃতিতে কণ্টকিত। কী রকম তার পাণ্ডিত্য দেখুন:

---

* 'পদ জ্নামেনেম মার্কসিজমা' ('মার্কসবাদের পতাকা তলে') — ১৯২২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের জুন পর্যন্ত মস্কো থেকে প্রকাশিত একটি দার্শনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাসিক পত্রিকা। — সম্পাঃ

** 'ইকনমিস্ট' — ১৯২১—১৯২২ সালে রুশীয় টেকনিকাল সমিতির শিল্প-অর্থনীতি বিভাগ থেকে পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। — সম্পাঃ

৮৩ পৃষ্ঠায় পড়ি:

'পেত্রগ্রাদে বর্তমানে ১০,০০০ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ৯২·২টি ক্ষেত্রে— সংখ্যাটা অকল্পনীয়, তদুপরি ১০০টি বিবাহভঙ্গের মধ্যে ৫১·১টি বিবাহ স্থায়ী হয় এক বছরেরও কম, ১১% এক মাসের কম, ২২% দু মাসের কম, ৪১% ৩—৬ মাসের কম, এবং কেবল ২৬%—৬ মাসের বেশি। এই সব সংখ্যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আধুনিক আইনী বিবাহ হল কেবল একটা ঠাট, যাতে আসলে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আড়াল পাচ্ছে এবং 'ফল' পিয়াসীদের 'আইনসঙ্গতভাবে' ক্ষুধাতৃপ্তির সুযোগ মিলছে।' ('ইকনমিস্ট', ১ম সংখ্যা, ৮৩ পৃঃ)।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই ভদ্রলোক এবং যে রুশীয় টেকনিকাল সমিতি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তাতে এই ধরনের আলোচনা ছাপান তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রপন্থী বলে মনে করেন এবং খুবই অপমানিত বোধ করবেন যদি তাঁরা আসলে যা সেই নামে ডাকা যায়: অর্থাৎ ভূমিদাস-মালিক, প্রতিক্রিয়াশীল, 'যাজকতন্ত্রের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত অনুচর'।

বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ-বহির্ভূত সন্তান এবং সেই সঙ্গে এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে বুর্জোয়া দেশের আইনবিধির সঙ্গে সামান্য মাত্র পরিচয় থাকলে এ সম্পর্কে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তিই দেখবেন যে, আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র এমন কি সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও এই ব্যাপারে মেয়েদের প্রতি এবং বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের প্রতি আচরণে ঠিক ভূমিদাস-মালিক রূপেই নিজেকে জাহির করে।

তাতে অবশ্যই গণতন্ত্র এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক গণতন্ত্র লঙ্ঘনের চিৎকার চালাতে মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি, নৈরাজ্যবাদীদের একাংশের এবং পশ্চিমের অনুরূপ সব পার্টির পক্ষে কোনো অসুবিধা হয় না। অথচ আসলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানদের অবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলশেভিক বিপ্লবই হল একমাত্র সুসঙ্গতরূপে-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। আর এ প্রশ্ন যে-কোনো দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। বলশেভিক বিপ্লবের আগে বিপুল সংখ্যক বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটলেও ও নিজেদের তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব নামে অভিহিত করলেও কেবল বলশেভিক বিপ্লবই প্রথম উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমনি শাসক ও সম্পত্তিধারী শ্রেণীদের চলতি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১০,০০০ বিবাহের মধ্যে ৯২টি বিবাহবিচ্ছেদ যদি শ্রী সরোকিনের কাছে

অকল্পনীয় লাগে, তাহলে এই অনুমানই করতে হয় যে, হয় লেখকের বসবাস ও শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে জীবন থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন এক মঠে যার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করাই কঠিন, নতুবা লেখক প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়ার স্বার্থে সত্য বিকৃত করছেন। বুর্জোয়া দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এতটুকু পরিচয় যার আছে, এমন সমস্ত লোকই জানে যে সেখানে সত্যকার বিবাহবিচ্ছেদের (গির্জা ও আইন দ্বারা অবশ্যই অনুমোদিত নয়) সত্যকার সংখ্যা সর্বত্রই অতুলনীয় রকমের বেশি। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে রাশিয়ার পার্থক্য কেবল এইখানে যে, সে আইন ভণ্ডামিকে এবং নারী ও তার সন্তানদের অধিকারহীন অবস্থাকে পূতঃপবিত্র করে তোলে না, বরং খোলাখুলি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নামে সর্বপ্রকার ভণ্ডামি ও সর্বপ্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এই ধরনের আধুনিক 'সুশিক্ষিত' ভূমিদাস-মালিকদের বিরুদ্ধেও লড়াই চালাতে হবে মার্কসবাদী পত্রিকাকে। নিশ্চয় এদের বৃহৎ একটা অংশ এমন কি আমাদেরই রাষ্ট্রের টাকা পায় ও তরুণদের জ্ঞানদানের রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে বহাল আছে, যদিও সে কাজে তাদের যোগ্যতা নাবালক-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে খাঁটি এক লম্পটের যোগ্যতার চেয়ে বেশি নয়।

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা জয় করতে পেরেছে, কিন্তু তা ব্যবহার করতে এখনো শেখেনি, নইলে সে এই ধরনের অধ্যাপক ও বিদ্বৎসমাজের সভ্যদের অনেক আগেই সৌজন্য সহকারে পাঠিয়ে দিত বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' দেশে। এই ধরনের ভূমিদাস-মালিকদের আসল জায়গা সেখানেই।

ইচ্ছে থাকলেই শেখা যায়।

১২.৩.১৯২২

'মার্কসবাদের পতাকা তলে', ৩ সংখ্যা
মার্চ, ১৯২২

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ৩১—৩২

মস্কো ও মস্কো গুবের্নিয়ার নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীদের অ-পার্টি সম্মেলনের নিকট*

প্রিয় কমরেডগণ, শুভ কামনা ও অভিনন্দনের জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকতে পারব না বলে অতিশয় দুঃখিত। বিপ্লবের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই এবং কংগ্রেসের সর্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের **লেনিন**

৬. ১১. ১৯২২

'রাবোচায়া মোস্ক্‌ভা', ২২৭ সংখ্যা
৯ই নভেম্বর, ১৯২২

৪৫শ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯

---

* মস্কো ও মস্কো গুবের্নিয়ার নারী-শ্রমিক ও কৃষাণীদের অ-পার্টি সম্মেলন হয় ১৯২২ সালের ৬ই নভেম্বর। দুই হাজারেরও বেশি নারী-প্রতিনিধি আসে। সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য লেনিনকে আমন্ত্রণ করতে গেলে নারী-প্রতিনিধিদের হাতে লেনিনের এই অভিনন্দন বাণীটি দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

পরিশিষ্ট

ক্লারা সেৎকিন

আমার স্মৃতিতে লেনিন

নোট-বই থেকে

মেয়েদের সমস্যা নিয়ে কমরেড লেনিন আমার সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছিলেন। নারী আন্দোলনের উপর স্পষ্টতই তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন, কারণ তাঁর মতে সমস্ত জনগণের আন্দোলনের এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে কয়েকটি নির্দিষ্ট অবস্থায় এটি তার চূড়ান্ত অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। বলাই বাহুল্য যে লেনিনের মতে মেয়েদের পূর্ণ সামাজিক সমাধিকার হল কমিউনিস্টের কাছে মূলগত, একান্তই তর্কাতীত একটা ব্যাপার।

ক্রেমলিনে লেনিনের বিরাট কাজের ঘরে ১৯২০'র শরতে এ বিষয়ে আমাদের প্রথম দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাঁর অধ্যয়ন ও কাজের সাক্ষ্যস্বরূপ বই এবং কাগজে ভরা ডেস্কের সামনে লেনিন বসেছিলেন, কিন্তু 'প্রতিভাবানের বিশৃঙ্খলা' ছাড়াই।

আমাকে অভিবাদন করার পর তিনি আলোচনা শুরু করলেন, 'প্রাঞ্জল এবং নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন সৃষ্টি করাই অবশ্য আমাদের কর্তব্য। মার্কসীয় তত্ত্ব ছাড়া কোনো ভালো ব্যবহারিক কর্ম হতেই পারে না; এ কথাটা পরিষ্কার। এই প্রশ্নের বেলাতেও আমাদের, কমিউনিস্টদের প্রয়োজন উচ্চতম নীতিগত বিশুদ্ধতা। আমাদের এবং অন্যান্য পার্টির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমা রেখা আমাদের টানতেই হবে। এ-কথাটা সত্যি যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস* নারী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেনি। এই প্রশ্নটির উত্থাপন করা সেখানে হয়েছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মতগ্রহণ হয়ে ওঠেনি। কমিশনের মধ্যেই ব্যাপারটা আটকে যায়। উক্ত কমিশনের উচিত

* কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের কথা বলা হচ্ছে, এটি বসে ১৯২০ সালের ১৯শে জুলাই — ৭ই আগস্ট। — সম্পাঃ

প্রস্তাব, থিসিস, সঠিক এক কার্য পদ্ধতি রচনা করা। কিন্তু 'এ পর্যন্ত খুব কমই সে কাজ এগিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার সাহায্য করা দরকার।'

লেনিন এখন আমাকে যা বললেন সে কথা ইতিমধ্যেই অন্যদের কাছ থেকে শুনেছিলাম। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম। বিপ্লবের সময় রুশ মেয়েরা যে কাজ করেছিলেন এবং বর্তমানে তার রক্ষা ও পরবর্তী বিকাশের জন্য যা করছেন সে সম্পর্কে আমার দারুণ উৎসাহ ছিল। আমার ধারণা ছিল যে বলশেভিক পার্টির মধ্যে নারী-কমরেডদের স্থান ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এই পার্টি একেবারে আদর্শস্থানীয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনে শুধু এই পার্টিই মূল্যবান শিক্ষিত ও পরীক্ষিত কর্মীর জোগান দেয় এবং সেই সঙ্গে তা মহৎ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তস্থল।

লঘু হেসে লেনিন মন্তব্য করলেন, 'সে কথা সত্যি, খুব সত্যি। পেত্রগ্রাদ, এখানে মস্কোতে এবং তাদের বহুদূরে অবস্থিত শহর ও শ্রমশিল্প কেন্দ্রে বিপ্লবের সময় প্রলেতারীয়-নারীরা বিরাট কাজ করেছিলেন। তাঁরা না থাকলে আমরা জিততে পারতাম না। অথবা বহু কষ্টে জিততাম। এই আমার ধারণা। কী সাহসই না তাঁরা দেখিয়েছিলেন এবং আজকের দিনেও তাঁরা কী সাহসী! তাঁরা যে দুঃখকষ্ট সহ্য করছেন, তার কথাটা কল্পনা করুন। কিন্তু তাঁরা লেগে আছেন, লেগে আছেন, কারণ তাঁরা সোভিয়েতগুলিকে রক্ষা করতে চান, কারণ তাঁরা চান স্বাধীনতা ও কমিউনিজম। সত্যিই আমাদের নারী-শ্রমিকরা আশ্চর্য, তাঁরা হলেন শ্রেণী যোদ্ধা। প্রশংসা ও ভালোবাসা তাঁদের প্রাপ্য। মোটামুটি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এমন কি পেত্রগ্রাদের "কাদেত" মহিলারাও আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় য়ুংকারদের* চেয়েও বেশী সাহস দেখিয়েছিলেন।

'এ কথা সত্যি যে, আমাদের পার্টিতে বিশ্বাসী, বুদ্ধিমতী ও অক্লান্তকর্মী মেয়েরা আছেন। নানা সোভিয়েতে, কার্যকরী কমিটিতে, জনকমিশারিয়েতে, প্রতিষ্ঠানাদিতে তাঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা হতে পারেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয় পার্টিতে, কিংবা শ্রমিক ও কৃষকের জনগণ অথবা লাল ফৌজের

---

* য়ুঙ্কার — জার রাশিয়ার সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার অব্যবহিত পরে এরা পেত্রগ্রাদ, মস্কো ও অন্য কতকগুলি শহরে অভ্যুত্থানী জনগণ ও সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করে, কিন্তু সর্বত্র পরাজিত হয়। — সম্পাঃ

মধ্যে দিবারাত্র কাজ করে চলেছেন। আমাদের কাছে তার অনেক দাম। পৃথিবীর সব জায়গার মেয়েদের পক্ষেও তা গুরুত্বপূর্ণ, মেয়েদের নৈপুণ্য, সমাজের জন্য তাঁরা যে মূল্যবান কাজ করছেন তার বহু সাক্ষ্য মিলছে এতে। প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বাস্তবিকই মেয়েদের সম্পূর্ণ সামাজিক সাম্যের পথ পাকা করে তুলছে। সেটি নারীদের সমাধিকার বিষয়ক রচনারাশির চেয়ে অনেক বেশি কুসংস্কার নির্মূল করছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এ পর্যন্ত আমাদের কোনো কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন নেই। যেমন করেই হোক সে আন্দোলন আমাদের চাই। এ আন্দোলন সৃষ্টির কাজে আমাদের এখনই অগ্রসর হতে হবে। ও ধরনের আন্দোলন না থাকলে আমাদের আন্তর্জাতিক ও তার পার্টিগুলির কাজ অসম্পূর্ণ থাকে, কখনই সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আমাদের বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন করতে হবে সমগ্রভাবে। বলুন, তো শুনি, বিদেশে কমিউনিস্ট কাজ কেমন চলছে?'

কমিণ্টার্ণের অন্তর্গত সমস্ত পার্টির তদানীন্তন দুর্বল ও অনিয়মিত যোগাযোগ অবস্থার মধ্যে যে সব খবর জোগাড় করতে পেরেছিলাম সেগুলি তাঁকে বললাম। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, বিরক্তি, অসহিষ্ণুতা অথবা ক্লান্তির কোনো রকম লক্ষণ প্রকাশ না করে লেনিন খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলেন, এমন কি গৌণ খুঁটিনাটি ব্যাপারও গভীর আগ্রহে অনুধাবন করতে লাগলেন। এমন কাউকে আমি জানি না যিনি তাঁর চেয়ে ভালো শ্রোতা, যিনি সবকিছু সুবিন্যস্ত করে তাঁর চেয়ে দ্রুত সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। আমি তাঁকে যা বলছি সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তিনি ছোটো ছোটো এবং সর্বদাই যথাযথ যে সব প্রশ্ন করছিলেন এবং আমার বক্তব্যের বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটি অংশে পরে যে ভাবে ফিরে আসছিলেন, তা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছিল। লেনিন সংক্ষিপ্ত কয়েকটি নোট নিলেন।

স্বভাবতই জার্মানির অবস্থার কথাই তাঁকে সবিস্তারে বলেছিলাম। তাঁকে বললাম যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপক সংখ্যক মেয়েদের আকর্ষণ করার উপর রোজা দারুণ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হবার পর রোজা নারী আন্দোলন বিষয়ক এক সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য জিদ করেছিলেন। নিহত হবার দেড় দিন আগে লিও ইওগিহেস পার্টির কার্য-পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেই আমাদের শেষ দেখা। তিনি আমাকে নানা কাজের ভার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি পরিকল্পনা ছিল নারী-শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের

পরিকল্পনা। প্রথম গুপ্ত সম্মেলনেই পার্টি এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিল। যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নারী-আন্দোলনকারী এবং নেত্রীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে সবাই দুই জাতের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেই থেকে যান এবং নারী-শ্রমিকদের বিক্ষুব্ধ জনতার উপর নিজেদের প্রভাব রেখেছিলেন। কিন্তু তাহলেও ইতিমধ্যেই মেয়েদের মধ্যেও উদ্যোগী, আত্মত্যাগী একটি ক্ষুদ্র কোষকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা আমাদের পার্টির সব কাজ ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন। পার্টি নিজেও আবার ইতিমধ্যে নারী-শ্রমিকদের মধ্যে পরিকল্পিত কার্যকলাপ সংগঠন করেছে। অবশ্যই এ সমস্ত হল কেবলমাত্র সূচনা, কিন্তু শুভ সূচনা।

লেনিন বললেন, 'খারাপ নয়, মোটেই খারাপ নয়। কমিউনিস্ট-মেয়েদের উদ্যোগ, আত্মত্যাগ ও অনুপ্রেরণা এবং বে-আইনি ও আধা বে-আইনি সময়ে তাঁদের সাহস ও বুদ্ধি থেকে আমাদের কাজের বিকাশের ভালো পরিপ্রেক্ষিত প্রকাশ পাচ্ছে। জনগণকে আন্দোলনে টেনে আনা এবং শোভাযাত্রা সংগঠন করা পার্টি এবং তার শক্তিকে বাড়াবার মূল্যবান উপকরণ। কিন্তু এই প্রশ্নের মূল তত্ত্বগুলিকে পরিষ্কার করে বুঝে কমরেডদের সেগুলি শেখাবার দিক দিয়ে অবস্থাটা কী রকম? জনগণের মধ্যে কাজের ব্যাপারে এটার তাৎপর্যই তো চূড়ান্ত। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কে বলেছিলেন: "মহৎ কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণার প্রয়োজন।" আমাদের এবং সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী জনগণকে সত্যিকারের মহৎ কাজ করতে হবে। তাই, আপনাদের কমরেডদের, জার্মানির প্রলেতারীয় মেয়েদের কী জিনিস অনুপ্রাণিত করে? তাঁদের প্রলেতারীয় শ্রেণী-সচেতনতার দিক দিয়ে অবস্থাটা কেমন? তাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের সক্রিয়তা কি বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক দাবির উপর ঘনীভূত হয়েছে? কীসের উপর তাঁদের চিন্তাধারা নিবদ্ধ?

'এ বিষয়ে রুশ ও জার্মান কমরেডদের কাছ থেকে আমি নানা অদ্ভুত কথা শুনেছি। সেটা আপনাকে জানানো উচিত। আমি শুনেছি হামবুর্গের এক গুণী কমিউনিস্ট-নারী বারবনিতাদের জন্য এক সংবাদপত্র প্রকাশ করছেন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য তাদের সংগঠন করতে চেষ্টা করছেন। এক বারবনিতা তার শোচনীয় পেশা সংক্রান্ত পুলিশী নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য জেলে যাওয়ায় তার স্বপক্ষে এক প্রবন্ধ লিখে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হিসাবে রোজা মানবোচিত কর্ম ও অনুভূতির পরিচয় দেন। এরা করুণার যোগ্য,

বুর্জোয়া সমাজের এই দ্বিবিধ বলি যারা। প্রথমত উক্ত সমাজের অভিশপ্ত সম্পত্তি-পদ্ধতির বলি এবং দ্বিতীয়ত সেই সমাজের অভিশপ্ত নৈতিক ভন্ডামির বলি। এ কথাটা পরিষ্কার। শুধু স্থূল, ক্ষীণদৃষ্টি লোকেই এ কথাটা ভুলতে পারে। যাই হোক, এ কথাটা বোঝা এক, কিন্তু — কী ভাবে বলি? — বারবনিতাদের এক বিশেষ বৈপ্লবিক বাহিনী হিসাবে সংগঠন এবং তাদের জন্য এক বৃত্তিগত সংবাদপত্র প্রকাশ করা একেবারেই অন্য ব্যাপার। জার্মানিতে কি আর নারী-শিল্পশ্রমিক বাকি নেই যাদের সংগঠন করা দরকার, যাদের সংবাদপত্র থাকা দরকার, আপনাদের লড়াইয়ের মধ্যে যাদের আকর্ষণ করা আবশ্যক? এটা হল ব্যাধিগ্রস্ত বিচ্যুতির উদাহরণ। এই ব্যাপারে আমার খুব মনে পড়ছে এক সাহিত্যিক রেওয়াজের কথা, যাতে প্রত্যেক বারবনিতাকেই দেখানো হত লক্ষ্মীমণি ম্যাডোনা হিসেবে। এ কথা সত্যি, সেখানেও বিষয়টার শেকড় ছিল সুস্থ: সামাজিক সমবেদনা, গণ্যমান্য বুর্জোয়াদের নৈতিক ভন্ডামির বিরুদ্ধে সক্রোধ বিক্ষোভ। কিন্তু সুস্থ প্রেরণাটি বুর্জোয়াদের দ্বারা ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে অধঃপতিত হয়েছে। সাধারণত এমন কি আমাদের দেশেও বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে এখনো অনেক দুরূহ কর্তব্য রয়েছে। উৎপাদনের কাজে বারবনিতাদের ফিরিয়ে আনা, সামাজিক অর্থনীতিতে তাদের স্থান খুঁজে দেওয়া — আসল কথা হল এই। কিন্তু আমাদের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থায় এবং অন্যান্য শর্তের সামগ্রিকতায় এটা করা কঠিন আর জটিল। এই হল আপনার এক টুকরো নারী সমস্যা, প্রলেতারিয়েতদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা বিজয়ের পর যা তার সমস্ত ব্যাপকতায় আমাদের সম্মুখীন হয়ে সমাধান দাবি করছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমাদের কাছে এই সমস্যা এখনও বহু ঝামেলা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আপনার জার্মানির বিশেষ ক্ষেত্রে ফেরা যাক। কোনো অবস্থাতেই পার্টি তার সদস্যদের এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়, শক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর আপনিই বা এটাকে থামাবার জন্য কী করছিলেন?'

কিন্তু আমি উত্তর দিতে যাবার আগেই লেনিন আবার বলে চললেন:

'আপনাদের পাপের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ক্লারা। আমি শুনেছি যে নারী-শ্রমিকদের পাঠ ও আলোচনা বাসরে যৌন আর বিবাহ সমস্যার কথাই প্রধানত আলোচিত হয়। রাজনৈতিক অধ্যাপনা ও জ্ঞানপ্রচার কাজের মধ্যে এই বিষয়টাই যেন সবচেয়ে বেশি মনোযোগের ব্যাপার। এ কথা যখন

শুনলাম তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রথম রাষ্ট্র সমস্ত পৃথিবীর প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে লড়াই করছে। জার্মানির নিজেরও যা অবস্থা তাতে সমস্ত প্রলেতারীয় বিপ্লবী শক্তির বিপুল সংহতি দরকার, যাতে প্রতিবিপ্লবের ক্রমবর্ধমান চাপের জবাব দেওয়া যায়। আর সেই সময়ে কিনা সক্রিয় কমিউনিস্ট-নারী যৌন সমস্যা আর বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিবাহ-পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! তাঁরা মনে করছেন এ ক্ষেত্রে নারী-শ্রমিকদের আলোকদান করাই তাদের প্রধান কর্তব্য। শোনা যায় যৌন প্রশ্ন নিয়ে ভিয়েনার এক কমিউনিস্ট-লেখিকার পুস্তিকাটিই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত। পুস্তিকাটা একদম বাজে! তার ভেতর যা কিছু সঠিক কথা আছে শ্রমিকরা বহুকাল আগেই সে কথা বেবেলে পড়েছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তিকায় সে কথাগুলো যে-রকম ক্লান্তিকর আর নীরস ছকে বর্ণিত হয়েছে সে ভাবে নয়, চিত্তাকর্ষক আন্দোলনের আকারে, বুর্জোয়া সমাজের উপর আক্রমণে ভরা। ফ্রয়েডের প্রকল্প উল্লেখ করে পুস্তিকাটায় যেন বা একটা "বৈজ্ঞানিক" চেহারা দেবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও এটা এক বিশ্রী জোড়াতালি ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে ফ্রয়েডের মতবাদ এক ধরনের হুজুগে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা প্রবন্ধ, রিপোর্ট, পুস্তিকা ইত্যাদিতে — সংক্ষেপে বলতে গেলে, যা অতি প্রচুর পরিমাণে গজিয়ে উঠেছে বুর্জোয়া সমাজের বিষ্ঠা স্তূপের ওপর সেই বিশেষ ধরনের সাহিত্যে — যে-সব যৌন মতবাদের কথা থাকে তার ওপর আমার আস্থা নেই। তাদের আমি বিশ্বাস করি না, যারা নাভিবিন্দুর ধ্যানে মগ্ন ভারতীয় সাধুর মতো ক্রমাগত কেবল যৌন সমস্যায় ডুবে থাকে। আমার নিজের মনে হয় যে যৌন মতবাদের এই প্রাচুর্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলি প্রকল্প, তদুপরি খেয়ালখুশি অনুসারে বানানো, এগুলি ব্যক্তিগত চাহিদার ফল। নিজের অস্বাভাবিক অথবা অত্যধিক যৌন জীবনকে বুর্জোয়া নীতির কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ এবং নিজের জন্য প্রশ্রয় ভিক্ষার ইচ্ছে থেকেই তাদের জন্ম। বুর্জোয়া নীতির প্রতি এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা আমার কাছে যৌন প্রশ্ন নিয়ে তন্ময়তার মতোই সমান ন্যক্কারজনক। এই কাজকে যতই বিদ্রোহী ও বিপ্লবী বলে দেখাবার চেষ্টা করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এটা পুরোপুরি বুর্জোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা বুদ্ধিজীবী ও তাদের নিকটতম সামাজিক স্তরের জীবরা বিশেষ করে পছন্দ করে। পার্টির মধ্যে, শ্রেণী-সচেতন যুদ্ধরত প্রলেতারিয়েত জনগণের মধ্যে এর স্থান নেই।'

এইখানটায় আমি মন্তব্য করলাম, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে সেখানে যৌন এবং বিবাহ সমস্যা সমাজের সব শ্রেণী ও স্তরের মেয়েদের পক্ষেই বহুবিধ কর্তব্য, সংঘাত ও ক্লেশ পাকিয়ে তোলে। ঠিক যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেই আগেই যে সংঘাত ও ক্লেশ ছিল তা মেয়েদের পক্ষে তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে যুদ্ধ ও তার পরিণামের ফলে। যে-সমস্ত সমস্যা আগে মেয়েদের কাছে লুকনো ছিল, এখন সেগুলি হয়েছে অনাবৃত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধূমায়মান বিপ্লবের আবহাওয়া। প্রাচীন অনুভূতি ও চিন্তাধারার পৃথিবী ভেঙে যাচ্ছে। আগেকার সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নতুন, এখনো অসম্পূর্ণ মতাদর্শগত পূর্বশর্ত ভ্রূণের আকারে গড়ে উঠছে। এই অবস্থাকে সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার প্রয়োজন দিয়েই এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আগ্রহের ব্যাখ্যা মেলে। বুর্জোয়া সমাজের বিকৃতি ও ছলনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কথাটাও এইখানে আসে। ঐতিহাসিক ধারার মধ্যে অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বিবাহ-পদ্ধতি ও পরিবারের রূপে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা নারী-শ্রমিকের মন থেকে বুর্জোয়া সমাজের নিত্যতা সম্পর্কে তাদের সংস্কার উচ্ছেদ করার উত্তম উপায়। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচার থেকে এগিয়ে যাওয়া দরকার বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে নির্মমভাবে চূর্ণ করার দিকে, তার সারমর্ম ও পরিণাম ফাঁস করার দিকে, তার মিথ্যা যৌন নীতির তীব্র নিন্দাও তার অন্তর্ভুক্ত। সব পথই গেছে রোমের দিকে। সমাজের মতাদর্শগত উপসৌধের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশের, কোনো অতি প্রকট সামাজিক ঘটনার প্রত্যেকটি মার্কসবাদী বিশ্লেষণেরই পৌঁছনো উচিত সমগ্রভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এবং তার ভিত্তির, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার বিশ্লেষণে। এবং এরূপ প্রতিটি বিশ্লেষণেরই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে 'কার্থেজকে ধ্বংস করতেই হবে'।

লেনিন হেসে মাথা হেলালেন।

'বটে, বটে! ঠিক উকিলের মতোই দেখছি আপনি আপনার পার্টি আর কমরেডদের পক্ষসমর্থন করেছেন। আপনি যা বলছেন নিঃসন্দেহে সেটায় খানিকটা সত্যি আছে। কিন্তু জার্মানিতে যে ভুল করা হয়েছে এটা খুব বেশি হলে তার কৈফিয়ৎ মাত্র, যৌক্তিকতা নয়। ভুল হল চিরকালই ভুল। যথার্থভাবে আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যে পাঠ এবং আলোচনার সময় যৌন ও বিবাহের প্রশ্নগুলি আলোচিত হত অবিচলিত, জীবন্ত

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে? এর জন্য যে দরকার গভীর বহুমুখী জ্ঞান, বিশাল মালমশলার ওপর নিখুঁত মার্কসবাদী দক্ষতা। এই কাজের জন্য আজকের দিনে আপনাদের শক্তি কোথায়? যদি তা থাকত তাহলে যে-পুস্তিকার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সে-ধরনের পুস্তিকা সান্ধ্যপাঠ ও আলোচনা চক্রে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হত না। সমালোচনা না করে এই পুস্তিকাটিকে সুপারিশ করা হচ্ছে এবং প্রচার করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উক্ত সমস্যার এই অসন্তোষজনক, অ-মার্কসবাদী আলোচনাটা কোথায় দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে প্রধান সামাজিক সমস্যার অংশ হিসেবে যৌন এবং বিবাহ সমস্যাকে দেখা হচ্ছে না। বরঞ্চ উল্টো, বৃহৎ সামাজিক সমস্যাকেই মনে হবে যৌন সমস্যার এক অংশ, এক উপাঙ্গ বলে। মুখ্য কথাটাই পিছিয়ে পড়ে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে। এতে শুধুই প্রশ্নটির প্রাঞ্জলতা ব্যাহত হবে না, সমস্ত চিন্তাপ্রণালীকেই সে-ঘটনা কুয়াশাচ্ছন্ন করবে, নারী-শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতাকেই অন্ধকার করবে।

'তাছাড়া আরো একটা কথা অবান্তর হবে না। জ্ঞানী সলমন বলেছিলেন সব জিনিসেরই উপযুক্ত সময় আছে। বলুন তো এটা কি মাসের পর মাস নারী-শ্রমিকদের এই প্রশ্নের মধ্যে আবদ্ধ রাখার সময় — কী করে লোকে ভালোবাসে ও ভালোবাসা পায়, কী করে আদর করে ও আদর নেয়? এবং অবশ্যই সেটা অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে, এবং বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে। আর এ ব্যাপারটাকেই সগর্বে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে। বর্তমান দিনে নারী-শ্রমিকদের সমস্ত চিন্তা প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। এই বিপ্লবই অন্যান্য নানা বিষয়ের মতো বিবাহ এবং যৌন সম্পর্কের মধ্যেও আসল নতুনত্বের ভিত্তি স্থাপন করবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রোদের মধ্যেকার বিবাহ-পদ্ধতি এবং আদিম যুগের অন্তঃপারিবারিক বিবাহরীতির কথা আলোচনা করার চেয়ে অন্যান্য সমস্যাই সামনে আসছে বৈকি। জার্মান প্রলেতারিয়েতদের সামনে ইতিহাস উত্থাপিত করেছে সোভিয়েতের, ভার্সাই সন্ধির* এবং নারী সমাজের জীবনের ওপর তার প্রভাবের সমস্যা; বেকার অবস্থা, বেতন হ্রাস, কর এবং আরো নানা

---

* ভার্সাই সন্ধি — ১৯১৪—১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির সাম্রাজ্যবাদী শান্তি চুক্তি। ভার্সাই-য়ে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন, এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ধি অনুমোদন না করে প্রায় ভার্সাই সন্ধির মতোই একটি পৃথক

ব্যাপারের সমস্যা। সংক্ষেপে আমার এই মতেই আমি থাকছি যে নারী-শ্রমিকদের এ ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক শিক্ষাদান ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয়ে আপনি চুপ করে রইলেন কী করে? এর বিরুদ্ধে আপনার স্বীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা উচিত ছিল।'

আমার উত্তেজিত বন্ধুকে বুঝিয়ে বললাম যে সমালোচনা করা, নেতৃস্থানীয়া মেয়ে-কমরেডদের কাছে আপত্তি জানানো এবং নানা জায়গায় বক্তৃতা দেবার সুযোগ আমি ছাড়িনি। কিন্তু, একথা তিনি ভালোই জানেন যে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমার সমালোচনায় এই সন্দেহই করা হত যে 'আমার মনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাচীনপন্থী কূপমণ্ডূকতার জের প্রবল'। যাই হোক, অবশেষে এই সমালোচনায় ফল দিয়েছিল। পাঠচক্রে অথবা আলোচনা-সন্ধ্যায় যৌন আর বিবাহ সমস্যা এখন আর কেন্দ্রীয় সমস্যা নয়।

লেনিন তাঁর চিন্তাসূত্র ধরে আবার বলতে শুরু করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। এজন্য আমাকেও সংকীর্ণচিত্ত বলে যথেষ্ট সন্দেহ করা হয়। কিন্তু তাতে আমি উত্তেজিত হই না। হলুদচঞ্চু পক্ষী-শাবকরা, সবে যারা বুর্জোয়া মতবাদের ডিমের খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে তারা সবাই দারুণ বুদ্ধিমান। নিজেদের পথ পরিবর্তন না করে ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের

সন্ধি করে ১৯২১ সালে), গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও অন্যান্য দেশ এবং অপর পক্ষে পরাজিত জার্মানি।

ভার্সাই সন্ধির লক্ষ্য ছিল বিজয়ী শক্তিদের অনুকূলে পুঁজিবাদী বিশ্বের পুনর্বণ্টন পাকা করা। ফ্রান্স পায় আলসাস-লোরেন, সার অঞ্চল যায় পনের বছরের জন্য লীগ অব নেশনসের পরিচালনাধীনে এবং এ অঞ্চলের কয়লা খনিগুলি ফ্রান্সের সম্পত্তি হয়। জার্মানির উপনিবেশগুলো বিজয়ী শক্তিদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়।

ভার্সাই সন্ধি যুদ্ধের জন্য একমাত্র জার্মানিকে দায়ী করে ও ১৯২১ সালের পূর্বেই ২,০০০ কোটি মার্কের মতো একটা বিপুল টাকার ক্ষতিপূরণ শোধের সর্ত তার উপর চাপায়। তারপর ৩০ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করার ভার থাকে এক বিশেষ কমিশনের উপর। মিত্র শক্তিদের জন্য বহু সংখ্যক জাহাজ, কোটি কোটি টন কয়লা, তার রঙ-দ্রব্য ও রাসায়নিক বস্তুর অর্ধেক ইত্যাদি দিতে বাধ্য করা হয় জার্মানিকে।

ভার্সাই সন্ধিতে চাপানো সমস্ত বোঝাটা বইতে হয় জার্মান জনগণকে: প্রচণ্ড ট্যাক্স দিতে হয় তাদের, একটানা বেকারির অভিশাপ সইতে হয়। কিন্তু জার্মান সাম্রাজ্যবাদী, বৃহৎ শিল্প-কুবেররা তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখে ও বিপুল মুনাফা লুটতে থাকে। — সম্পাঃ

মানিয়ে নিতে হবে। যৌন সমস্যার আধুনিক উপস্থাপন এবং তার অত্যধিক আকর্ষণে যুব আন্দোলনও পীড়িত।'

'আধুনিক' এই কথাটির উপর লেনিন ব্যঙ্গময় জোর দিলেন কিন্তু সেই সঙ্গেই সেটা চাপা দিয়ে বললেন।

'আমি শুনেছি যে আপনাদের দেশের যুব সঙ্ঘের মধ্যেও যৌন সমস্যা হল আলোচনার এক প্রিয় বিষয়বস্তু। শুনেছি এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নাকি যথেষ্ট বক্তা নেই। এই বিদঘুটে ব্যাপারটা হল যুব-আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ করে ক্ষতিকর, বিশেষ করে বিপজ্জনক। এর থেকে সহজেই কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে যৌন উচ্ছৃংখলতা, অত্যধিক যৌন উত্তেজনা এবং তরুণদের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় হতে পারে। এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধেও আপনাকে লড়াই করতে হবে। যুব আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ সূত্রের অভাব নেই। আমাদের কমিউনিস্ট-মেয়েদের সর্বত্রই সুপরিকল্পিত ভাবে ও যুবকদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যেতে হবে। এতে তারা ব্যক্তিগত মাতৃত্বের জগত থেকে উন্নীত হয়ে পৌঁছবে সামাজিক মাতৃত্বের জগতে। মেয়েদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি জাগরণ ও ক্রিয়াকলাপকে সাহায্য করা চাই যাতে তারা তাদের কূপমণ্ডূক, আত্মকেন্দ্রিক ঘরোয়া ও সাংসারিক মনস্তত্ত্বের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এগুলো হল প্রসঙ্গত।

'আমাদের দেশেও যুবকযুবতীদের মধ্যে অনেকেই যৌন প্রশ্নে "বুর্জোয়া ধারণা ও নীতি সংশোধনের জন্য" উঠে পড়ে লেগেছে। এ কথা আমাকে যোগ করতে হবেই যে তারা আমাদের সেরা সেরা, সত্যিকারের প্রতিশ্রুতিবান যুবকযুবতীদের বড়ো অংশ। আপনি এই মাত্র যেমনটি বললেন, আমাদের অবস্থাটাও ঠিক সেই রকমই। যুদ্ধের পরিণাম এবং সূচিত বিপ্লবের আবহাওয়ায় প্রাচীন মতাদর্শের মূল্য ভেঙে পড়ছে, তাদের রক্ষণ শক্তি যাচ্ছে হারিয়ে। নতুন নতুন মূল্য দানা বাঁধছে ধীরে ধীরে লড়াইয়ের মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কের ধারণাগুলির হচ্ছে আমূল পরিবর্তন। আমূল পরিবর্তন হচ্ছে অনুভূতি আর চিন্তাধারারও। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের, অতএব ব্যক্তিগত কর্তব্যেরও নতুন সীমারেখা নির্দিষ্ট হচ্ছে। এটাই হল বিলোপ ও সৃষ্টির মন্থর এবং প্রায়শই অতি ব্যাধিগ্রস্ত প্রক্রিয়া। এ সব কথাই যৌন সম্পর্ক, বিবাহ এবং পারিবারিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বুর্জোয়া বিবাহরীতির পচন, দুর্গন্ধ এবং নোংরামি,

তার বিচ্ছেদের দুরূহতা, তার স্বামীর স্বাধীনতা এবং স্ত্রীর দাসত্ব আর তার যৌন নীতি ও সম্পর্কের জঘন্য মিথ্যায় শ্রেষ্ঠ মন অতিশয় ঘৃণায় ভরে উঠে।

'বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কে যে আইনের নিগড় বর্তমান, সেটা অমঙ্গলকে বাড়ায় আর বিরোধকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে। এটাই হল "পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার" নিগড়। ক্রয় বিক্রয় মনোবৃত্তিকে, নীচতা ও কদর্যতাকে সেটা পবিত্র করে তোলে। বাকীটা সম্পূর্ণ হয় "সম্ভ্রান্ত" বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবঞ্চনা দ্বারা। প্রচলিত জঘন্যতা এবং বিকৃতির বিরুদ্ধে লোকে বিদ্রোহ করে। আর বর্তমান যুগে যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রেরা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, যখন প্রভুত্বের পুরনো সম্পর্ক ছিঁড়ে যাচ্ছে, যখন সমগ্র এক সামাজিক জগত লোপ পেতে চলেছে, তখন ব্যক্তি হিসেবে আলাদা আলাদা মানুষের অনুভূতিগুলিরও দ্রুত পরিবর্তন হয়। বিচিত্র ধরনের আনন্দলাভের উত্তেজক তৃষ্ণা খুব তাড়াতাড়ি অদম্য শক্তি লাভ করে। বুর্জোয়াদের ধারণা মতো বিবাহ-পদ্ধতি এবং যৌন মিলন আর তৃপ্তি দেয় না। প্রলেতারীয় বিপ্লবের মতোই বিবাহ এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি বিপ্লব ঘনিয়ে আসে। স্বভাবতই অতিশয় জটিল পরস্পর বিজড়িত প্রশ্নগুলি এই ভাবে পুরোভাগে আসায় নারী এবং যুবক উভয়কেই গভীরভাবে আচ্ছন্ন করছে। পূর্বোক্ত ও শেষোক্ত উভয় দলই যৌন সম্পর্কের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য অতিশয় ভুগছে। এর বিরুদ্ধে যুবকের দল বিদ্রোহ করেছে যৌবনের স্বভাবসুলভ প্রচণ্ডতায়। এই কথাটা বোঝা যায়। যুবকদের মধ্যে সন্ন্যাসীসুলভ কৃচ্ছ্রসাধন এবং নোংরা বুর্জোয়া নীতির পবিত্রতার কথা প্রচার করতে শুরু করার মতো মিথ্যা আর কিছুই হতে পারত না। তাহলেও এই কয় বছরে স্বাভাবিক কারণে পুরোভাগে আসা এই যৌন সমস্যাগুলি যুব মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠছে, সেটা ভালো বলা কঠিন। মাঝে মাঝে এর ফলাফল খুব সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে।

'যৌন জীবনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে যুবকদের পরিবর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই "নীতিগত" ব্যাপার এবং যেন তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকেই নিজেদের মতকে বলে "বৈপ্লবিক" ও "কমিউনিস্ট"। আন্তরিকভাবেই তারা বিশ্বাস করে এটা তাই। আমি, বুড়ো মানুষ, আমার তাতে কোনো ভক্তির উদয় হয় না। যদিও আমি আর যাই হোক না কেন বিষণ্ণ তপস্বী নই, তবুও আমার কাছে অতি প্রায়শই যুবকদের — এবং প্রায়ই বয়স্কদেরও এই

তথাকথিত "নতুন যৌন জীবনকে" মনে হয় একেবারেই বুর্জোয়া, মনে হয় সুষ্ঠু বুর্জোয়া বেশ্যালয়ের কেবলমাত্র এক ধরনের সংস্করণ বলে। এর মধ্যে স্বাধীন প্রেম বলতে আমরা, কমিউনিস্টরা, যা বুঝি তার ছিটেফোঁটাও নেই। নিশ্চয়ই আপনি এই বিখ্যাত তত্ত্বের কথাটা শুনেছেন যে, কমিউনিস্ট সমাজে যৌন কামনা ও প্রেমের চাহিদা তৃপ্ত করা এক গ্লাস জল পান করার মতোই যেন সহজ এবং তুচ্ছ। এই "এক গ্লাস জলের" তত্ত্ব নিয়ে আমাদের যুবকরা ক্ষেপে গেছে, একেবারে ক্ষেপে গেছে। এ তত্ত্ব বহু ছেলেমেয়ের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হয়েছে। এই মতবাদের পূজারীরা জোর গলায় বলে এটা মার্কসীয় তত্ত্ব। সেই ধরনের "মার্কসবাদকে" ধন্যবাদ যা সমাজের মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর সমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত পরিবর্তন সরাসরি সরল রেখায়, নির্বিশেষে কেবল অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে টানে। ব্যাপারটা মোটেই এমন সহজ নয়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস নামে এক ব্যক্তি বহুকাল আগেই এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের।

'বিখ্যাত "এক গ্লাস জলের" তত্ত্বটা আমি একেবারেই মার্কসবাদী বলে মনে করি না। উপরন্তু, তাকে মনে করি সমাজ-বিরোধী বলে। যৌন জীবনের মধ্যে যেটা প্রকাশ পায়, সেটা উচ্চ অথবা নীচ যাই হোক শুধুই প্রকৃতি দত্ত ব্যাপার নয়, সংস্কৃতি প্রবর্তিত ব্যাপারও বটে। এঙ্গেলস তাঁর "পরিবারের উৎপত্তি" নামে বইতে দেখিয়েছেন, সাধারণ যৌন প্রবৃত্তি যে ক্রমশ বিকশিত হয়ে ব্যক্তিগত যৌন প্রেমে পরিণত হয়েছে ও মার্জিত হয়ে উঠেছে—এই ব্যাপারটা কী রকম তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটা শুধুই সামাজিক অর্থনীতি আর দৈহিক চাহিদার মধ্যে একটা খেলা নয়। সমগ্র মতাদর্শের সঙ্গে তাদের সাধারণ সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই সম্পর্কের পরিবর্তনগুলিকে সরাসরি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা মার্কসবাদ হবে না, হবে যুক্তিবাদ। অবশ্যই তৃষ্ণাকে মেটাতে হবে। কিন্তু এক স্বাভাবিক লোক স্বাভাবিক অবস্থায় কি রাস্তার কাদায় শুয়ে কর্দমাক্ত জল পান করে? কিংবা এমন কি সেই গেলাস থেকে পান করে, যার কানাটা স্পর্শ করেছে কয়েক কুড়ি ওষ্ঠ? কিন্তু সামাজিক দিকটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জল পান করাটা সত্যিই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু প্রেমে অংশ নেয় দুজনে এবং দেখা দেয় তৃতীয়, একটি নতুন জীবন। এইখানেই রয়েছে সমাজের স্বার্থ, দেখা দিচ্ছে যৌথের প্রতি কর্তব্য।

'কমিউনিস্ট হিসেবে "এক গ্লাস জলের" তত্ত্বের প্রতি আমার এতটুকু সহানুভূতি নেই, যদিও তার ওপর এই সুন্দর লেবেল আঁটা রয়েছে: "স্বাধীন প্রেম"। তা ছাড়া এটা নতুনও নয়, কমিউনিস্ট জাতেরও নয়। হয়ত আপনার মনে পড়ছে যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে শৌখীন সাহিত্যে এই মতবাদকেই প্রচার করা হয়েছিল "হৃদয়ের স্বাধীনতা" বলে। বুর্জোয়া আচরণে এটাই হয়ে উঠেছিল দেহের স্বাধীনতা। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির সঙ্গে একে তখন প্রচার করা হত। আচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী রকম আমি তা বিচার করতে অসমর্থ।

'আমার সমালোচনার মারফত আমি কৃচ্ছ্রসাধন প্রচার করতে চাই তা নয়। সে কথা কখনোই আমি ভাবি না। কমিউনিজমের কর্তব্য কৃচ্ছ্রসাধন সঙ্গে করে আনা নয়, আনা জীবনের আনন্দ ও উল্লাসকে, প্রেমপূর্ণ জীবন থেকেও তা উৎসারিত হয়। কিন্তু আমার মতে আজকের দিনে প্রায়ই যৌন জীবনের যে আধিক্য দেখা যায়, তার মধ্যে আনন্দও নেই, উল্লাসও নেই, বরঞ্চ তার উল্টোটাই — তার ফলে আনন্দ ও উল্লাসই কমে যায়। বৈপ্লবিক সময়ের পক্ষে এটা খারাপ, বাস্তবিকই খুব খারাপ।

'যুবকদের বিশেষ করে প্রয়োজন জীবনের আনন্দ ও উল্লাসের। সুস্থ খেলাধুলো: জিম্‌ন্যাস্‌টিক, সাঁতার, ভ্রমণাভিযান, সব রকমের দৈহিক ব্যায়াম; মানসিক ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য: পাঠ, বিচার, গবেষণা; এবং এ সমস্তই যথাসম্ভব একসঙ্গে! যৌন সমস্যা সম্বন্ধে এবং তথাকথিত "জীবনকে কাজে লাগানোর" ওপর ক্রমাগত বক্তৃতা ও আলোচনার চেয়ে এতে তরুণদের বেশি উপকার হবে। সুস্থ শরীরে সুস্থ মন! না সন্ন্যাসী, না ডন জুয়ান এবং এদের মাঝামাঝি একটা কিছু হিসাবে জার্মান ফিলিস্তিনও নয়। আপনি তো তরুণ কমরেড ক খ গ'কে জানেন। খুব ভালো, চমৎকার গুণবান যুবক! তবুও আমার মনে হয় এ সব সত্ত্বেও কখনই তার কিছু হবে না। একটার পর একটা প্রেম করে সে চলেছে। রাজনৈতিক লড়াই অথবা বিপ্লব, কিছুই তাতে চলবে না। যে মেয়েদের ব্যক্তিগত প্রেম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে যায় কিংবা যে সব পুরুষ মেয়ে দেখলেই ছোটে, প্রতিটি তরুণীর সঙ্গে নটঘট বাধিয়ে বসে, সংগ্রামে তাদের নির্ভরযোগ্যতা অথবা দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমার ভরসা নেই। না, না, বিপ্লবের সঙ্গে এ সব মোটেই খাপ খায় না।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে লেনিন টেবিলে ঘুষি মারলেন এবং ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করলেন।

'জনগণ এবং প্রত্যেক লোকের কাছ থেকে বিপ্লব দাবি করে শক্তির সংহতি। সেই ধরনের বেলেল্লাপনাকে তা সহ্য করে না, দ্য আন্নুনজিওর ডেকাডেন্ট নায়ক নায়িকাদের যা বৈশিষ্ট্য। যৌন ব্যাপারে শৈথিল্য হল বুর্জোয়া ব্যাপার: এটা ভাঙনের লক্ষণ। প্রলেতারিয়েত এমন এক শ্রেণী, যাদের ক্রমোন্নতি হয়ে চলেছে। বিমূঢ় অথবা উত্তেজিত করার জন্য তাদের কোনো রকম মাদকতার প্রয়োজন নেই। যৌন শৈথিল্যের মাদকতা অথবা মদ্য পানের মাদকতা তাদের প্রয়োজন পড়ে না। পুঁজিবাদের জঘন্যতা, নোংরামি ও বর্বরতাকে তারা কখনো ভোলে না বা ভুলতে চায় না। লড়াইয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা তারা পায় তাদের শ্রেণীর অবস্থা এবং কমিউনিজমের আদর্শ থেকে। প্রয়োজন হল প্রাঞ্জলতার, প্রাঞ্জলতার, এবং পুনরপি — প্রাঞ্জলতার। অতএব আবার বলি: কোনো রকম দুর্বলতা, শক্তির অপচয় অথবা ধ্বংস চলবে না। নিজের ওপর দখল, আত্মশৃঙ্খলা দাসত্ব নয়; প্রেমের ব্যাপারেও তাদের প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষমা করুন, ক্লারা। যে বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাকে থামতে বলেননি কেন? দুর্ভাবনার দরুন আমি বকে চলেছিলাম। আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। বিপ্লবের অঙ্গ তারা। কিন্তু বিপ্লবের জগতে যদি বুর্জোয়া সমাজের ক্ষতিকর ঘটনাগুলো কয়েক জাতের আগাছার ব্যাপক শেকড় ছড়ানোর মতো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তাহলে সেটাকে সময় থাকতে বাধা দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। যে সব প্রশ্ন ছুঁয়ে গেলাম সেগুলি নারী সমস্যারও অংশ।'

অত্যন্ত সজীবতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে লেনিন কথাগুলি বললেন। আমি অনুভব করলাম প্রত্যেকটি কথাই তাঁর মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে আসছে। এটা তাঁর মুখের ভাব থেকে প্রমাণিত হল। মাঝেমাঝে হাতের সজোর ভঙ্গিতে বক্তব্যের ওপর জোর পড়ছিল। গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক একটা ঘটনার উপর তাঁকে অত মনোযোগ দিতে এবং বিশ্লেষণ করতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আর সে সব শুধু সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাই নয়, পুঁজিবাদী দেশেরও ঘটনা। চমৎকার মার্কসবাদী হিসেবে তিনি স্বতন্ত্র এক একটা ব্যাপারকে — যেখানে এবং যে আকারেই সেটা প্রকাশিত হোক না কেন—দেখতেন বৃহতের সঙ্গে, সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এবং তার মূল্য নিরূপণ করতেন সমগ্র ব্যাপারের জন্য। দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তির মতো তাঁর ইচ্ছাশক্তি, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল

সমগ্রভাবে, অবিচলিতভাবে জনগণের স্বার্থ হিসাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করায় নিবদ্ধ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সচেতন সংগ্রাম-শক্তির উপর প্রভাবের মাপকাঠিতে তিনি সবকিছুর মূল্য নিরূপণ করতেন, কেননা প্রত্যেকটি বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিকাশের প্রত্যেকটি বিভিন্ন ধাপের পুরো হিসেব রাখার সময় তাঁর চোখের সামনে সর্বদাই থাকত একটি অবিভাজ্য একক বিশ্ব প্রলেতারীয় বিপ্লব।

আমি বলে উঠলাম, 'কমরেড লেনিন, আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে আপনার কথাগুলো লক্ষ লক্ষ লোকের কানে গেল না বলে। আমার মনে প্রত্যয় জন্মাবার জন্য আপনার চেষ্টার দরকার নেই; এ কথা তো আপনি জানেন। কিন্তু বন্ধু এবং শত্রু উভয়েই যাতে আপনার মতামত শুনতে পায়, সেটা খুব জরুরী।'

লেনিন অমায়িক হাসি হাসলেন।

'এ সব প্রশ্ন নিয়ে হয়ত কোনো দিন বক্তৃতায় বলব বা লিখব। কিন্তু সেটা পরে, এখন নয়। এখন ভিন্ন একটা জিনিসের ওপর আমাদের সমস্ত সময় এবং শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। কঠিনতর এবং আরো বেশি প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করার আছে। সোভিয়েত ক্ষমতাকে রক্ষা এবং শক্তিশালী করার লড়াই এখনো একেবারেই শেষ হয়নি। পোলীয় যুদ্ধের* পরিণতিটা কত ভালো করে হজম করা যায় তার চেষ্টা আমাদের চালাতে হবে। ভ্রাঙ্গেল এখনো দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে রয়েছে। সত্যি বটে, তার সঙ্গে এ'টে উঠতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এর ফলে ইংরেজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের ক্ষুদে সামন্তরা ইতস্তত করবে। কিন্তু আমাদের কর্তব্যের সবচেয়ে কঠিন অংশই এখনো সামনে — পুনর্গঠন করার কাজ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক, বিবাহ এবং পরিবার সংক্রান্ত সমস্যা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে যখনই এবং যেখানেই প্রয়োজন, তখনই আপনাদের লড়াই করতে হবে। এমন হতে দেওয়া আপনাদের উচিত নয় যাতে এই প্রশ্নগুলি মার্কসবাদ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে বিবেচিত হয় এবং বিশৃঙ্খলকারী বিচ্যুতি এবং বিকৃতির ভিত্তি হয়ে উঠে। যাক শেষ পর্যন্ত আপনাদের কাজের প্রশ্নে পৌঁছনো গেল।'

লেনিন তাঁর ঘড়ি দেখলেন।

---

* ১৯২০ সালের এপ্রিল-অক্টোবরে সোভিয়েত-পোল্যান্ড যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

তিনি বললেন, 'আমার হাতে যা সময় ছিল ইতিমধ্যেই তার অর্ধেকটা কেটে গেছে। বহুক্ষণ ধরে বকবক করেছি। মেয়েদের মধ্যে কমিউনিস্ট কাজ করার বিষয়ে আপনাকে পথপ্রদর্শনকারী থিসিস লিখতে হবে। আমি আপনার নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথা জানি। তাই এই কাজ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা সংক্ষিপ্ত হবে। তাহলে কাজের কথায় আসুন, আপনার মতে থিসিসটা কী রকম হওয়া উচিত?'

আমার ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁকে জানালাম। বাধা না দিয়ে লেনিন বার কয়েক মাথা হেলিয়ে অনুমোদন করলেন। আমার বক্তব্য শেষ করে তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি মন্তব্য করলেন, 'ঠিক বলেছেন। এটাও ভালো হবে আপনি যদি পার্টির দায়িত্বশীল নারী-কর্মীদের এক সভায় এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও পরে সে বিষয়ে আলোচনাও করেন। কমরেড ইনেসা এখন নেই। দুঃখের কথা, ভারি দুঃখের কথা। তিনি অসুস্থ, ককেশাসে গেছেন। আলোচনার পর থিসিস লিখে ফেলবেন। একটা কমিশন সেগুলো পরীক্ষা করবে এবং কার্যকরী কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শুধু কয়েকটি প্রধান বিষয়ে আমি বক্তৃতা দেব, যেগুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। আমাদের বর্তমান আন্দোলন এবং প্রচারমূলক কাজের পক্ষেও সেগুলো আমার কাছে দরকারী বলে মনে হচ্ছে, যে হেতু আমরা সার্থক অভিযান এবং বিজয়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি করতে চাই।

'থিসিসের মধ্যে এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে মেয়েদের আসল স্বাধীনতা লাভ করা যায় একমাত্র কমিউনিজমের ভিতর দিয়ে। মানুষ হিসেবে এবং সামাজিক সভ্য হিসেবে মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে উৎপাদন-উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার যে অবিভাজ্য যোগসূত্র রয়েছে — এই প্রশ্নটির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ আপনাকে করতেই হবে। এর সাহায্যে "স্ত্রী-স্বাধীনতার" বুর্জোয়া আন্দোলন ও আমাদের আন্দোলনের মধ্যে এক নির্ভরযোগ্য পার্থক্য রেখা টানা যাবে। তার সাহায্যে আমরা নারী প্রশ্নকে, সামাজিক ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রশ্নের এক অংশ হিসাবে আলোচনা করার ভিত্তি জোগাতে এবং এইভাবে সেটিকে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করতে পারি। নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিজেরই হওয়া দরকার এক গণ আন্দোলন, সাধারণ গণ আন্দোলনের এক অংশ; আর শুধুই প্রলেতারিয়েতদের আন্দোলনের অংশ নয়, সমস্ত শোষিত

ও নির্যাতিত, পুঁজিবাদের কাছে যারাই বলি তাদের সবাইকার আন্দোলনেরই অংশ। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম এবং তার ঐতিহাসিক সৃষ্টিধর্মী কর্তব্য, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার যে কর্তব্য তার কাছে নারী আন্দোলনের তাৎপর্য এইখানেই নিহিত রয়েছে। কমিন্টার্নে, আমাদের পার্টির মধ্যে বিপ্লবী স্ত্রী-জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ যে রয়েছে, এর জন্য গর্ব করার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু এখনো এটার তাৎপর্য চূড়ান্ত নয়। আমাদের লড়াইয়ে, এবং বিশেষ করে সমাজকে কমিউনিস্ট আদর্শে পুনর্গঠনের কাজের মধ্যে টানতে হবে শহরের ও গ্রামের কোটি কোটি মেহনতী নারীদের। মেয়েদের বাদ দিয়ে আসল গণ আন্দোলন হতেই পারে না।

'আমাদের মতাদর্শগত ধারণা থেকেই আসে সংগঠনমূলক ব্যবস্থা। কমিউনিস্ট মেয়েদের আলাদা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই! নারী-কমিউনিস্ট পুরুষ-কমিউনিস্টের মতোই পার্টির সভ্য, তাঁদের একই অধিকার ও কর্তব্য। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে না। কিন্তু যা বাস্তব তার দিকে চোখ বুজে থাকা উচিত নয়। পার্টির থাকা চাই এমন অঙ্গ: কর্মী-দল, কমিশন, কমিটি, বিভাগ অথবা যে কোনো ভিন্ন নামই তাদের দেওয়া হোক না কেন, যাদের বিশেষ কাজ হবে: মেয়েদের ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তোলা, পার্টির সংস্পর্শে তাদের নিয়ে আসা এবং পার্টির প্রভাবের মধ্যে তাদের রাখা। এর জন্য অবশ্যই মেয়েদের মধ্যে আমাদের পুরোপুরি ধারাবাহিক কাজ করে যাওয়া দরকার। নিষ্ক্রিয়তা থেকে যারা মুক্ত হল তেমন মেয়েদের শেখাতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রলেতারীয় শ্রেণী সংগ্রামের জন্য তাদের দলে ভর্তি করতে ও হাতিয়ার যোগাতে হবে। শুধু যে সব প্রলেতারীয় মেয়ে কারখানায় কাজ করে অথবা সংসারের জন্য রাঁধে শুধু তাদের কথা বলছি না। কৃষক-মেয়ে এবং পেটি বুর্জোয়া নানা স্তরের মেয়েদের কথাও আমার মনে রয়েছে। তারাও সবাই পুঁজিবাদের বলি এবং তা হয়েছে যুদ্ধের পর থেকে আরো বেশি করে। এই সব শ্রেণীর মেয়েদের রাজনীতিতে উৎসাহের অভাব এবং অসামাজিক পশ্চাৎপদ মনোবৃত্তি, তাদের কর্মধারার ক্ষুদ্র পরিধি এবং তাদের জীবনের সমস্ত ছাঁচ — এগুলি সত্য কথা। এই সব কথার উপর মনোযোগ না দেওয়া বোকামি হবে, একেবারে বোকামি হবে। তাদের মধ্যে কাজ করার জন্য আমাদের নিজস্ব সংগঠন চাই, দরকার আন্দোলনের বিশেষ পদ্ধতি ও সংগঠনের রূপ। এটা বুর্জোয়াদের "নারী অধিকার" রক্ষা নয়, এটা হল ব্যবহারিক বৈপ্লবিক যুক্তিযুক্ততা।'

আমি লেনিনকে বললাম যে তাঁর যুক্তিগুলি থেকে আমি বিশেষ সমর্থন লাভ করছি। ব্যাপক নারীজনের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করার জন্য পার্টির বিশেষ বিভাগ সংগঠন করার পরিকল্পনার জোর প্রতিবাদ অনেক কমরেড, অনেক ভালো ভালো কমরেডরাও করেছেন। এটাকে তাঁরা বলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ঐতিহ্যে, সেই কুখ্যাত 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' আন্দোলনে ফিরে যাওয়া। তাঁরা বলেন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মেয়েদের সমান অধিকারের কথা নীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেবার পর মেহনতকারী জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তাদের কাজ করে যাওয়া উচিত। স্ত্রী এবং পুরুষকে একইভাবে দেখা উচিত। আন্দোলন এবং সংগঠন সম্পর্কে যে সব অবস্থার কথা লেনিন উল্লেখ করেছেন, সেগুলিকে বিবেচনা করার চেষ্টামাত্রকেই বিপরীত মতাবলম্বীরা নিশ্চয়ই আখ্যা দেবে সুবিধাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নীতিচ্যুতি বলে।

লেনিন আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এটা নতুন কিছুই নয়, তাছাড়া এ দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। নিজেকে বিভ্রান্ত হতে দেবেন না। পার্টির মধ্যে কোথাওই কেন যত পুরুষ আছে তত স্ত্রী নেই, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়াতেও নয়? কেন অত কম সংখ্যক নারী-শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংঘবদ্ধ? এ সব তথ্য ভাবতে বাধ্য করে। মেয়েদের মধ্যে আমাদের কাজ চালাবার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হল কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টির* মধ্যেকার আমাদের "প্রিয় বন্ধুদের" অতিশয় নীতিনিষ্ঠ এবং অতি র‍্যাডিকাল মতামতের এক অভিব্যক্তি। তাঁদের মতে শুধু এক ধরনের সংগঠনই থাকা উচিত: শ্রমিক ইউনিয়ন। সে কথাটা আমি জানি। বিপ্লবী মেজাজের কিন্তু বিভ্রান্ত বহু মস্তকই নীতির দোহাই পাড়ে "যখনই বোধের অভাব ঘটে", অর্থাৎ যখনই সাদামাটা সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না যুক্তি যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের বৈপ্লবিক রাজনীতির ওপর ইতিহাস যে সব আবশ্যিকতা চাপিয়েছে তার সঙ্গে কী করে সে ধরনের "মূলনীতির পবিত্রতার" অভিভাবকরা এ'টে ওঠে? এ সমস্ত যুক্তিই কঠিন আবশ্যিকতার কাছে টুকরো টুকরো হয়ে যায়: কোটি কোটি

---

* জার্মানির কমিউনিস্ট শ্রমিক পার্টি—জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভেঙে আসা 'বামপন্থী' অংশদের দ্বারা ১৯১৯ সালে গঠিত একটি নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালিস্ট পেটি বুর্জোয়া গ্রুপ। জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে কোনো সমর্থন না থাকায় গ্রুপটি কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধী একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।—সম্পাঃ

মেয়েদের ছাড়া প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে আমরা বাস্তবে পরিণত করতে পারব না, তাদের বাদ দিয়ে কমিউনিস্ট নির্মাণ চালাতে পারব না। তাদের কাছে পেঁাছবার পথ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, আর সেই পথকে আবিষ্কার করার জন্য দরকার অনেক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান।

'অতএব মেয়েদের অনুকূলে আমরা দাবি জানাব, এটা সম্পূর্ণ সঠিক। এটা ন্যূনতম কর্মসূচী নয়, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের* ধরনে এটা সংস্কারের কর্মসূচী নয়। এর থেকে এ কথা স্বীকার করা হচ্ছে না যে বুর্জোয়া শ্রেণী আর তার রাষ্ট্রের নিত্যতা অথবা এমন কি তার দীর্ঘকাল স্থায়িত্বতে আমরা আস্থাবান। সংস্কার দ্বারা নারী জনগণকে শান্ত এবং বৈপ্লবিক লড়াইয়ের পথ থেকে তাদের চিত্ত বিক্ষেপ করার প্রচেষ্টাও এটা নয়। সাংস্কারিক ধাপ্পাবাজির সঙ্গে এর কোনো রকম মিল নেই। বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে দুর্বল অধিকারহীন মেয়েদের যে তীব্র অনটন ও লজ্জাকর অবমাননা সহ্য করতে হয় তার ব্যবহারিক পরিণাম হিসেবেই আমাদের এ দাবি আসছে। এই ভাবে আমরা এই সত্যকে প্রমাণ করছি যে, এই সব অনটনের কথা আমরা জানি, মেয়েদের উপর অত্যাচারকে আমরা উপলব্ধি করছি, উপলব্ধি করছি পুরুষ জাতির বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত অবস্থার কথা আর ঘৃণা — হ্যাঁ, ঘৃণা করছি আর সেই সবকিছু মুছে ফেলতে চাইছি যেগুলি পীড়ন ও অত্যাচার করে নারী-শ্রমিক, শ্রমিকের স্ত্রী, কৃষাণী, সাধারণ মানুষের স্ত্রী, এবং এমন কি নানা দিক দিয়ে ধনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের উপরেও। বুর্জোয়া সমাজের কাছে মেয়েদের জন্য আমরা যে সব অধিকার ও সামাজিক ব্যবস্থা দাবি করছি তাতে এই প্রমাণ হয় যে আমরা মেয়েদের অবস্থা ও স্বার্থের কথা বুঝি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের শাসনে তাদের প্রতি আমরা মন দেব। অবশ্যই অভিভাবকত্বের নিদ্রাকর্ষক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নয়, উহুঁ, মোটেই তা নয়, বিপ্লবীদের মতো

* দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক — সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের ইউনিয়ন, ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির পক্ষ নেয়। এইভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত বামপন্থী গ্রুপ ও পার্টিরা ১৯১৯ সালে মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট (তৃতীয়) আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়। ঐ বছরই ১৯১৯ সালে বার্নের (সুইজারল্যান্ড) এক সম্মেলনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। যে সব পার্টি ছিল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী অংশের প্রতিনিধি কেবল তারাই তাতে যোগ দেয়। — সম্পাঃ

অর্থনীতি ও মতাদর্শগত উপরিকাঠামো পুনর্গঠনের কাজে সমাধিকারে হাত লাগাবার জন্য মেয়েদের ডাক দিয়ে।'

লেনিনকে আমি নিশ্চিত করে বললাম যে আমারও এই মত, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে আপত্তি উঠবে। দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতু লোকরা এটাকে বাতিল করে দেবে 'বিপজ্জনক সুবিধাবাদ' বলে। এ কথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মেয়েদের জন্য আমাদের বর্তমান দাবিকে লোকে ভুল বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে।

একটু বিরক্ত হয়ে লেনিন বলে উঠলেন, 'হলই বা, তাতে কী? এই ঝুঁকি তো আমরা আমাদের সব কথায় ও কাজে নিয়ে থাকি। যা জরুরী এবং আবশ্যক এ ধরনের ভয়ের জন্য যদি আমরা সে কাজ না করি তাহলে আমরা স্তম্ভোপবিষ্ট ভারতীয় সাধুতে পরিণত হব। নড়ো না, নড়ো না, নড়লেই আমাদের নীতির উচ্চ স্তম্ভ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে! আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা কী দাবি করছি ব্যাপারটা শুধু তাই নয়, কী ভাবে দাবি করছি, সেটাও বটে। আশা করি, এ কথাটার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছি। স্বভাবতই আমাদের প্রচার-কাজের মধ্যে মেয়েদের জন্য আমাদের দাবিকে ভক্তিবস্তু করে তুলব না। না, অবস্থা অনুসারে কখনো এ দাবি কখনো অন্য দাবি নিয়ে আমরা লড়ব, আর অবশ্য সর্বদাই সেগুলিকে যুক্ত করব প্রলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থের সঙ্গে।

'স্বভাবতই, প্রত্যেক লড়াইয়েই গণ্যমান্য বুর্জোয়া সংকীর্ণ চক্র এবং তার সমান সম্ভ্রান্ত সংস্কারক অনুচরদের সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা ঘটবে। এর ফলে শেষোক্তেরা বাধ্য হবে হয় আমাদের নেতৃত্বে, আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়তে, যেটা তারা চায় না, নয়তো বাধ্য হবে নিজেদের মুখোস খুলে ফেলতে। এই ভাবে এই লড়াই আমাদের সুস্পষ্ট করে তুলবে, আমাদের কমিউনিস্ট চেহারাকে ফুটিয়ে তুলবে। যে-মেয়েরা অনুভব করে যে তারা শোষিত হচ্ছে, ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছে, পুরুষের আধিপত্যে, মালিকদের ক্ষমতায় ও সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের শাসনে দলিত হচ্ছে — সেই ব্যাপক নারীজনের আস্থা জেগে উঠছে আমাদের উপর। সবাইকার দ্বারা প্রতারিত এবং পরিত্যক্ত নারী-শ্রমিকরা অনুভব করতে শুরু করেছে যে আমাদের সঙ্গে একত্রে তাদের লড়াই করতে হবে। এর পরেও কি আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয় করে বলতে হবে যে মেয়েদের অধিকারের লড়াইকে যুক্ত করা উচিত আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের

সঙ্গে: শাসন ক্ষমতা করতলগত করা ও প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে? বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এটাই হল আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথাটা পরিষ্কার, একেবারে পরিষ্কার। কিন্তু ব্যাপক নারী-শ্রমিক জনগণ আমাদের সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার জন্য লড়াইয়ে যোগ দেবার অদম্য ইচ্ছা অনুভব করবে না, যদি আমরা ক্রমাগত এই একটি দাবিরই তূর্যধ্বনি করি, এমন কি সেটা জেরিকোর তূর্যনিনাদ হলেও। না, একেবারেই না! নারী সমাজের চেতনায় রাজনৈতিকভাবে আমাদের আবেদনকে যুক্ত করতে হবে নারী-শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা, প্রয়োজন এবং ইচ্ছার সঙ্গে। তাদের জানা দরকার যে তাদের কাছে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মানে হল: আইনে এবং কার্যক্ষেত্রে, পরিবারে, রাষ্ট্রে এবং সমাজের মধ্যে পুরুষের অধিকারের সঙ্গে তাদের অধিকারের সম্পূর্ণ সমতা এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ক্ষমতার ধ্বংস।'

আমি বলে উঠলাম, 'এর প্রমাণ হল সোভিয়েত রাশিয়া। এই দেশ আমাদের কাছে মহান দৃষ্টান্তের কাজ করবে!'

লেনিন বলে চললেন:

'মেয়েদের জন্য আমাদের দাবির উপর সোভিয়েত রাশিয়া নতুন আলোকপাত করছে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের আমলে এখন আর সেটা প্রলেতারিয়েত বনাম বুর্জোয়া লড়াইয়ের বিষয়বস্তু নয়, সেগুলি হল কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার ইঁটের মতো। আমাদের সীমানার ওপারের মেয়েরা এটা থেকে বুঝতে পারবে প্রলেতারিয়েতের শাসন ক্ষমতা জয় করার নির্ধারক গুরুত্বের কথা। এখান এবং সেখানকার মেয়েদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্যটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার যাতে প্রলেতারীয় বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামে আপনারা নারী জনগণকে দলে পেতে পারেন। সঠিকভাবে মূলনীতিকে বুঝে সংগঠনমূলক দৃঢ় ভিত্তিতে নারী সমাজকে সংঘবদ্ধ করার ওপর কমিউনিস্ট পার্টির জীবন এবং বিজয় নির্ভর করছে। কিন্তু নিজেদের আমরা যেন না ঠকাই। আমাদের জাতীয় শাখাগুলি এ কথাটা এখনো সঠিকভাবে বোঝেনি। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে নারী-শ্রমিকদের গণ আন্দোলনকে গড়ে তোলার কাজে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং অপেক্ষমাণ নীতি অবলম্বন করছে। তারা বোঝে না যে, এ ধরনের গণ আন্দোলন অবারিত করে তোলা এবং তার নেতৃত্ব করা হল পার্টির সমস্ত কার্যধারার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এমন কি পার্টির সাধারণ কাজের অর্ধেকটাই। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের এক শক্তিশালী

কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্যকে তারা যে মাঝেমাঝে মানে, সেটা হল প্লেটোনিক স্বীকৃতি, কথার স্বীকৃতি, সেটা স্থায়ী পার্টিগত কাজ ও দায়িত্ব নয়।

'নারী সমাজের মধ্যে আন্দোলন ও প্রচারমূলক কাজ এবং তাদের জাগ্রত ও তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা সঞ্চার করাকে তারা মনে করে গৌণ ধরনের ব্যাপার বলে, মনে করে সেটা শুধুই কমিউনিস্ট-মেয়েদেরই চিন্তা করার বিষয়। কমিউনিস্ট-মেয়েরা ধমক খায় ব্যাপারটা আরো দ্রুতবেগে ও আরো জোরের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে না বলে। এটা ঠিক নয়, একেবারেই ঠিক নয়! বর্তমান দিনের মেয়েদের বিচ্ছেদবাদ ও সমানাধিকারটা হল ফরাসীদের ভাষায় à la rebours, অর্থাৎ উল্টো করা সমানাধিকার। আমাদের জাতীয় বিভাগগুলির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কী রয়েছে! (আমি সোভিয়েত রাশিয়ার কথা বলছি না।) চরম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মেয়েদের ও তাদের কাজকে ছোটো করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। একেবারে এই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অনেক কমরেডদের পক্ষেই এ কথাটা প্রযোজ্য: "কমিউনিস্টকে আঁচড়ালেই ফিলিস্টিন বেরিয়ে পড়বে"। অবশ্যই দুর্বল জায়গাটা আঁচড়াতে হবে — মেয়েদের প্রতি তার মনোবৃত্তির জায়গাটা। পুরুষেরা যে শান্তভাবে দেখছে মেয়েরা তুচ্ছ আর একঘেয়ে কাজে নিজেদেরকে ক্ষয় করছে, ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তাদের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে—যেমন গৃহস্থালীর কাজে; দেখছে এই কাজে তাদের দিগন্তকে সংকুচিত, মনকে ভোঁতা হতে, তার বক্ষস্পন্দনকে ঢিমিয়ে তুলতে, তার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল হয়ে পড়তে,—এর চেয়ে বেশি জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর কী আছে? অবশ্যই আমি বুর্জোয়া মহিলাদের কথা বলছি না, যারা সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ এমন কি ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও বেতনভোগীদের ওপর চাপায়। যে কথা বলছি সেটা বিরাট সংখ্যক মেয়েদের অধিকাংশের ওপর প্রযোজ্য, তাদের মধ্যে রয়েছে শ্রমিকদের স্ত্রীরা, এমন কি এমন সব স্ত্রী যারা কারখানাতে সমস্ত দিন কাটায় আর নিজেরা টাকা রোজগার করে।

'এমন কি প্রলেতারিয়েতদের মধ্যেও খুব কম স্বামীই ভাবে যে তারা যদি এই "মেয়েলী কাজে" সাহায্য করে তাহলে তাদের স্ত্রীদের কাজ ও বোঝাকে কত লাঘব করতে পারে অথবা তাদের সম্পূর্ণভাবে পারে স্বস্তি দিতে। কিন্তু না, সে কথা তারা ভাবে না, কারণ সেটা হল "স্বামীদের অধিকার ও মর্যাদার" বিরোধী। সে দাবি করে নিজের বিশ্রাম ও আরাম। মেয়েদের

ঘরোয়া জীবন হল হাজার ধরনের তুচ্ছতার মধ্যে প্রতিদিন নিজেদের বিসর্জন দেওয়া। স্বামীর সাবেকী প্রভুত্বাধিকার গোপনে টিকে থাকছে। তার ক্রীতদাসীও বাস্তব ক্ষেত্রে তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, এবং সেটাও গোপনেই: মেয়েদের পশ্চাৎপদতায়, তাদের স্বামীদের বৈপ্লবিক আদর্শকে বুঝতে না পারায় লড়াইয়ে স্বামীর উৎসাহ ও সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। এগুলি হল সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মতো যারা অদৃশ্যভাবে, ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে কুরে কুরে খায়। শ্রমিকদের জীবন আমি জানি, আর সেটা শুধু বই থেকে নয়। নারী সমাজের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্ট কাজ এবং আমাদের রাজনৈতিক কাজের মধ্যে পড়ে পুরুষদের শিক্ষাদানের একটা প্রভূত কাজ। সেই প্রাচীন ক্রীতদাস-প্রভুর দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ শিকড়টি পর্যন্ত আমাদের নির্মূল করতে হবে। পার্টি এবং জনগণ — উভয়েরই ভেতর থেকে। এটা আমাদের অন্যতম রাজনৈতিক কর্তব্য, ঠিক যেমন মেহনতকারী নারী সমাজের মধ্যে পার্টির কাজ চালানো এবং এগিয়ে দেওয়ার জন্য জরুরী কর্তব্য হল মূল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রী ও পুরুষ কমরেডদের নিয়ে একটি স্টাফ গঠন করা।'

সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা কী, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলেন:

'প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, অবশ্যই কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে স্ত্রী এবং পুরুষের পশ্চাৎপদ ধারণাগুলিকে অতিক্রম করা এবং এই ভাবে সাবেকী অ-কমিউনিস্ট মনস্তত্ত্বের ভিত্তিকে লুপ্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এ কথাটা উল্লেখ করার কি কোনো প্রয়োজন আছে যে এখানে আইনের চোখে স্ত্রী এবং পুরুষ একেবারে সমান? এই সাম্যকে সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করার আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের আমরা সোভিয়েত অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনপ্রণয়ন এবং সরকারী কাজে টেনে আনছি। তাদের পেশাদারী ও সামাজিক শিক্ষার উন্নতির জন্য আমরা সবরকম শিক্ষামালা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বার তাদের জন্য অবারিত করে দিচ্ছি। সামাজিক রন্ধন ও ভোজনালয়, ধোপাখানা ও মেরামতী দোকান, শিশুলালনাগার, কিন্ডারগার্টেন, অনাথালয় ও সবরকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা স্থাপন করছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা গৃহস্থালীর ঘরকন্না এবং সন্তান লালনপালনের কাজ সমাজের উপর ন্যস্ত করার যে কর্মসূচী আমাদের আছে, সে দাবিটা আমরা দৃঢ়ভাবে পূরণ করে যাচ্ছি। এই ভাবে

মেয়েরা তাদের প্রাচীন ঘরোয়া দাসত্ব ও স্বামীর কাছে যত রকমের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। তাদের সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে প্রবৃত্ত হবার সবরকম সুযোগ তাদের দেওয়া হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের বিকাশের জন্য বাড়ীর চেয়ে ভালো পরিস্থিতি তাদের দেওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল নারী শ্রম-রক্ষা আইনবিধি আমাদের দেশে বর্তমান। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সেই আইনকে কার্যকরী করে তুলছে। আমরা প্রসূতিসদন, মাতা এবং শিশু সদন প্রতিষ্ঠা করছি, মায়েদের জন্য পরামর্শ কেন্দ্র, নবজাতকের পরিচর্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষামালা, মাতৃরক্ষা ও শিশুরক্ষার প্রদর্শনী, এবং এ ধরনের নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করছি। অসহায় ও বেকার মেয়েদের অভাব মেটানোর জন্য গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা আমরা করছি।

'আমরা খুব ভালো করে জানি যে মেহনতী নারী সমাজের চাহিদার অনুপাতে এ সমস্তই এখনো সামান্য, জানি তাদের আসল মুক্তির জন্য এ সব এখনো একেবারেই নগণ্য। এবং তা সত্ত্বেও জারতন্ত্র আমলের পুঁজিবাদী রাশিয়ায় যা ছিল তার তুলনায় এটা অগ্রগতির একটা বিরাট পদক্ষেপ। পুঁজিবাদ এখনো যেখানে অপ্রতিহতভাবে শাসন চালাচ্ছে, সেখানে এ বিষয়ে যা করা হয়েছে তার তুলনাতেও এটা অনেকখানি। আরম্ভের দিক দিয়ে এটা ভালো। যে পথে যাওয়া হচ্ছে সেটা ঠিক পথ এবং আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব এই কর্মধারাকে সুসঙ্গতভাবে বাড়িয়ে তুলতে। আপনারা, যাঁরা বিদেশে থাকেন, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতিটি দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে কোটি কোটি মেয়েদের বাদ দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারব না। একবার শুধু ভাবুন, যে-দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন হল কৃষক সে-দেশের কাছে এর তাৎপর্যটা কী। কৃষকদের ক্ষুদ্র অর্থনীতির মানে হল ব্যক্তিগত গৃহস্থালী এবং তার মধ্যে মেয়েদের শৃঙ্খলিত করে রাখা। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থার তুলনায় আপনাদের অবস্থা অনেক ভালো ও সহজ হয়ে উঠবে, যদি অবশ্য ক্ষমতা লাভের জন্য, বিপ্লবের জন্য আপনাদের প্রলেতারীয় জনগণ তাদের বাস্তব ঐতিহাসিক পরিপক্কতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। হতাশ হতে চাই না। আমাদের কষ্ট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বেড়ে ওঠে। নারী জাতির শৃঙ্খলমোচনের নতুন নতুন পথ খুঁজে বার করতে ব্যবহারিক আবশ্যিকতাই আমাদের বাধ্য করবে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সহযোগে

কমরেডোচিত সংহতির ফলে বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হবে। অবশ্যই কমরেডোচিত সংহতিটা কমিউনিস্ট অর্থে, সংস্কারকদের প্রচারিত বুর্জোয়া অর্থে নয়, যাদের বৈপ্লবিক উৎসাহ শস্তা ভিনিগারের গন্ধের মতো উবে গেছে। কমরেডোচিত সংহতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা উচিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার, যেটা যৌথ ক্রিয়াকলাপে পেঁছে তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আওতায় কমিউনিজম বাস্তবে পরিণত করার মধ্য দিয়ে নারী-মুক্তি গ্রামাঞ্চলেও প্রচলিত হবে। এই দিক দিয়ে আমাদের শ্রমশিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার বিদ্যুতীকরণের ওপর অনেক প্রত্যাশা রাখি। এটা এক বিরাট পরিকল্পনা! সেটাকে কার্যকরী করার পথে বাধা অনেক, দারুণ বাধা। সেই বাধাগুলিকে অতিক্রম করার জন্য জনগণের পরাক্রান্ত শক্তিকে মুক্ত ও শিক্ষিত করতে হবে। এই কাজে কোটি কোটি মেয়েকে অংশগ্রহণ করতে হবে।'

গত দশ মিনিটের মধ্যে দরজায় দু'বার টোকা পড়েছিল। কিন্তু লেনিন কথা বলেই চলেছিলেন। এবার তিনি দরজা খুলে বললেন:

'এক্ষুণি আসছি!'

আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে তিনি বললেন:

'জানেন, ক্লারা, আমি এই সুবিধে নেব যে আমি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এবং মেয়েদের প্রসিদ্ধ বাচালতাকে আমার দেরীর অজুহাত হিসেবে দেখাব। যদিও এবার, সত্যি বলতে কি, বেশি কথা বলেছে পুরুষেই, মেয়ে নয়। মোটামুটি আমাকে বলতেই হবে যে বাস্তবিকই আপনি গুরুত্ব সহকারে শুনতে পারেন। হয়ত ঠিক এ কারণেই আমি অত কথা বলেছি।'

এই পরিহাস করে লেনিন আমাকে কোট পরতে সাহায্য করলেন।

উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি বললেন, 'আরো গরম জামাকাপড় আপনার পরা উচিত। মস্কো স্টুট্গার্ট নয়। আপনার দেখাশোনা করা দরকার। ঠান্ডা লাগাবেন না। বিদায়।'

দৃঢ়ভাবে করমর্দন করলেন তিনি।

* * *

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে নারী আন্দোলন সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে আমার পুনরায় আলোচনা হয়। লেনিন এসেছিলেন আমার কাছে। প্রায় সর্বদাই যেমন ঘটেছে, এ বারেও সে রকম তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিত, আগে থেকে ঠিক ছিল না, এই বিজয়ী বিপ্লবের নেতা যে বিরাট কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তারই

এক ফাঁকে। লেনিনকে ক্লান্ত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। ভ্রাঙ্গেল তখনো সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হননি এবং বড় বড় শহরে খাদ্য সরবরাহ করার সমস্যাটা সোভিয়েত সরকারের সামনে নির্দয় স্ফিংসের মতো দাঁড়িয়ে।

লেনিন প্রশ্ন করলেন থিসিসগুলি কী রকম অগ্রসর হচ্ছে। আমি তাঁকে জানালাম যে বড় কমিশনের এক অধিবেশন বসেছিল, যাতে মস্কোয় বর্তমানে যে সব বিশিষ্ট কমিউনিস্ট মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই অংশগ্রহণ করেন ও বক্তৃতা দেন। থিসিসগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার সেগুলিকে ছোটো কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে। লেনিন বললেন যে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেস যাতে সম্যকভাবে সমস্যাটিকে পরীক্ষা করে তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।* শুধু এর দ্বারাই বহু কমরেডের কুসংস্কারকে অতিক্রম করা যাবে। সাধারণভাবে এ কাজে সর্বাগ্রে লাগতে হবে নারী-কমিউনিস্টদের এবং লাগতে হবে একেবারে আমূলভাবে।

উত্তেজিত হয়ে লেনিন বললেন, 'দয়াবতী মাসিমার মতো মিউমিউ করা চলবে না, কথা বলা চাই জোর গলায়, যোদ্ধাদের মতো, কথা বলা চাই পরিষ্কার করে। উপন্যাসে যেমনটি আমরা পড়ি কংগ্রেস সে রকম বৈঠকখানা নয়, মহিলাদের যেখানে অপরূপ ঝলমল করার কথা। কংগ্রেস হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের জন্য লড়াই করি। দেখিয়ে দিন যে আপনারা লড়াই করতে পারেন। প্রথমে অবশ্যই শত্রুদের বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রয়োজন হলে পার্টির মধ্যেও। ব্যাপক নারী জনগণকে নিয়েই যে কথা। এই জনগণকে জয় করা সম্ভব এমন সমস্ত প্রস্তাব ও কার্য-পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করবে আমাদের রুশ পার্টি। মেয়েরা যদি আমাদের দলে না থাকে, তাহলে প্রতিবিপ্লবীরা হয়ত তাদের আমাদের বিরুদ্ধে চালিত করতে সফল হতে পারে। এ কথাটা সব সময় আমাদের মনে রাখা দরকার।'

'নারী সমাজকে আমাদের পক্ষে আনতেই হবে এমনকি স্বর্গের সঙ্গে তারা শৃঙ্খলিত থাকলেও,' লেনিনের চিন্তার অনুসরণ করে আমি বললাম। 'এইখানে, বিপ্লবের মর্মস্থলে, তার বিক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যে তার দ্রুত ও সজোরে

---

* কমিণ্টার্ণের তৃতীয় কংগ্রেস হয় ১৯২১ সালের ২২শে জুন — ১২ই জুলাই, ক্লারা সেৎকিন বিপ্লবী আন্দোলনের উপর রিপোর্ট করেন এবং কংগ্রেস নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেয়: ১) নারী-কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক বন্ধন শক্তিশালী করা ও নারীদের মধ্যে কাজের ব্যাপারে কমিণ্টার্ণের আন্তর্জাতিক সেক্রটারিয়েটের কর্তব্য প্রসঙ্গে; ২) নারীদের মধ্যে কমিউনিস্ট কাজের রূপ ও পদ্ধতি বিষয়ে। — সম্পাঃ

স্পন্দিত নাড়ীর মধ্যে মেহনতী নারী জনের এক বিরাট আন্তর্জাতিক অভিযানের পরিকল্পনা আমার মাথায় এসেছে। আপনাদের বড়ো বড়ো পার্টি-বহির্ভূত মেয়েদের সম্মেলন এবং কংগ্রেসগুলো থেকে এর বিশেষ প্রেরণা পেয়েছি। জাতীয় থেকে এগুলিকে আন্তর্জাতিক করে তোলার চেষ্টা করা আমাদের উচিত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ফলাফল সমাজের নানা শ্রেণী ও স্তরের ব্যাপক মেয়েদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করেছে তারা, এগতে শুরু করেছে। জীবন ধারণ ও জীবনকে পরিপূর্ণ করার তিক্ত দুর্ভাবনার দরুন তারা এমন সব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, যাদের অস্তিত্বের কথা তাদের অধিকাংশ প্রায় জানতই না এবং কেবল অল্প কয়েকজনই যেগুলিকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল। বুর্জোয়া সমাজ তাদের সন্তোষজনক সমাধান করতে অসমর্থ। কমিউনিজম শুধু পারে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বিরাট নারী সমাজকে এ কথাটা বুঝতে বাধ্য আমাদের করতে হবেই এবং সে কারণে এক পার্টি-বহির্ভূত আন্তর্জাতিক নারী কংগ্রেস আহ্বান করা দরকার।'

লেনিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন না। আত্মনিমগ্নভাবে তলার ঠোঁটকে সামান্য এগিয়ে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে ভাবতে লাগলেন।

তারপর উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ওটা আমাদের করতে হবেই। পরিকল্পনাটি সুন্দর। কিন্তু সুন্দর এমন কি অতি চমৎকার পরিকল্পনাকে সুন্দরভাবে কর্যকরী করতে না পারলে তার কোনো দামই নেই। কী করে এটাকে কার্যকরী করা যায় সে কথা কি ভেবেছেন? এ বিষয়ে আপনার ধারণাটা কী?'

আমার যা ধারণা তা সবিস্তারে লেনিনকে বললাম। প্রথমত কংগ্রেসের প্রস্তুতি, অনুষ্ঠান এবং কাজে লাগাবার জন্য আমাদের জাতীয় বিভাগগুলির সঙ্গে অবিরাম ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে নানা দেশের নারী কমিউনিস্ট নিয়ে এক কমিটি গঠন করা। এই কমিটি অবিলম্বেই সরকারীভাবে ও খোলাখুলি কাজ শুরু করবে কিনা এই প্রশ্নকে যুক্তিযুক্ততার দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। যাই হোক, কমিটির সদস্যদের প্রথম কর্তব্য হবে প্রত্যেক দেশের ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ নারী-শ্রমিকদের নেত্রীদের সঙ্গে, প্রলেতারীয় রাজনৈতিক নারী আন্দোলনের নেত্রীদের সঙ্গে, সব ধরনের ও ধারার বুর্জোয়া নারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে, এবং অবশেষে বিখ্যাত মহিলা ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, লেখিকা ইত্যাদিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং একটি জাতীয় পার্টি-বহির্ভূত প্রস্তুতি কমিশন গঠন করা। এই সব জাতীয় কমিটিগুলির সদস্যদের

ভিতর থেকে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা উচিত, তারা আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি চালাবে এবং বিষয়সূচি, স্থান ও কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় স্থির করবে।

আমার মতে কংগ্রেসের প্রথম হাতে নেওয়া উচিত পেশাগত শ্রমের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকারের প্রশ্ন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরা সম্ভব: বেকার অবস্থা, সমান কাজের জন্য সমান বেতন, দৈনিক আট ঘণ্টা করে কাজের আইন, মেয়েদের শ্রম-রক্ষণ ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, জননী এবং সন্তানের সামাজিক রক্ষণ, গৃহিণী ও মায়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিষয়সূচির অন্তর্গত থাকা দরকার: বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের আইনের ক্ষেত্রে, সামাজিক তথা রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আইনের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা। আমার উক্ত প্রস্তাবগুলির পেছনে যুক্তি দিয়ে আমি বললাম কী ভাবে আমার মতে এক একটি দেশের জাতীয় কমিটিগুলিকে উক্ত কংগ্রেসের পাকাপাকি প্রস্তুতির জন্য সভা এবং সংবাদপত্র মারফৎ এক নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে। এই অভিযান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা দিয়ে জাগিয়ে তোলা চাই ব্যাপক নারী সমাজকে, বিচার্য সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য প্রেরণা দেওয়া চাই, তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা চাই কংগ্রেসের প্রতি এবং এই সবের ভিতর দিয়ে কমিউনিজম এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির প্রতি। এমনভাবে এই অভিযানের কাজ চালাতে হবে, যাতে সামাজিক সব স্তরের মেহনতী নারীদের কাছে সেটি পৌঁছয়। নিশ্চিত করা চাই যাতে কংগ্রেসে সবরকম প্রতিষ্ঠানের এবং প্রকাশ্য নারী সভার প্রতিনিধিরা যোগ দেয় ও সহযোগিতা করে। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বলতে যা বোঝায় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে কংগ্রেসকে হতে হবে 'জনগণের প্রতিনিধিত্ব'।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে প্রস্তুতির কাজে কমিউনিস্ট-মেয়েদের শুধুই আন্দোলন-শক্তি হলে চলবে না, তাদের হতে হবে পরিচালক শক্তি। এই প্রস্তুতির কাজে আমাদের বিভাগগুলিকে অত্যন্ত উদ্যমের সঙ্গে সাহায্য করতে হবে। এ কথাটা অবশ্য আন্তর্জাতিক কমিটির কার্যাবলীর, কংগ্রেসের নিজের কাজ এবং সে কাজের ব্যাপক সদ্ব্যবহারের উপরেও প্রযোজ্য। কংগ্রেসের বিষয়সূচি সম্পর্কিত সব রকম প্রশ্নের উপর কমিউনিস্ট থিসিস ও তদনুযায়ী প্রস্তাব পেশ করতে হবে। এই থিসিস ও প্রস্তাবগুলিকে ভালো করে পালিশ করা দরকার মূলনীতির দিক থেকে। তাদের সামাজিক তথ্যগুলির বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণ মারফত এগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। কমিণ্টার্ণের কার্যকরী কমিটিতে এই থিসিসগুলি প্রথমে নিশ্চয়ই সমূহ আলোচিত হবে এবং তার অনুমোদন লাভ করতে হবে। কমিউনিস্ট সিদ্ধান্ত ও স্লোগানগুলিকে হওয়া চাই কংগ্রেসের কাজ ও সামাজিক মনোযোগের কেন্দ্রস্থল। কংগ্রেসের পর সেগুলিকে ব্যাপক নারী সমাজের মধ্যে আন্দোলন ও প্রচারকাজের সাহায্যে বিস্তৃত করতে হবে যাতে এই স্লোগানগুলি দিয়ে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক নারী গণ আন্দোলন নির্ধারিত হয়। বলাই বাহুল্য এই সবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পূর্বসর্ত হল দৃঢ় একধর্মী সমগ্র হিসাবে সব কমিটি এবং কংগ্রেসে কমিউনিস্ট-মেয়েদের অংশগ্রহণ। তারা যেন সমষ্টিগত শক্তি নিয়ে নীতিগত পরিচ্ছন্নতা ও অবিচল পরিকল্পনাশীলতার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, মতৈক্যে আসা হয়নি এমন কোনো বক্তৃতা দেওয়া চলবে না।

আমার ব্যাখ্যা করার সময় লেনিন বার কয়েক যেন সম্মতিসূচকভাবে মাথা হেলিয়ে ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত অনুমোদন জানিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, 'ক্লারা, আমার মনে হয় এ ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক দিক এবং সংগঠনের প্রধান দিকগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছেন। ও ধরনের কংগ্রেস বর্তমান অবস্থায় যে জরুরী কাজ করতে পারবে সে কথা আমি সম্পূর্ণ মানি। ব্যাপক নারী সমাজকে এর সাহায্যে জয় করার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যারা আছে নানা ধরনের পেশাগত কাজে, যেমন নারী-শ্রমিক ও বাড়ির দাসী, এবং শিক্ষয়িত্রী ও অন্যান্য নারী-কর্মচারী। এটা ভালো হবে, অতিশয় ভালো! অবস্থাটা শুধু একবার কল্পনা করুন। বিরাট অর্থনৈতিক সংঘর্ষ অথবা রাজনৈতিক ধর্মঘটের সময় নারী জাতির সচেতন ক্রোধ বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতকে কী দারুণ শক্তিই না দেবে! অবশ্যই যদি আমরা তাদের স্বপক্ষে আনতে এবং ধরে রাখতে পারি। আমাদের খুব লাভ হবে, বিরাট লাভ। কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আপনি কী ভেবেছেন? রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষরা সম্ভবত এ ধরনের কংগ্রেস আহ্বান করার পরিকল্পনায় দারুণ ভ্রূকুঞ্চিত করবে এবং চেষ্টা করবে সেটায় বাধা দিতে। কিন্তু সরাসরি তার টুঁটি চাপতে সম্ভবত সাহস করবে না। যাই হোক তাতে আপনারা ভয় পাবেন না। কিন্তু আপনাদের কি এ ভয় নেই যে কমিটি ও কংগ্রেসে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তাদের নিঃসন্দেহ অধিক চাতুরীর দ্বারা আপনারা কমিউনিস্টরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে পারেন? আর তারপর প্রথমত বাস্তবিকই কি আপনি এ বিষয়ে

নিঃসন্দেহ যে আমাদের কমিউনিস্ট-মেয়ে-কমরেডরা ভালো করে মার্কসবাদ শিখেছে, তাদের ভেতর থেকে এমন এক হানাদারী বাহিনী বাছা যেতে পারে, যাঁরা সম্মানের সঙ্গে এই সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?'

উত্তরে লেনিনকে আমি বললাম যে কর্তৃপক্ষরা সম্ভবত কংগ্রেসকে বর্মাবৃত মুষ্টির ভয় দেখাবে না। তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অভদ্র আক্রমণ করলে সেটা আন্দোলনের স্বপক্ষেই যাবে। অ-কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং চাতুরীর বিরোধিতা আমরা, কমিউনিস্টরা করতে পারব সামাজিক সমস্যার গ্রহণ ও আলোকপাতে আমাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতা দিয়ে, এবং সেই সব সমস্যার সমাধানে আমাদের দাবির যৌক্তিকতা দিয়ে। শেষত, এবং এই সব নয়, তাদের কাছে আমরা রাশিয়ায় প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয়ের এবং নারী-মুক্তির ক্ষেত্রে তার কাজের উল্লেখ করতে পারব। আমাদের কয়েকজন কমরেডের দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি এবং সমবেতভাবে কাজ করে পুষিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে রুশ কমিউনিস্ট-মেয়েদের কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য আশা করি। তাদের হতে হবে আমাদের ব্যূহের লৌহকেন্দ্র। তারা সঙ্গে থাকলে কংগ্রেসে লড়াইয়ের চেয়েও আমি অনেক বেশি বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। তা ছাড়া ভোটে আমরা হেরে গেলেও আমাদের লড়াইটাই কমিউনিজমকে পুরোভাগে নিয়ে আসবে, সেটা হবে প্রচার-কাজের দিক দিয়ে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যত কাজের জন্য নতুন নতুন নির্ভর-বিন্দু মিলবে।

লেনিন জোরে হেসে উঠলেন।

'রুশ বিপ্লবী-মেয়েদের নিয়ে আপনার সেই উৎসাহই রয়েছে দেখছি। বাস্তবিকই, পুরনো প্রেমকে ভোলা যায় না। আমার মনে হয় আপনার কথা ঠিক। দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে লড়বার পর এমন কি পরাজয় থেকেও লাভ আছে এবং সেটা হবে মেহনতী নারীদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত বিজয়ের প্রস্তুতি। মোটামুটি ব্যাপারটা কাজ নিয়ে, তার ওপর ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। পুরোপুরি পরাজয় আমাদের কিছুতেই হতে পারে না। অবশ্য আমি আশা করছি বিজয় এবং সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি আপনাদের সাফল্য। এটা আমাদের শক্তিকে খুব বাড়াবে, আমাদের লড়াইয়ের ফ্রন্টকে করবে প্রশস্ততর ও দৃঢ়, আমাদের বাহিনীর মধ্যে সজীবতা, গতি ও সক্রিয়তা সঞ্চার করবে। এটা সর্বদাই হিতকর। তা ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার সংস্কারবাদী বন্ধুদের শিবিরের উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা, পরস্পর-বিরোধিতা এবং সংঘর্ষকেও এ কংগ্রেস বাড়িয়ে

তুলবে। যদি "বিপ্লবের হায়নাদের" নেতৃত্বে সবকিছু ভালো চলে, তা হলে কল্পনা করা যায় তাদের সঙ্গে কে বসবেন: সেখানে দেখা যাবে শেইদেমান, দিত্মান এবং লেগিনের নেতৃত্বাধীন সৎ, পোষমানা মেয়ে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের, পোপের আশীর্বাদপ্রাপ্ত অথবা লুথারের উপদেশ অনুসরণকারিণী ধর্মভীরু খ্রীষ্টান মহিলাদের, রাষ্ট্রের প্রিভি কাউন্সিলারদের খাঁটি কন্যাদের আর নতুন কাউন্সিলারদের স্ত্রীদের, সম্ভ্রান্ত শিষ্ট ইংরেজ নারী-স্বস্তিবাদীদের এবং উগ্র ফরাসী সাফরাজেট-মেয়েদের। উক্ত কংগ্রেস বুর্জোয়া পৃথিবীর বিশৃংখলা ও পতনের কী ছবিই না তুলে ধরবে! তার নিরুপায় হতাশার কী চিত্র! কংগ্রেস ভাঙনকে তীব্রতর করে প্রতিবিপ্লবকে দুর্বল করে ফেলবে। শত্রুদের যে-কোনো শক্তিহ্রাসের মানেই হল আমাদের শক্তিবৃদ্ধি। আমি কংগ্রেসের পক্ষপাতী। তাহলে শুরু করে দিন। লড়াইয়ে আপনাদের সাফল্য কামনা করি।'

আমরা জার্মানির অবস্থা নিয়েও আলোচনা করেছিলাম, বিশেষ করে পুরনো 'স্পার্টাকানদের'* সঙ্গে স্বতন্ত্র দলের বামপন্থীদের** আসন্ন 'ঐক্য

* স্পার্টাকানেরা — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ক. লিবক্নেখত, রোজা লুক্সেমবুর্গ, ফ. মেরিং, ক. সেৎকিন, ল. ইওগিহেস (তিশকা) প্রভৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী সংগঠন। স্পার্টাকাস লীগের সদস্যরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার চালাত এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের লুঠেরা নীতি ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের বেইমানির মুখোস খুলে ধরত। কতকগুলি তাত্ত্বিক প্রশ্নে ও রণকৌশলে কিন্তু তাদের ভ্রান্ত অভিমত ছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রিলে জার্মানির মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে স্পার্টাকাস লীগ যোগ দেয়, কিন্তু নিজেদের সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। জার্মানিতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর 'স্বতন্ত্রদের' সঙ্গে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে ও ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। — সম্পাঃ

** জার্মানির স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অভ্যন্তরস্থ বিরোধী লোকজন নিয়ে ১৯১৭ সালের এপ্রিলে গঠিত একটি মধ্যপন্থী পার্টি।

১৯২০ সালের অক্টোবরে হালে কংগ্রেসে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। বেশির ভাগ অংশটা ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হয়। দক্ষিণপন্থী লোকেরা পৃথক পার্টি গঠন করে এবং স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি — এই সাবেকী নামটাই বজায় রাখে। ১৯২২ সালে 'স্বতন্ত্ররা' পুনরায় জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে ফিরে আসে। — সম্পাঃ

কংগ্রেসের' কথা। তারপর লেনিন তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। যাবার সময় যে ঘরের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হল সেখানকার কর্মরত কয়েকজন কমরেডদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন বিনিময় তিনি করলেন।

আনন্দিত ও আশান্বিত হৃদয়ে আমি প্রস্তুতি কাজ শুরু করে দিলাম। কিন্তু জার্মান ও বুলগেরিয়ান নারী-কমিউনিস্টদের বিরোধিতার জন্য এই কংগ্রেসের পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল — তাঁরা সে সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে সবচেয়ে বড় কমিউনিস্ট নারী আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা কংগ্রেস আহ্বানে একেবারেই আপত্তি করলেন।

এ কথা লেনিনকে জানাবার পর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

'দুঃখের কথা, ভারি দুঃখের কথা! এই কমরেডরা বিরাট নারী সমাজের সামনে নতুন ও সুন্দরতর পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করার এবং তার ফলে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক লড়াইয়ের মধ্যে তাদের টানবার চমৎকার এক সুযোগ হারলেন। কে বলতে পারে এ ধরনের সুযোগ শীঘ্রই আবার আসবে কিনা? লোহা গরম থাকতে থাকতেই পিটাতে হয়। তবে কর্তব্যটা রয়ে গেল। যে-সব মেয়েদের পুঁজিবাদ ভয়ংকর অভাবে ফেলেছে তাদের কাছে পৌঁছবার পথের সন্ধান আপনাকে করে যেতে হবে। আপনাকে সে পথ খুঁজে বার করতে হবেই, তার জন্য যতই দাম দিতে হোক না কেন। এই আবশ্যিকতাটা কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলে না। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে জনগণের সংগঠিত কার্যকলাপ ছাড়া পুঁজিবাদকে পরাস্ত করাও হবে না, কমিউনিজম গড়ে তোলাও যাবে না। এই কারণেই নারী সমাজের অচলায়তনকে শেষ পর্যন্ত সচল হয়ে উঠতে হবে।'

* * *

লেনিনকে বাদ দিয়ে বৈপ্লবিক প্রলেতারিয়েতের প্রথম বছরটি কেটে গেছে। এই বছর দেখাল তাঁর কাজের স্থায়িত্বকে, প্রকাশ করল এই নেতার বিরাট প্রতিভাকে। কামানগর্জনে ঘোষণা করছে সেই শোকাচ্ছন্ন প্রহর, যখন এক বছর আগে লেনিন তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অন্তর্ভেদী চোখ চিরকালের জন্য বুজেছিলেন। আমি দেখতে পাচ্ছি মেহনতী স্ত্রী-পুরুষের এক বিষণ্ণ শেষহীন শোভাযাত্রা। তারা চলেছে লেনিনের চির বিশ্রামের জায়গায়। তাদের শোক আমারও শোক, কোটি কোটি নরনারীর শোক। পুনরুদিত যন্ত্রণায় অদম্য করে জাগিয়ে তুলছে স্মৃতি, পুনরুজ্জীবিত করছে যে বাস্তবতাকে

তার সামনে বর্তমানের ক্লেশ তুচ্ছ হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গে আলোচনার সময় লেনিন যে-সব কথা বলেছিলেন তার প্রত্যেকটিকে শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তাঁর মুখের প্রত্যেকটি ভাবান্তর। আমাকে লিখতেই হবে, লিখতেই হবে... লেনিনের কবরের কাছে পতাকাগুলিকে নোয়ানো হয়েছে, বিপ্লবের যোদ্ধাদের রক্তরঞ্জিত পতাকাগুলি। ফুলের মালা উঠছে জমে। তাদের একটিও অতিরিক্ত নয়। তাদের সঙ্গে এই কটি বিনীত পংক্তি আমিও যুক্ত করছি।

ক্লারা সেৎকিনের 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' বইটির রুশ সংস্করণের (গসপলিতিজদাৎ, ১৯৫৫) ৪০—৬৫ পৃষ্ঠা অনুসারে অনূদিত

নামের সূচি